দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৪৬ ॥ ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ০৯ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২১ জমাঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বাংলাদেশ থেকে ভারত বস্তা বস্তা টাকা লুট করেছে: দুদু

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ থেকে ভারত বস্তা বস্তা টাকা লুট করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) রাজধানীর প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ সমবায় দল ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আয়োজনে ভারতের আগ্রাসনে, শেখ হাসিনার দেশজুড়ে অরাজকতার প্রতিবাদে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ভারত বিগত ৫৩ বছরে মুক্তিযোদ্ধাকালীন সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের বন্ধুত্ব, কৃতজ্ঞতাকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে।

ক্যাডার ইস্যুতে কমিশনের ফিফটি-ফিফটি প্রস্তাবে সব পক্ষেরই রাজি নয়

স্টাফ রিপোর্টার : উপসচিব পদে পদোন্নতিতে প্রশাসন ক্যাডারের ৫০ শতাংশ এবং অন্যসব ক্যাডার থেকে ৫০ শতাংশ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করতে যাচ্ছে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন। এমন ঘোষণা মানতে রাজি নয় কোনো পক্ষই। এ ছাড়া বিসিএস শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে ক্যাডারভুক্ত না রেখে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মতো আলাদা করার প্রস্তাবের বিষয়েও আপত্তি এসেছে। ইতোমধ্যে বিবৃতি, বৈঠক এবং অবস্থান কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এ ইস্যুতে চাপে পড়েছে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারের কাছে এ কমিশনের প্রতিবেদন দেওয়ার কথা রয়েছে।

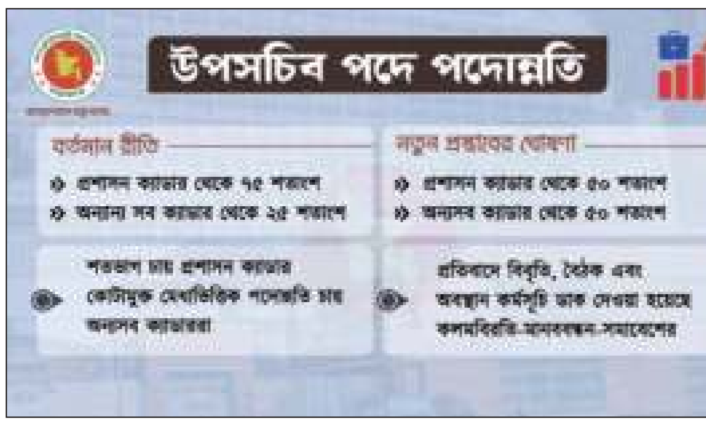

উপসচিব পদে পদোন্নতিতে নতুন প্রস্তাব করার ঘোষণা উপসচিব পদে পদোন্নতিতে প্রশাসন ক্যাডারের ৭৫ শতাংশ কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সব ক্যাডার থেকে ২৫ শতাংশ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছিল এতদিন। তবে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন এ পদে পদোন্নতিতে প্রশাসন ক্যাডারের ৫০ শতাংশ এবং অন্যসব ক্যাডার থেকে ৫০ শতাংশ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করতে চায়। গত মঙ্গলবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় কমিশন প্রধান আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী এ তথ্য জানান। আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী বলেন, পরীক্ষা ছাড়া সিভিল সার্ভিসের উপসচিব এবং যুগ্ম-সচিব পর্যায়ে কেউ পদোন্নতি পাবেন না বলে সুপারিশ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে উপসচিব পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য ৫০ এবং অন্য ক্যাডার থেকে ৫০ শতাংশ কর্মকর্তাদের নেওয়ার সুপারিশ দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া বিসিএস শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে ক্যাডারভুক্ত না রেখে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মতো আলাদা করার প্রস্তাব দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের তীব্র আপত্তি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রধানের বক্তব্যের একদিন পর তীব্র আপত্তি জানান প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা। ১৯ ডিসেম্বর প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (বিএএসএ) থেকে এক বিবৃতির মাধ্যমে এ সুপারিশ করার বিষয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। অ্যাসোসিয়েশন মনে করে, উপসচিব-সচিব পদে শতভাগই প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন হওয়া উচিৎ। বিবৃতিতে বলা হয়, উপসচিব পদোন্নতি প্রত্যাশী প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ২-এর পাতায় দেখুন

মুক্তিযোদ্ধার মানহানির ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনার নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : চৌদ্দগ্রামে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই কানুকে মানহানির ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। একই সঙ্গে পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনকে ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, জনাব আব্দুল হাই হত্যাসহ ৯টি মামলার আসামি। আমরা সকলকে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাই। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ কথা জানায়। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন যুবক আব্দুল হাই কানুর গলায় জুতার মালা পরিয়েছেন। এসময় পাশ থেকে একজন তাকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলছেন। অপরজন বলছেন, কুমিল্লা থেকে বের হয়ে যেতে। এসময় আব্দুল হাই কানু আকুতি করে বাড়ি থেকে বের হবেন না বললে মধ্যবয়সী এক ব্যক্তি বলেন, আমরা এতো বছর বাড়িতে থাকতে পেরেছি? এসময় আরেকজন বলে ওঠেন, আপনি পুরো গ্রামের মানুষের কাছে মাফ চাইতে পারবেন? এসময় তিনি হাতজোড় ২-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সাথে বঙ্গভবনে বাংলাদেশে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসেফ রামাদান সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) বঙ্গভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসেফ রামাদান। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি বলেন, ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনে নির্বিচারে নারী ও শিশু হত্যার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানায় বাংলাদেশ। তিনি আরও বলেন, ফিলিস্তিনের সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ, ওআইসি, ন্যামসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশ সব সময় জোরালো ভূমিকা রেখে আসছে এবং আগামীতেও রাখবে।সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূত ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ ও সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এ সময় রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আদিল চৌধুরী ও প্রেস সচিব জয়নাল আবেদীন উপস্থিত ছিলেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধাকে হেনস্তার ঘটনায় প্রধান উপদেষ্টার নিন্দা

স্টাফ রিপোর্টা : কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাইকে গলায় জুতার মালা পরিয়ে হেনস্তা করার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) সকালে এক বিবৃতিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ কথা জানিয়েছে। বিবৃতিতে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, চৌদ্দগ্রামে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ২-এর পাতায় দেখুন

পলিথিনের ব্যবহার বন্ধের উদ্যোগ কতটা এগোলো

স্টাফ রিপোর্টার : পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে পলিথিন নিষিদ্ধ করতে জোরালো উদ্যোগ নিয়েছে পরিবেশ মন্ত্রণালয়। হাটবাজার থেকে শুরু করে পলিথিন কারখানায় চালানো হচ্ছে অভিযান। তারপরও থেমে নেই এর অবাধ ব্যবহার। সুপার শপে পলিথিনের ব্যবহার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও হাটবাজারসহ মাঠ পর্যায়ে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। পরিবেশবিদরা বলছেন, পলিথিনের ব্যবহার রোধে প্রয়োজন কার্যকর পদক্ষেপ। পরিবেশ দূষণ রোধে যেমন জনসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন পলিথিনের উৎপাদন বন্ধ করা। এছাড়া দরকার জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে পলিথিনের বিকল্প ব্যাগ তৈরির ওপর জোর দেওয়া। সরেজমিন দেখা যায়, বাজার থেকে ক্রেতারা যত ধরনের পণ্য কেনেন, তার সবকিছুতে থাকছে পলিথিনের ব্যবহার। সাধারণ ক্রেতারা বলেছেন, পলিথিনের বিকল্প হিসেবে দামে সস্তা ও সহজলভ্য কিছু চালু করতে না পারলে মাঠ পর্যায়ে পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব হবে না। কাওরান বাজারে সবজি কিনতে আসা তৌকির আহমেদ বলেন, একজন সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই চাইবে কেনাকাটায় পলিথিন ব্যবহার করতে। কারণ দোকানি পণ্যের সঙ্গে পলিথিনের ব্যাগ ফ্রি দিচ্ছে। একটা পলিথিনের ব্যাগের দাম আকার ভেদে ২৫ পয়সা থেকে সর্বোচ্চ এক টাকা। অপরদিকে সরকার বিকল্প হিসেবে যা দেখাচ্ছেড়তা কেনা সাধারণ মানুষের কাছে বিলাসিতা। পলিথিনের মতো করে এমন কিছু তৈরি করতে হবে, যা খুব সহজেই দোকানিরা ক্রেতাদের দিতে পারে। পুরান ঢাকার রায় সাহেব বাজারে মাছ কিনতে আসা সাহেদ আলী বলেন, পলিথিনের ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সবাই জানেন। দৈনন্দিন জীবনে পলিথিন ব্যবহারের বিকল্প এখনও সচরাচর নয়। যেমন- আমি এখন মাছ কিনলাম। আমার কাছে বাজারের একটা ব্যাগ আছে। কিন্তু আমি যদি সরাসরি মাছ সেই ব্যাগে ২-এর পাতায় দেখুন

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৫ সালে ছুটি ৭৬ দিন, তালিকা প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের সব সরকারি-বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০২৫ সালের বাৎসরিক ছুটির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মোট ৭৬ দিন ছুটি রাখা হয়েছে। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপসচিব মোসাম্মৎ রহিমা আক্তারের সই করা প্রজ্ঞাপনে বার্ষিক শিক্ষাপঞ্জি ও ছুটির এ তালিকা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত তালিকায় থাকা দীর্ঘ ছুটিগুলো হলো- পবিত্র রমজানের ছুটি শুরু হবে ২ মার্চ থেকে। ঈদুল ফিতর, জুমাতুল বিদা, স্বাধীনতা দিবসসহ কয়েকটি ছুটি মিলিয়ে সেসময় টানা ২৮ দিন স্কুল বন্ধ থাকবে। দীর্ঘ ছুটির পর ৮ এপ্রিল পুনরায় ক্লাস শুরু হবে। ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশেও টানা ১৫ দিন সরকারি-বেসরকারি স্কুলে ছুটি ২-এর পাতায় দেখুন

দুই হাজার কোটি টাকায় ১০ প্রকল্প অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় দশ প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) রাজধানীর শেরে বাংলানগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও একনেক চেয়ারপারসন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সভা শেষে পরিকল্পনা উপদেষ্টার দপ্তরে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। একনেক বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, অনুমোদন পাওয়া এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ১ হাজার ৯৭৪ কোটি ৩০ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকার অর্থায়ন করবে ১ হাজার ৬৪২ কোটি ৯৮ লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৩৩১ কোটি ৩২ লাখ টাকা। অনুমোদিত প্রকল্পগুলো হলোড়নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের 'চিলমারী এলাকায় (রমনা, জোড়গাছ, রাজিবপুর, ২-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনাকে ফেরাতে দিল্লিকে ঢাকার চিঠি

স্টাফ রিপোর্টার : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফেরত আনতে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা জানান। তৌহিদ হোসেন বলেন, ভারতকে আমরা জানিয়েছি ক্লিয়ারলি। আমরা তাকে (শেখ হাসিনা) যে ফেরত চাচ্ছি বিচার ব্যবস্থার জন্য সেটা জানিয়েছি। ফেরত চাওয়ার প্রক্রিয়াটা কী হতে পারে, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ভারত সরকারকে নোট ভারবালের (কূটনৈতিক পত্র) মাধ্যমে। এর আগে, সোমবার পিলখানায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ ২-এর পাতায় দেখুন

বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন হাসান আরিফ

স্টাফ রিপোর্টার : মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে চিরশায়িত হলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় তাকে সমাহিত করা হয়। এ সময় তার ছেলে মুয়াজ আরিফসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। মুয়াজ আরিফ বলেন, আমরা এক ভাই, এক বোন। ছোট থেকেই কোর্টের একটা আবহে বড় হয়েছি। বাবার কাছে আমাদের কোনও প্রয়োজন থাকলে কেবল শনিবার বলতে পারতাম। বাবাকে কাছে পেতে শুরু করেছি যখন আমি তার সঙ্গে চেম্বারে কাজ করা শুরু করি। তিনি সবসময় কোর্টে ও চেম্বারেই ব্যস্ত থাকতেন। আইনজীবী হিসেবে তিনি কেমন তা দেশের সবাই জানেন। বাবা সবসময় আমাদের খেয়াল ২-এর পাতায় দেখুন

টাঙ্গাইল: সোমবার উপজেলার ছিলিমপুর ইউনিয়নের হোসনেআরা হাসান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ছিলিমপুর ইউনিয়নে সুবিধা বঞ্চিতদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়

বেশিরভাগ মামলায় আসামির বিচার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না

স্টাফ রিপোর্টার : আদালতে বেশিরভাগ মামলা আসামির বিচার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। তদন্ত শেষে পুলিশ অভিযোগপত্র (চার্জশিট) জমা দিলেও আদালতের রায়ে ৭২ শতাংশ মামলাতেই আসামি খালাস পেয়ে যাচ্ছে। আর পুলিশের জমা দেয়া চার্জশিটে বিচারে শাস্তি নিশ্চিত করা যাচ্ছে মাত্র ২৮ শতাংশ মামলায়। বেশিসংখ্যক মামলায় আসামির বিচার নিশ্চিত না হওয়ার পেছনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মামলা দায়েরের সময়েই ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। ভুয়া তথ্য দিয়ে মামলা দায়ের, নির্দোষ ব্যক্তিদের আসামি করা, সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে তদন্ত না করা, ভুয়া সাক্ষী রাখা এবং বিচার চলাকালে সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে না পারায় বেশিরভাগ মামলায় আসামি খালাস পেয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রতায় গুরুত্বপূর্ণ আলামত নষ্ট ২-এর পাতায় দেখুন

রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন ডলার ছাড়াল

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন দুই হাজার কোটি ৪২ লাখ ৮০ হাজার ডলার। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) এ তথ্য জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র হোসনে আরা শিখা। একই সময়ে বৈদেশিক মুদ্রায় গঠিত বিভিন্ন তহবিলসহ মোট রিজার্ভের পরিমাণ দুই হাজার ৪৯৯ কোটি ৩৪ লাখ ৬০ হাজার ডলার। গত ১১ নভেম্বর এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) মাধ্যমে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে আমদানি পণ্যের বিল বাবদ ১৫০ কোটি ডলার পরিশোধ করে বাংলাদেশ। ফলে আইএমএফের হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে দাঁড়ায় ১৮ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলারে। দেড় মাসে বৈদেশিক মুদ্রার এই সঞ্চয় বাড়তে বাড়তে আবারও ২০ বিলিয়ন ডলার ছাড়াল। রিজার্ভের তিনটি হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রথমটি হলো বৈদেশিক মুদ্রায় গঠিত বিভিন্ন তহবিলসহ মোট রিজার্ভ। দ্বিতীয়টি হলো আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি। এতে বৈদেশিক মুদ্রায় গঠিত তহবিল বা ঋণের অর্থ বাদ রাখা হয়। তৃতীয়টি হলো ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ, বর্তমানে যা ১৫ বিলিয়ন ডলারের কিছুটা নিচে। দেশে ন্যূনতম তিন মাসের আমদানি খরচের সমান রিজার্ভ থাকতে হয়। সেই মানদণ্ডে বাংলাদেশের রিজার্ভ এখন প্রায় চার মাসের আমদানি মূল্য মেটানোর অবস্থায় রয়েছে। করোনা পরবর্তী সময়ে বৈদেশিক ২-এর পাতায় দেখুন

প্রতিদিন গড়ে ৯ কোটি ৫৫ লাখ ডলার রেমিট্যান্স আসছে

স্টাফ রিপোর্টার : ডিসেম্বর মাসের প্রথম ২১ দিনে ২০০ কোটি ৭৩ লাখ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে। এই হিসাবে দৈনিক গড়ে রেমিট্যান্স এসেছে ৯ কোটি ৫৫ লাখ ডলার । গত রোববার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত সবশেষ হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। রেমিট্যান্সের এ ধারা অব্যাহত থাকলে ডিসেম্বরে দেশের প্রবাসী আয় রেকর্ড ২-এর পাতায় দেখুন

চাঁদপুরে থেমে থাকা জাহাজে দুর্বৃত্তদের হামলা, নিহত বেড়ে ৭

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের হরিণা ফেরিঘাট এলাকায় মেঘনা নদীতে থেমে থাকা একটি জাহাজে দুর্বৃত্তদের হামলায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় গুরুতর আহত অবস্থায় ৩ জনকে পাওয়া গেছে। আহত ৩ জনের মধ্যে হাসপাতালে নেওয়ার পর দুজন মারা গেছেন। ফলে ওই জাহাজে থাকা মোট ৭ জনের মৃত্যু হলো। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেলে চাঁদপুরের ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার আনিসুর রহমান আরও দুজনের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেছেন। এ দিকে চাঁদপুর নৌ-পুলিশ সুপার সৈয়দ মুশফিকুর রহমান বলেন, এমভি আল-বাখেরা নামের জাহাজটিতে দুর্বৃত্তদের হামলার এ ঘটনা ঘটে। জাহাজটি নোঙর করা অবস্থায় ছিল। হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত তথ্য এবং হতাহতদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকিদের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। জাহাজ থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে বিকেল ৪টার দিকে চাঁদপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে দুজনকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আহত অপর জনের নাম জুয়েল (২৮)। তার ২-এর পাতায় দেখুন

উদ্ধার হয়নি লুট হওয়া ১৪২৭ আগ্নেয়াস্ত্র

স্টাফ রিপোর্টার : শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগে-পরে তিন দিনের মধ্যে থানা, ফাঁড়িসহ পুলিশের বেশ কিছু স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ ঘটে। এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনেক আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট হয়। এসব অস্ত্রের বেশিরভাগ উদ্ধার করা গেলেও এখন অবধি কারাগারের ২৮টি রাইফেল ও পুলিশের ১৩৯৯টি অস্ত্র অর্থাৎ মোট ১৪২৭টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা যায়নি। বিষয়টিকে দেশের নিরাপত্তায় বড় ধরনের হুমকি হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর সারা দেশে পুলিশি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ সদস্যরা থানায় আসতে সাহস পাননি। প্রথম দিকে স্থাপনা পাহারা দেওয়ার জন্য আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়। পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে ধীরে ধীরে থানার কার্যক্রম স্বাভাবিক হতে থাকে। ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই পুলিশ লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র জমার দেওয়ার জন্য নির্ধারিত সময় বেঁধে দেয়। সময় শেষ হওয়ার পরপরই লুট হওয়ার আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের পুলিশ অভিযানে নামে, যা এখনো চলমান। এরইমধ্যে লুট হওয়া অনেক অস্ত্র আইনশৃঙ্খলা বাহিনী উদ্ধারে সক্ষম হয়েছে। তবে এখনবধি যেসব অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার করা যায়নি পারেনি সেগুলোর বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অস্ত্রগুলো যদি সন্ত্রাসীদের হাতে গিয়ে থাকে তাহলে এটা নিরাপত্তার জন্য বড় ধরনের হুমকি। পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস) ইনামুল হক সাগর বাংলানিউজকে বলেন, সে সময় ৫৮টি থানায় অগ্নিসংযোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ৫৬টি থানায় ভাঙচুর হয়। আনুমানিক মোট ১১৪টি থানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এ সময় পুলিশের অস্ত্র লুট হয় পাঁচ হাজার ৭৫০টি। ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত উদ্ধার হয় চার হাজার ৩৫১টি। আরও এক হাজার ৩৯৯টি অস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। এছাড়া গোলাবারুদ লুণ্ঠিত হয় ৬ লাখ ৫১ হাজার ৬০৯। উদ্ধার করা হয় ৩ লাখ ৮৯ হাজার ৪৩৯। এদিকে কারাগার থেকে জানা যায়, জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের সময় নরসিংদী কারাগারে হামলার সময় রক্ষিত ৮৫টি চাইনিজ রাইফেল লুটের ঘটনা ঘটে। এখন পর্যন্ত ৫৭টি চাইনিজ রাইফেল উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। বাকি ২৮টি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। লুট ২-এর পাতায় দেখুন

নিরাপত্তায় বড় হুমকি

হঠাৎ অস্থির ডলারের বাজার দাম বেড়ে ১২৮ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : খোলা বাজারে ডলারে দাম হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠেছে। প্রতি ডলারের দাম ১২৮ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। ব্যাংকপাড়া খ্যাত মতিঝিল, পুরানা পল্টনে এমন চিত্র দেখা গেছে। গতকাল সোমবার সকাল থেকে মতিঝিল ও পল্টনের বিভিন্ন মানি এক্সচেঞ্জে প্রতি ডলার ১২৭ টাকা ৬০ পয়সা থেকে ১২৮ টাকায় বিক্রি করতে দেখা গেছে। চাহিদার তুলনায় জোগান তুলনামূলক কম থাকায় প্রতিনিয়ত হু হু করে ডলারের দাম বাড়ছে বলে জানাচ্ছেন অনেকে। হঠাৎ ডলারের বাড়তি দামের বিষয়টি অনুসন্ধান করতে সরেজমিনে রাজধানীর কয়েকটি মানি এক্সচেঞ্জ হাউসে খোঁজ নেওয়া হয়। দেখা গেছে, ডলার কিনতে গেলে প্রকৃত গ্রাহক নিশ্চিত করার পর ডলারের দাম ১২৮ টাকা ২০ পয়সা পর্যন্ত হাঁকছেন মানি চেঞ্জারের লোকজন। বেশি ডলার কিনতে চাইলে দাম কিছুটা কমে বিক্রি করতে চাইছে। অথচ মাত্র ১০ দিন আগেও খোলা বাজারে ১২৩-১২৪ টাকায় লেনদেন হয়েছে ডলার। তবে ডলারের গ্রাহককে গণমাধ্যমকর্মী বা বাংলাদেশ ২-এর পাতায় দেখুন

নতুন মামলায় সালমান এফ রহমানসহ গ্রেফতার ৮

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন থানার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পৃথক ৪ মামলায় নতুন করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক বেসরকারি খাত বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানসহ ৮ জনকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত। অন্যরা হলেন- সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, জাসদের সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, মেজর জেনারেল (অবঃ) জিয়াউল আহসান এবং সাবেক এমপি মো. সাদেক খান। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নাজমিন আক্তারের আদালতে আসামিদের উপস্থিত করে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা। বিচারক এসব মামলায় সংশ্লিষ্ট আসামিদের গ্রেফতার দেখান। এরপর তাদের কারাগারে পাঠানো হয়।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যাত্রাবাড়ী থানাধীন এলাকায় জিসান হত্যা মামলায় সালমান এফ রহমান, আনিসুল হক, হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন, চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত।

নিউ মার্কেট থানাধীন এলাকায় শিক্ষার্থী মুহাম্মদ ২-এর পাতায় দেখুন

২৪ ঘণ্টায় ৯৩ ছিনতাইকারী গ্রেফতার, বেশি লালবাগ-তেজগাঁওয়ে

স্টাফ রিপোর্টার : ৯৩ জন পেশাদার ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার (২৩ ডিসেম্বর) সকাল ৮টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) বিভিন্ন অপরাধ বিভাগ। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিনতাইকারী গ্রেফতার হয়েছে লালবাগ এলাকা থেকে ২৬ জন ও তেজগাঁও বিভাগ এলাকা থেকে ১৯ জন। গুলশান বিভাগ এলাকা থেকেও চার ছিনতাইকারী গ্রেফতার হয়েছে। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) রাজধানীর মিন্টো রোড ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার এস এন মো. নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, ঢাকার ছিনতাইপ্রবণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করে কারা ছিনতাই করে তাদের চিহ্নিত করছি। তাদের আইনের আওতায় আনতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে। ফুট পেট্রোল, গাড়ি পেট্রোল এবং মোটরসাইকেল পেট্রোল অব্যাহত রয়েছে। এখন শীতের রাত, গভীর রাতেও ছিনতাই হচ্ছে। ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ৯ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নগরবাসীকে সম্পৃক্ত করতে না পারায় নৈরাজ্য বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : উন্নত দেশে সিটি করপোরেশন কর্মীরা সরাসরি বাসাবাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করলেও রাজধানীর চিত্র উল্টো। বর্জ্য অপসারণের মূল দায়িত্ব নগর কর্তৃপক্ষের হলেও তারা এ দায়িত্ব দিয়েছে তৃতীয় পক্ষকে। অন্যদিকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নগরবাসীকে সম্পৃক্ত করতে না পারায় নৈরাজ্য বাড়ছে। দুই সিটি করপোরেশনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কয়েক হাজার পরিচ্ছন্নতাকর্মী প্রতিদিন বর্জ্য সংগ্রহ করেন। খালি হাত-পায়ে প্রতিদিন ঝুঁকিপূর্ণ নগর বর্জ্য হাতড়াতে হয় তাদের। বাসাবাড়ি থেকে ভ্যানে করে ময়লা এসটিএসে এনে প্লাস্টিক দ্রব্য, কাগজ আর পচনশীল বর্জ্য আলাদা করতে হয়। প্রতি বছর আবর্জনা সংগ্রহের বিল বাড়ালেও বেতন বাড়ে না মাঠ কর্মীদের। আছে সচেতনতার অভাব। ইজারাদারদের দাবি, স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে ময়লা সংগ্রহকারীদের জন্য সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের শিলুয়া এন্টারফাইজের স্বত্বাধিকারী কাজী মাসুদ করিম জানান, হ্যান্ড গ্লাভস, জুতা, জ্যাকেটসহ সেফটি ইস্যুতে যা যা দরকার সবই আমাদের আছে। কিন্তু ময়লা সংগ্রহকারীরা শিক্ষিত না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে তারা বিষয়টা বুঝে না এবং ব্যবহার করে না। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর খায়রুল আলম জানান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা এখনও কম। আবার অরেক ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক ময়লাটা কোথায় ফেলতে হবে করপোরেশন থেকে সেটা নিশ্চিত করা হয়নি।

বর্জ্য অপসারণে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত ও অনিয়ম দূর করতে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সভাপতি অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খানের। বিশেষজ্ঞরা বলেন, পরিবেশ রক্ষায় সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন বা এসটিএসগুলো প্রধান সড়ক থেকে দ্রুত সরাতে হবে। অনিয়ম দূর করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চত করতে সাধারণের সম্পৃক্ততা জরুরি। ময়লা সংগ্রহকারীদের সুরক্ষায়ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। বাসযোগ্য নগর গড়তে পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ চান নগরবিদরা।

শিল্পকলা একাডেমির নিয়োগে দুর্নীতি

লাকীসহ ২৪ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নিয়োগে লিখিত পরীক্ষায় জাল জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির সাবেক মহাপরিচালক মোহাম্মদ লিয়াকত আলী লাকীসহ ২৪ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। গতকাল সোমবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়া দুদকের মামলা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপ-পরিচালক সুমিত্রা সেন গত ৬ অক্টোবর বাদী হয়ে ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলাটি করেন। নিষেধাজ্ঞা পাওয়া অন্য আসামিরা হলেন- শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক (প্রশাসন) জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী, কালচারাল অফিসার আল মামুন, মো. হামিদুর রহমান, বেগম সুদীপ্তা চক্রবর্তী, হাসান মাহমুদ, বেগম বুনা লায়লা মাহমুদ, সহকারী পরিচালক (বাজেট ও প্ল্যানিং) বেগম সামিরা আহমেদ, স্টেজ ম্যানেজার বেগম রহিমা খাতুন, গাইড লেকচারার মো. মাহাবুবুর রহমান, ইন্সট্রাকটর (সংগীত ও যন্ত্র) বেগম মীন আরা পারভীন, ইন্সট্রাকটর (নৃত্য) বেগম প্রিয়াংকা সাহা, যন্ত্রশিল্পী (গ্রেড-৩) নারায়ণ দেব লিটন ও মোহাম্মদ জিয়াউল আবেদীন, নৃত্যশিল্পী (গ্রেড-৩) বেগম লায়লা ইয়াসমিন, বেগম মিফতাহুল বিনতে মাসুক, বেগম আলকা দাশ প্রাপ্তি ও বেগম সুমাইতাহ তাবাসসুম খানম, কণ্ঠশিল্পী বেগম রোকসানা আক্তার রূপসা, আবদুল্লাহেল রাফি তালুকদার, মো. সোহানুর রহমান, বেগম আবিদা রহমান সেতু ও বেগম মোহনা দাস এবং ক্যামেরাম্যান (জনসংযোগ) মো.

৭-এর পাতায় দেখুন

আগাছা উপড়ে ফেলে সুন্দর নির্বাচন হবে ইভিএম ছাড়াই : বদিউল আলম

স্টাফ রিপোর্টার : ১৬ বছরে নানা অনিয়মের কারণে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা নির্বাসনে চলে গিয়েছিল বলে মন্তব্য করে নির্বাচন সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন, এখন আমরা মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে কাজ করছি। যেসব আগাছা রয়েছে সেগুলো উপড়ে ফেলে একটি সুন্দর নির্বাচন ব্যবস্থা প্রণয়নের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নসরুল হামিদ খান মিলনায়তনে 'ভোটার সচেতনতা ও নাগরিক সক্রিয়তা কার্যক্রম' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) ব্যবহার থাকবে না। একই সঙ্গে অতীতে যারা নির্বাচনী অপরাধ করেছেন তাদের শাস্তির মুখোমুখি করা হবে। কমিশন প্রধান আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, নিজেদের প্রতি নিজেদের আস্থা ফিরিয়ে আনা। ৫৩-৫৪ বছরেও আমরা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমুন্নত করতে পারিনি। আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা নির্বাসনে চলে গেছে। এখন কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করে আগাছাগুলো পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, নির্বাচনী মাঠকে সমতল করা। এর মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব। আর পরবর্তী যে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসবে তারাও মনে রাখবে যে কি প্রেক্ষাপটে তারা ক্ষমতায় এসেছে। তিনি বলেন, আমরা আশা করছি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে নির্বাচন ব্যবস্থা থাকলে ২-৩ টার্মেই মানুষ তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। তখন সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা একটি নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হবে। সেই আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই সংস্কারের প্রস্তাব করা হচ্ছে এবং আমরা আশাবাদী। আগে সংস্কার নাকি আগে নির্বাচন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এর আগেও আমরা বলেছি নির্বাচন হলে তো আগেই হতে পারতো। সংস্কার করাই হচ্ছে নির্বাচনের জন্য। আমরা চাচ্ছি নির্বাচন যেন সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হয়। এখন যে অপরিচ্ছন্ন মাঠ এখানে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নয়। সেজন্য সংস্কার করতেই হবে। এই সংস্কারের পরে আশা করি নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে। এর মাধ্যমে (সংস্কার) আমাদের মধ্যে একটি সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ইউনিয়ন পর্যায়ে ভাগে ভাগে নির্বাচন দেওয়া হবে কি না জানতে চাইলে এব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলেও জানান তিনি।

সাবেক ডেপুটি গভর্নর এসকে সুর ও স্ত্রী-মেয়ের নামে দুদকের মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী (এসকে সুর), তার স্ত্রী এবং মেয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও উপ পরিচালক আকতারুল ইসলাম । তিনি জানান, নির্ধারিত সময়ে সম্পদের হিসাব দাখিল না করায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর এসকে সুর চৌধুরী, তার স্ত্রী সুপর্ণা সুর চৌধুরী এবং মেয়ে নন্দিতা সুর চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের আমলের আলোচিত ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরীর সব ধরনের

৭-এর পাতায় দেখুন

গলার কাঁটা ইভিএম নিয়ে এখন কী করবে নির্বাচন কমিশন?

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) কোনোভাবেই ব্যবহারের সুযোগ নেই। স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও এই মেশিনগুলো ব্যবহার করা হবে কি না সেটিও স্পষ্ট নয়। যদি কোনো নির্বাচনেই ইভিএম ব্যবহার না করা হয়, তাহলে এই মেশিনের রক্ষণাবেক্ষনের চ্যালেঞ্জ নিতে হবে নাসির উদ্দীন কমিশনকে। ইসি কর্মকর্তারা বলছেন, রাজনৈতিক বিতর্ক এবং এই মেশিনের ব্যবহার নিয়ে দলগুলোর মাঝে অনৈক্য থাকায় জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিতে চায় না নির্বাচন কমিশন। তাই বলে কয়েক হাজার কোটি টাকার মেশিন তো বাতিল করে দেওয়া যায় না। এজন্য স্থানীয় নির্বাচনে চাহিদার প্রেক্ষিতে ইভিএম ব্যবহারের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। তবে বর্তমানে ইভিএম প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা মেশিনগুলো রক্ষণাবেক্ষণই এখন আসল চ্যালেঞ্জ। ইতোমধ্যেই প্রত্যেক মাসিক সমন্বয় সভায় মাঠ পর্যায়ের ইভিএমগুলো সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্টভাবে ওয়্যারহাউজ নির্মাণের কথা বলে আসছেন কর্মকর্তারা। মাঠ পর্যায়ের ইভিএমগুলো এখন গলার কাঁটায় পরিণত হয়েছে বলেও জানান কর্মকর্তারা। ইসি কর্মকর্তারা আরও জানান, ২০২৩ সালে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের পূর্বে এসে প্রায় প্রতিটি সেটেই কোনো না কোনো সমস্যা দেখা দেয়। প্রায় ৪০ হাজারের মতো মেশিন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অবশিষ্ট এক লাখ ১০ হাজার

৭-এর পাতায় দেখুন

সমন্বিত নিরীক্ষায় বিদেশি পরামর্শক নিয়োগে বিশেষ বিধান জারি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ব্যাংকগুলোর ঝুঁকিভিত্তিক সমন্বিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে যোগ্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি বিশেষ বিধান প্রণয়ন করেছে। এই বিধানবলে ব্যাংক কোম্পানি ও ব্যাংকিং নীতিমালার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করবে, যারা নির্দিষ্ট ব্যাংকে গভীর নিরীক্ষা চালাবে। বাংলাদেশ ব্যাংক আইন অনুযায়ী 'স্পেশাল রেগুলেশনস অব বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৪' শীর্ষক এই বিধান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের এক বৈঠকে প্রণয়ন করা হয়েছে। গত রোববার দেশের সব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে চিঠি দিয়ে বাংলাদেশ

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে শুরু হচ্ছে পাঁচ দিনব্যাপী আবাসন মেলা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে শুরু হচ্ছে পাঁচ দিনব্যাপী আবাসন মেলা। আগারগাঁওয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র বিআইসিসিতে রিহ্যাব আয়োজিত এ মেলা চলবে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবারের মেলায় বিভিন্ন আবাসন কোম্পানির পাশাপাশি বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানও অংশ নিচ্ছে। আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিহ্যাব সভাপতি মো. ওয়াহিদুজ্জামান জানান, ২০০১ সাল থেকে ঢাকায় রিহ্যাব হাউজিং ফেয়ার শুরু হয়। এটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত রিহ্যাবের ২৬তম ফেয়ার। এছাড়া চট্টগ্রামে ১৫টি ফেয়ার সফলভাবে সম্পন্ন করেছে রিহ্যাব। রিহ্যাব ২০০৪ সাল থেকে বিদেশে হাউজিং ফেয়ার আয়োজন করে আসছে। এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ১২টি, যুক্তরাজ্যে, দুবাই, ইতালির রোম, কানাডা, সিডনি,

৭-এর পাতায় দেখুন

সাঈদ খোকনের সপরিবারে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সাবেক মেয়র সাঈদ খোকন, তার স্ত্রী ফারহানা সাঈদ, মা শাহানা হানিফ ও ভাই জাবেদ আহমেদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়া এ আদেশ দেন। এদিন দুদকের উপ-পরিচালক (মানিলন্ডারিং) মো. মাসুদুর রহমান তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট শাহানা হানিফ, সাঈদ খোকন ও জাবেদ আহমেদের নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবগুলোতে অস্বাভাবিক লেনদেনের অভিযোগসহ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক

৭-এর পাতায় দেখুন

তাবলিগের দ্বন্দ্ব নিরসনের বদলে উসকে দিয়েছেন মামুনুল, অভিযোগ সাদপন্থিদের

স্টাফ রিপোর্টার : তাবলিগ জামাতের দুই পক্ষের মধ্যে বিবদমান দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নিরসনের বদলে মাওলানা মামুনুল হক তা আরও উসকে দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন তাবলিগ জামাতের সাদপন্থি আলেম-ওলামারা। গতকাল সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি হলে এক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন তারা। 'দেশব্যাপী তাবলিগ জামাতের মাওলানা সাদ অনুসারীদের ওপর জুলুম-নির্যাতন হামলা-মামলা, শীর্ষ মুরুব্বিদের ওপর মিথ্যা মামলা ও কারাবন্দি মজলুম আলেমে দ্বীন মুফতী মুআজ বিন নুরের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে' তাবলিগ জামাত বাংলাদেশের সাধারণ সাথী এবং উলামায়ে কেরামের ব্যানারে এই সংবাদ সম্মেলন করা হয়। সাদপন্থিরা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তাদের নিষিদ্ধ করা হোক। বুধবার স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন মামুনুল হক। এ বিষয়ে তাবলিগ জামাতের নিজামউদ্দিন

৭-এর পাতায় দেখুন

দিনাজপুর: আগাম জাতের আলু তুলতে শুরু করেছেন দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার আলু চাষিরা। আবহাওয়া ভালো থাকায় ফলন ও বাজারদর ভালো পাওয়ায় আগাম জাতে আলু চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন কৃষকেরা। পাইকাররা জমি থেকে প্রতিকেজি আলু ৫০ টাকা দরে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।

আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ শহীদ আরাফাতের জানাজা সম্পন্ন

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়া কিশোর আরাফাতের (১১) জানাজা সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন তার বড় ভাই হাসান আলী। এর আগে গত রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) আরাফাতের মৃত্যু হয়। সে মাদরাসার শিক্ষার্থী ছিল। এদিকে, আরাফাতের জানাজায় অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম, আরাফাতের বাবা শহিদুল ইসলাম, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী সাইদুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এবং ছাত্রনেতা সারজিস আলম উপস্থিত ছিলেন। আরাফাতের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ আগস্ট উত্তরার আজমপুর পূর্ব থানার সামনে গুলিবিদ্ধ হয় আরাফাত। এরপর প্রথমে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে এবং পরে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার

৭-এর পাতায় দেখুন

পরিবেশবান্ধব কারখানার সনদ পেল আরও ২ প্রতিষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে নতুন করে সবুজ কারখানা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে আরও দুটি তৈরি পোশাক কারখানা। এতে দেশের পোশাক খাতে পরিবেশবান্ধব কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩২টিতে। ইউনাইটেড স্টেটস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) এ স্বীকৃতি দিয়েছে। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এ তথ্য জানিয়েছে। বিজিএমইএ জানায়, এখন পর্যন্ত দেশের পোশাক ও বস্ত্র খাতের ২৩২টি কারখানা লিড সনদ পেয়েছে। এর মধ্যে লিড প্লাটিনাম ৯২টি, লিড গোল্ড ১২৬টি, লিড সিলভার ১০টি ও সার্টিফায়েড ৪টি। সবুজ কারখানার নতুন সনদ পাওয়া কারখানা দুটি হলো আমির শার্টস লিমিটেড ও ক?ন্টি?নেন্টাল গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি প্রাইভেট লিমিটেড। আমির শার্টস ৬৬ পয়েন্ট ও ক?ন্টি?নেন্টাল গার্মেন্টস ৭০ পয়েন্ট নিয়ে গোল্ড রেটিং পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) 'লিড' নামে পরিবেশবান্ধব স্থাপনার সনদ দিয়ে থাকে। লিডের পূর্ণাঙ্গ রূপ লিডারশিপ ইন অ্যানার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন। এ সনদ পেতে হলে একটি প্রকল্পকে ইউএসজিবিসির তত্ত্বাবধানে নির্মাণ থেকে উৎপাদন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে সর্বোচ্চ মান রক্ষা করতে হয়। মূলত ভবন নির্মাণের পর কিংবা পুরোনো ভবন সংস্কার করেও প্রতিষ্ঠানটিতে আবেদন করা যায়। লিড সনদের জন্য ৯টি শর্ত পরিপালনে মোট ১১০ পয়েন্ট

৭-এর পাতায় দেখুন

স্ত্রী-সন্তানসহ শাহরিয়ার আলমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, তার স্ত্রী সিলভিয়া পারভীন, দুই ছেলে সাদমান শাহরিয়ার ও আহনাফ শাহরিয়ারের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন আদালত। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়া দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। এদিন মামলার অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দুদকের উপ-পরিচালক মো. সালাহউদ্দিন তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, শাহরিয়ার আলমসহ

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসক লাঞ্ছিত, গ্রেপ্তার ১

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মোমেনা বেগম (৪০) নামে রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে স্বজনদের হাতে চিকিৎসক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় শম্পা বেগম (৩৯) নামে এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে পুলিশ। গত রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দ্বিতীয় তলায় এ ঘটনা ঘটে। শাহবাগ থানার এসআই মাহমুদ হাসান বলেন, ঢামেক হাসপাতালে একজন নারী চিকিৎসক রোগীর স্বজনদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। এ ঘটনায় ডা. মানার হাফিজ থানায় গিয়ে মারধর ও সরকারি কাজে বাধা দেওয়ায় মামলা করেছেন। অভিযুক্ত শম্পাকে রাতেই আটক করা হয়। পরে শম্পাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাকে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। মৃত মোমেনা বেগমের মেয়ে হাফিজা আক্তার বলেন, তাদের বাড়ি ময়মনসিংহ

৭-এর পাতায় দেখুন

ফের আন্দোলনের আভাস

ভোগান্তিতে পড়তে পারেন ট্রেনযাত্রীরা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ রেলওয়ের লোকোমাস্টারদের মাইলেজ যোগ করে পেনশন ও আনুতোষিক প্রদানের দাবির বিষয়ে কোনো সুরাহা না হওয়ায় আবারও নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টায় ফিরতে চাচ্ছেন তারা। এতে ৮ ঘন্টার বেশি কাজ করবেন না তারা। লোকোমাস্টারের সংকট থাকায় দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে চলা ট্রেনগুলো আবারও বিলম্বের শিকার হবে। এতে আবারও চরম ভোগান্তিতে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে যাত্রীদের। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে মাইলেজ প্রদানের দাবি পূরণ না হলে আন্দোলনে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ রেলওয়ে রানিং স্টাফ ও শ্রমিক কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. মজিবুর রহমান। গণমাধ্যমকে তিনি জানান, আমাদের সিদ্ধান্ত ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের মাইলেজ প্রদানের দাবি পূরণ না হলে আন্দোলনে যাবো। অনেক চিঠিপত্র, আবেদন করেও কোনো সাড়া পাচ্ছি না। তাই ১ জানুয়ারি থেকে আমাদের সংগঠন সদস্যরা নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টার বেশি কাজ করবে না। আমরা যারা ২০২২ সালের আগে রানিং স্টাফ হিসেবে যোগ দিয়েছি, তারা ৮ ঘণ্টার অতিরিক্ত ডিউটি করবো না। রেলওয়ের লোকোমাস্টার (এলএম), সহকারী লোকোমাস্টার (এএলএম) ও সাব-লোকোমাস্টার (এসএলএম)

৭-এর পাতায় দেখুন

দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে আমজাদ হোসেন (২৪) নামে বাংলাদেশি এক যুবক নিহত হয়েছেন। শনিবার রাতে দেশটির ইমপ্লুজি এলাকার গভা সুপার মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আমজাদের গ্রামের বাড়ি মীরসরাই উপজেলার ৮নং দুর্গাপুর ইউনিয়নের হরিহরপুর গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের মনির আহমদ সওদাগর বাড়ির রবিউল হোসেন হোরা মিয়ার একমাত্র ছেলে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় গভা সুপার মার্কেটে একটি দোকানে কাজ করতেন। জানা গেছে, দুই বছর আগে জীবিকার তাগিদে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান আমজাদ। সেখানে একই এলাকার শহীদুল ইসলামের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। কিছু দিন আগে ছুটিতে দেশে আসেন তিনি। শনিবার রাতে দোকানে তাকে একা পেয়ে গুলি করে খুন করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ও ব্যবসায়ী

৭-এর পাতায় দেখুন

দুদকের টার্গেটে সাবেক আরও ৬ মন্ত্রী-এমপি

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বিগত সময়গুলোতে অনিয়মের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়া ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি। এর অংশ হিসেবে চলতি সপ্তাহে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক আরও ছয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও এমপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে দুদক। এর মধ্যে অনুসন্ধান শেষ। সংগ্রহ করা হয়েছে অবৈধ সম্পদ অর্জন, অর্থপাচার ও ব্যাংকে অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য-প্রমাণ। গত ১১ ডিসেম্বর দুদকের নতুন চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মোমেন কাজে যোগ দেন। একই দিনে কমিশনার হিসেবে যোগ দেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মিঞা মুহাম্মদ আলী আকবর আজিজী। এরপর ১৫ ডিসেম্বর যোগ দেন আরেক কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহসান ফরিদ। নতুন কমিশন যোগ দেওয়ার পর দুদকের প্রায় দেড় মাসের স্থবিরতার অবসান হয়। এর আগে ক্ষমতার পালাবদলের মধ্যে গত ২৯ অক্টোবর দুদক চেয়ারম্যান মুহাম্মদ মঈনউদ্দীন আব্দুল্লাহ, কমিশনার আছিয়া খাতুন ও জহুরুল হক ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ২০২১ সালের ৩ মার্চ দুদক চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পান। এদিকে, কমিশন গঠন হওয়ার পর গত সপ্তাহে ১৬টি মামলা ও

৭-এর পাতায় দেখুন

বাসের ধাক্কায় শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার সাভারে বাসের ধাক্কায় প্রত্যয় সরকার নামে পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্রের (সিআরপি) নার্সিং কলেজের এক শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক করে বিক্ষোভ করছে কলেজটির শিক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার দুপুরের দিকে মহাসড়কটির উভয় লেন অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা এই অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন। এতে মহাসড়কের দুই পাশে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজটের। এর আগে, গত রোববারও অল্প সময়ের জন?্য মহাসড়কটি অবরোধ করে দায়ীদের গ্রেপ্তার ও সর্বোচ্চ বিচারের দাবিতে মহাসড়কটি অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। পরে পুলিশের পক্ষ থেকে দায়ীদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেওয়া হলে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নেয়। সাভার হাইওয়ে থানার ওসি সওগাতুল

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

মুক্তিযোদ্ধার মানহানির ঘটনায়

করে সবার কাছে মাফ চান। একপর্যায়ে তাকে দুই হাত ধরে দুজন ব্যক্তি সামনের দিকে নিয়ে যান।বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই কানু চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বাতিসা ইউনিয়ন ইউনিয়নের লুদিয়ারা গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা গেছে, আগে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতেন তিনি। চৌদ্দগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এটিএম আক্তারুজ্জামান বলেন, যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের কয়েকজনের পরিচয় পেয়েছি। জানতে পেরেছি জড়িতরা কেউ গাজীপুর, কেউ ঢাকায় থাকেন। তাদের ধরার চেষ্টা চলছে।

নতুন মামলায় সালমান এফ

শামীম হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয় জুনাইদ আহমেদ পলককে। মোহাম্মদ থানাধীন শাহরিয়ার হোসেন রোকন হত্যা মামলায় সাবেক এমপি সাদেক খানকে গ্রেফতার দেখানো হয়। এছাড়া, মোহাম্মদপুর থানার আরেক মামলায় জিয়াউল আহসানকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

প্রতিদিন গড়ে ৯ কোটি ৫৫ লাখ

৩ বিলিয়ন বা ৩০০ কোটি ডলারের কাছাকাছি হবে বলে আশা করছেন খাত সংশ্লিষ্টরা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ডিসেম্বরের প্রথম ২১ দিনে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ৬১ কোটি ৩১ লাখ ডলার, বিশেষায়িত একটি ব্যাংকের মাধ্যমে ৭ কোটি ৭৩ লাখ মার্কিন ডলার, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ১৩১ কোটি ১৬ লাখ ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ৫১ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে এসেছে ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার, আগস্টে এসেছে ২২২ কোটি ৪১ লাখ ৫০ হাজার ডলার, সেপ্টেম্বরে এসেছে ২৪০ কোটি ৪৭ লাখ ৯০ হাজার ডলার, অক্টোবরে এসেছে ২৪০ কোটি (২ দশমিক ৪০ বিলিয়ন) ডলার এবং নভেম্বরে এসেছে ২২০ কোটি (২ দশমিক ২০ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। আগের অর্থবছরে (২০২৩-২৪) ২ হাজার ৩৯২ কোটি মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। দেশের ইতিহাসে রেকর্ড রেমিট্যান্স এসেছিল ২০২০-২১ অর্থবছরে। সেই সময়ে আসে ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ডলার।

চাঁদপুরে থেমে থাকা জাহাজে

বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। এ বিষয়ে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আনিসুল ইসলাম বলেন, আহত অবস্থায় তিনজনকে আনা হয়। দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখমের চিহ্ন রয়েছে। নৌপুলিশের চাঁদপুরের অঞ্চলের পুলিশ সুপার (এসপি) সৈয়দ মুশফিকুর রহমান বলেন, পণ্যবাহী নৌযানটিতে থাকা ব্যক্তিদের দেশীয় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। আমরা সন্দেহ করছি, শত্রুতা থেকে এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে আমরা বিকেল তিনটার দিকে নৌযানটির কাছে যাই। সেখানে গিয়ে নৌযানের পাঁচটি কক্ষে পাঁচটি মরদেহ পাই। বাকি তিনজনকে গুরুতর জখম অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে হাসপাতালে দুজনের মৃত্যু হয়।

২৪ ঘণ্টায় ৯৩ ছিনতাইকারী

বিশেষ করে দূরপাল্লার যেসব গাড়ি ঢাকায় আসছে সেসব গাড়ির যাত্রীদের থেকে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। মোবাইল পেট্রোগুলো যেন ঠিকঠাক কাজ করে এজন্য পুলিশের প্রত্যেক বিভাগের ডিসি, এডিসি ও এসিকে নজরদারি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক রাতে তারা গাড়ি নিয়ে মুভে থাকছে এবং তদারকি করছে। এছাড়া ডিএমপি কন্ট্রোল রুম থেকে ওয়ারলেসে পেট্রোগুলোর লোকেশন নেওয়া হচ্ছে এবং তারা সজাগ আছে কি না সেটিও তদারকি করা হচ্ছে। যারা এসব ছিনতাইয়ের কাজে অভ্যস্ত তাদের আদালতে প্রেরণ করলে তারা অতি সহজেই জামিনে বের হয়ে আসছে এবং আবার ছিনতাইয়ে জড়িয়ে পড়ছে। ঢাকা মহানগরীতে ২ কোটির মতো মানুষের বসবাস। তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এসব ছিনতাইকারী যেন সহজে জামিন না পায় এজন্য আদালত বা সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করেন ডিএমপির এই কর্মকর্তা। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার নজরুল ইসলাম আরও বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় ডিএমপির রমনা বিভাগ এলাকা থেকে ৮ জন, মতিঝিল বিভাগ এলাকা থেকে ১৪ জন, লালবাগ বিভাগ এলাকা থেকে ২৬ জন, ওয়ারী বিভাগ এলাকা থেকে ১০ জন, তেজগাঁও বিভাগ এলাকা থেকে ১৯ জন, মিরপুর বিভাগ এলাকা থেকে ৪ জন, উত্তরা বিভাগ এলাকা থেকে ৮ জন ও গুলশান বিভাগ এলাকা থেকে ৪ জন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া মোহাম্মদপুরের চন্দ্রিমা মডেল টাউন এলাকায় রোববার বিকেলে ছিনতাইয়ের ঘটনায় আল-আমিন (২৫), মো. ফয়সাল হোসেন (২০), মো. রবিন হোসেন (২৫) ও মো. ইমন হোসেনকে (২০) গ্রেফতার করে মোহাম্মদপুর থানার একটি দল। আগারগাঁওয়ের ফুল মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় রোববার সন্ধ্যায় ছিনতাইয়ের প্রস্তুতিকালে তিনটি চাকুসহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতাররা হলেন- জুয়েল (২২), মনির (৩৫), ইমান (২২) ও আশিক (২৫)। এছাড়াও রাতে আদাবর থানার মোবাইল টিম তিনটি স্থানে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মোট পাঁচজন পেশাদার ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করে।

উদ্ধার হয়নি লুট হওয়া

হওয়া অস্ত্রগুলো এখন কোথায় - এমন প্রশ্নের উত্তরে বিশেষজ্ঞরা বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে দেশের বেশিসংখ্যক মানুষ সড়কে নেমে সরকার পতন ঘটিয়েছে। এ আন্দোলনের মুখে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পরপরই পুলিশের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলার ঘটনা ঘটে। আমরা মনে করি, সে হামলার ঘটনার পেছনে সন্ত্রাসীরা জড়িত ছিল, যারা লুটপাট চালিয়েছে, অস্ত্র লুট করেছে। কারণ, যারা ফ্যাসিস্ট সরকারকে আন্দোলনের মাধ্যমে হটিয়েছে তারা কখনো কোনো স্থাপনায় হামলা করতে পারে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পুলিশ যে অস্ত্রগুলো এখনো উদ্ধার করতে পারেনি, সেই অস্ত্রগুলো কোথায়? সে অস্ত্রগুলো যদি সন্ত্রাসীদের কাছে গিয়ে থাকে তাহলে নিরাপত্তার জন্য বড় ধরনের হুমকি। নতুন দায়িত্ব নেওয়া ঢাকা বিভাগের কারা উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি প্রিজন্স) মো. জাহাঙ্গীর কবির বলেন, গত ১৯ জুলাই বিকেল সোয়া ৫টার দিকে নরসিংদী জেলা কারাগারে হামলা চালিয়ে অস্ত্র লুটের ঘটনা ঘটে। এ সময় কারাগারে থাকা ৮২৬ জন বন্দি পালিয়ে যায়। সে সময় ৮৫টি চাইনিজ রাইফেল লুটের ঘটনা ঘটে। তবে এখন পর্যন্ত ৫৭টি চাইনিজ রাইফেল উদ্ধার করেছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যরা। বর্তমানে ২৮টি চাইনিজ রাইফেল উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। জানতে চাইলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) আ ন ম মুনীরুজ্জামান বলেন, 'বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ এখনো যে উদ্ধার হয়নি, সেটা তো উদ্বেগের। এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাইরে থাকলে যে কোনো সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা থেকে যায়। এছাড়া ৫ আগস্টে পুলিশের যেসব স্থাপনে হামলা হয়েছে সেখানে সম্ভবত সন্ত্রাসীরা মিশে হামলাগুলো চালিয়েছে। বাকি অস্ত্রগুলো উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তার জন্য বড় ধরনের হুমকি। 'এদিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের একাধিক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক জানান, লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র-গোলাবারুদ জেলপলাতক আসামি, দাগি সন্ত্রাসী, উগ্রপন্থি, চরমপন্থি, কিশোর গ্যাংয়ের হাতে চলে যাওয়ার বিষয়টি আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তর থেকে অপর একটি সূত্র জানান, লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র-গোলাবারুদের মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের রাইফেল, এসএমজি (স্মল মেশিনগান), এলএমজি (লাইট মেশিনগান), পিস্তল, শটগান, গ্যাসগান, কাঁদানে গ্যাস লঞ্চার, কাঁদানে গ্যাসের শেল, কাঁদানে গ্যাসের স্প্রে, সাউন্ড গ্রেনেড ও বিভিন্ন ধরনের গুলি। কারা অধিদপ্তরে বেশ কয়েকদিন আগে সংবাদ সম্মেলন কারা মহাপরিদর্শক (আইজি প্রিজন) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন বলেন, আগস্টে অস্থিরতার সময়ে আটটি কারাগার থেকে অস্ত্র লুট হয়েছিল ৯৪টি। এর মধ্যে ৬৫টি উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে গতকাল শনিবার ১৮ ডিসেম্বর ঢাকার গুলশান থানা পুলিশ জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এর মাধ্যমে সংবাদে সেন্টু মিয়া (৪৮) নামে একজনকে অবৈধ পিস্তলসহ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ বলছে, স্থানীয় ডিশ ও ইন্টারনেট ব্যবসার দ্বন্দ্বের জেরে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার জন্য অস্ত্রসহ ঘটনাস্থলে যায় ওই ব্যক্তি। সম্প্রতি সারা দেশে খুন, ছিনতাই, চুরি ও ডাকাতির মতো ভয়ংকর অপরাধ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। রাত যত গভীর হতে থাকে সড়কের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় এসব অপরাধীদের হাতে। বিশেষ করে রাজধানীতে এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিনতাই নিয়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে। পূর্ব শত্রুতা, ব্যক্তিগত বিরোধ ও আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে খুনোখুনির ঘটনা বেড়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে এখন অন্তর্বর্তী সরকার।

হঠাৎ অস্থির ডলারের বাজার

ব্যাংকের টিম কিংবা সরকারি কোনো এজেন্সির লোক সন্দেহ হলে ডলার নেই জানিয়ে দিচ্ছেন তারা। কত দামে বিক্রি হচ্ছে জানতে চাইলে বোর্ডে লেখা 'ক্রয় ১২০ টাকা, বিক্রয় ১২১ টাকা' দেখিয়ে দিচ্ছেন। সব মানি এক্সচেঞ্জের বোর্ডে সাইনপেনের অস্থায়ী কালি বা চক দিয়ে লিখে রাখা হয়েছে ক্রয় ১২০ টাকা, বিক্রয় ১২১ টাকা। মতিঝিলের গ্লোরি মানি এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তা আদিলুর রেজা বাংলানিউজকে বলেন, 'এখন ডলার সংকট, বিক্রি করতে পারছি না। আবার ডলার এলে বিক্রি হবে। বাড়তি দাম বিক্রি করা হচ্ছে - এমন কথা বললে আদিলুর বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের বেঁধে দেওয়া কেনা ১২০ টাকা আর বিক্রি হচ্ছে ১২১ টাকা দামে। দিলকুশার গ্লোরি মানি এক্সচেঞ্জ থেকে বের হয়েই বাইরে দেখা যায়, মানি এক্সচেঞ্জের এজেন্টরা পথচারীদের কাছে গিয়ে কানে কানে ডলারের বিভিন্ন দাম বলছেন। কম ডলার কিনলে ১২৮ টাকা ২০ পয়সা, আর বেশি কিনলে ১২৭ টাকা ৭৫ পয়সা থেকে ১২৮ টাকা ২০ পয়সা পর্যন্ত দামে বিক্রি করতে চাইছে। আবার ডলার কিনতে ১২৪ থেকে ১২৬ টাকা পর্যন্ত দাম দিতে চাইছে। তবে তারা কোনো মানি এক্সচেঞ্জে বা অফিসে যেতে রাজি নন; ফুটপাতে বা গলিতে ডলার কেনাবেচা করছেন। সরেজমিনে মতিঝিল ও পুরানা পল্টনের ২০টি মানি চেঞ্জারে বাড়তি দামে ডলার কেনা-বেচা করতে দেখা গেছে। এদিকে হঠাৎ করে ডলারের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কিছু অসাধুচক্র এর সুযোগে বাজারে অস্থিরতা তৈরি করছে। বিষয়টি জানতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট একাধিক দায়িত্বপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলা হলেও তারা নাম উল্লেখ করে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাংলানিউজকে বলেন, যারা ডলারের দাম বেশি নিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাংকগুলোতে বেশি দামে ডলার কেনার কারণে খোলা বাজারেও বেশি দামে কেনা-বেচা হচ্ছে এমন ইঙ্গিত দেন তিনি। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সূত্র জানায়, ১২৫ টাকার বেশি দামে ডলার কেনায় প্রভাব পড়েছে খোলা ডলার বাজারে। গত কয়েকদিনেই বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত দামের তিন থেকে চার টাকা বেশিতে বিক্রি হচ্ছিল। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ডলার কিনতে বেপরোয়া হওয়ার কারণে ডলারের দাম বেড়ে যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এক লাফে ডলারের দাম বেড়ে ১২৮ টাকা অতিক্রম করেছে। অথোরাইজ ডিলার ব্যাংক ১২৫ টাকার বেশি দামে ডলার কিনছে। তাই বাড়তি দামে ডলার ক্রয় বা বিক্রয় করা ছাড়া উপায় নেই। যারা বেশি দামে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার উপায় নেই বলে মন্তব্য করেন মানি চেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি এম এস জামান। তিনি বাংলানিউজকে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার ক্রয়ে ১২০ টাকা বেঁধে দিয়েছে। সর্বোচ্চ এক টাকা বাড়িয়ে ১২১ টাকায় ডলার ক্রয় বা বিক্রয় করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মানতে হলে ১১৯ টাকা বা ১২০ টাকা দরে ডলার কিনে ১২০ বা ১২১ টাকা দরে ডলার বিক্রি করতে হবে। কিন্তু ব্যাংকই যখন ১২৫ টাকা দামে ডলারের কিনে, সেখানে মানি চেঞ্জাররা ১২০ টাকায় কীভাবে কেনা-বেচা করবে, এটা কোনোভাবেই সম্ভব না। তিনি বলেন, মানি এক্সচেঞ্জ হাউজগুলো লাখ লাখ টাকা বিনিয়োগ করা আছে। অফিস-কর্মচারীর বেতন দেয়। তারা তো লোকসান দেবে না। মতিঝিলের অলিগলিতে ১২৮ টাকা দামে ডলার কেনা-বেচা হচ্ছে। খারাপ সিস্টেমের কারণেই তারা এটা করছে। বাড়তি দামে ডলার কেনাবেচা করা ব্যক্তিরা মানি এক্সচেঞ্জের লোকজন হতে পারে, আবার ব্যাংকের লোকজনও হতে পারে। কে কাকে ধরবে! তিনি আরও বলেন, মানি চেঞ্জারদের ডলার উৎস প্রবাসফেরত লোকজন, ব্যবসায়ী ও বিদেশে ঘুরতে যাওয়া মানুষ। বিদেশ থেকে ফেরা ব্যক্তিরা তাদের বেঁচে যাওয়া ডলার মানি চেঞ্জারদের কাছে বিক্রি করেন। বিদেশে এসব লোক বাংলাদেশে বাড়তি দামে বিক্রি করে জানেন। দেশে এসে তো কম দামে বিক্রি করবে না বা যে প্রবাসী বিদেশ থেকে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রণোদনাসহ ১২৫ টাকা দরে দেশে ডলার পাঠান তিনি কখনো দেশে এসে লোকসান দিয়ে বিক্রি করবেন না। মুদ্রা বিনিময়কারী প্রতিষ্ঠানের এই নেতা বলেন, বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির কারণে ডলার দামে বেড়ে চলছে। বাংলাদেশেও মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। তাছাড়া ডিসেম্বরে মানুষ দেশে কম আসছে। সব জায়গায় ডলারের দাম বেড়েছে, ডলারের দাম ১২০ টাকার মধ্যে ধরে রাখার কথা মুখে বললেও বাস্তবে সম্ভব না। বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে, সন্দেহভাজন অন্তত ১৩টি ব্যাংকের কাছে ডলার কেনাবেচার তথ্য তলব করেছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যাংক থেকেও এমন খবর পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রাখতে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ব্যাংকের মতো খোলাবাজারেও রোববার ডলারের লেনদেনের ঘোষিত দর ১২০-১২১ টাকা ছিল। যা গত জুনে ছিল ১১৯-১২০ টাকা এবং গত বছরের ডিসেম্বরে ছিল ১১২-১১৩ টাকা। সে হিসাবে এক বছরে বেড়েছে প্রায় আট টাকা। তবে বিদ্যমান বাজারের তুলনায় বেড়েছে ১৬ টাকা।

রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন ডলার ছাড়াল

মুদ্রা রিজার্ভ বেড়ে ৪৮ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের শেষ নাগাদ নিট রিজার্ভ নামে ২৪ দশমিক ৭৩ বিলিয়ন ডলারে। এ সময় বৈশ্বিক উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির কারণে আমদানি ব্যয় বাড়তে থাকে। অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রার আহরণের ক্ষেত্রটা সংকুচিত হতে থাকে। এ অবস্থায় জ্বালানি ও জরুরি খাদ্যপণ্য আমদানিতে ডলারের চাহিদা বাড়তে থাকে। উল্টোদিকে ডলার বিক্রি করার কারণে কমে যায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। এরপর বৈদেশিক ঋণ ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছ থেকে ডলার কেনার মাধ্যমে আবার রিজার্ভ বাড়তে থাকে। বর্তমান সরকারের সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি বন্ধ রয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন উৎস থেকে ডলার যোগ হচ্ছে রিজার্ভে। এর ধারাবাহিকতায় বাড়ছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ।

বেশিরভাগ মামলায় আসামির বিচার

হয়ে যাওয়া, পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগ ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের ঠিকঠাকভাবে মামলা পরিচালনার ব্যত্যয় হওয়াতেও অধিক মামলায় আসামি খালাস পাচ্ছেন। ফলে ন্যায়বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ভুক্তভোগীরা। পুলিশ বিভাগ এবং আদালত সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, সারাদেশের আদালতগুলোতে বিগত আগস্ট মাসে ৬ হাজার ২১১টি মামলার বিচার নিষ্পত্তি হয়। এর মধ্যে এক হাজার ৫৩৫টি মামলায় সাজা হয়। আর ৪ হাজার ৩০১টি মামলায় আসামি খালাস হয়। ওই হিসেবে ওই মাসে ২৪ দশমিক ৭৩ শতাংশ মামলায় সাজা নিশ্চিত হয় এবং ৬৯ দশমিক ২৫ ভাগ মামলায় আসামি খালাস পেয়েছে। আর ওই মাসে ৩৭৫টি (৬ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ) মামলা অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি হয়। সেপ্টেম্বর মাসে ৮ হাজার ২২৪টি মামলার রায় হলেও এর মধ্যে ১ হাজার ৮৩১টি মামলায় সাজা নিশ্চিত হয় এবং ৫ হাজার ৮৬৮টি মামলায় আসামি খালাস পায়। ওই হিসাবে ওই মাসে ২২ দশমিক ৩৬ শতাংশ মামলায় সাজা ও ৭১ দশমিক ৩৫ ভাগ মামলায় খালাস হয়। আর ওই মাসে ৫১৭টি মামলা (৬ দশমিক ২৮ শতাংশ) অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি হয়। এভাবে প্রতি মাসের বিচার নিষ্পত্তিতে বেশি মামলায় সাজার চেয়ে খালাস হচ্ছে। জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে দেশের আদালতগুলোতে মোট ২২ হাজার ২২৫টি মামলার বিচার নিষ্পত্তি (সাজা ও খালাস) হয়। আর বিচার নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলোর মধ্যে ৭১ দশমিক ৯৭ শতাংশ মামলায় আসামি খালাস পেয়েছে। সূত্র জানায়, মামলায় অধিকসংখ্যক আসামি খালাসের বিষয়ে সম্প্রতি পুলিশ সদর দপ্তরের এক বৈঠকে আলোচনা হয়। ওই বৈঠকে মামলায় সাজার হার বাড়াতে তদন্ত কর্মকর্তা অনুপাতে মামলার ভারসাম্য করার বিষয়ে জোর দেয়া হয়। জেলার পুলিশ সুপার, রেঞ্জ ডিআইজি এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারদের একটি মনিটরিং সেল গঠন করে সাজার হার বাড়াতে প্রতি মাসে এ বিষয়ে আলোচনা করার কথা বলা হয়। বৈঠকে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিচার নিষ্পত্তি হওয়া মামলায় সাজার হার ও খালাসের হার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী জুলাই মাসে সারা দেশে ৯ হাজার ৭৮টি মামলার বিচার নিষ্পত্তি হয়। অর্থাৎ আদালতে ওই মামলাগুলোর রায় হয়েছে। ওই মাসে বিচার নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলোর মধ্যে ২ হাজার ৮৫২টি মামলায় সাজা হয়, অর্থাৎ মোট বিচার নিষ্পত্তি হওয়া মামলায় সাজার হার মাত্র ৩১ দশমিক ৪২ শতাংশ। তবে ৬৪ দশমিক ১৮ শতাংশ বা ৫ হাজার ৮২৬ মামলায় আসামি খালাস হয়। ৪০০টি মামলা (৪ দশমিক ৪১ শতাংশ) অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি হয়। সূত্র আরো জানায়, মামলা দায়েরের শুরুতেই ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। আর ত্রুটিযুক্ত মামলায় ভালো চার্জশিটও আশা করা যায় না। তাছাড়া ডাকাতি বা বাসায় চুরির মামলা হলে বাদীই সাক্ষীদের তালিকা দিয়ে থাকে। কিন্তু ওই মামলার বিচার চলাকালে সাক্ষীরা ঠিকঠাক সাক্ষ্য দিতে পারছে না। মারামারি বা সংঘর্ষের মামলাগুলোতে চিকিৎসা দেয়া সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ওই মামলায় বড় সাক্ষী। কিন্তু বিচার চলাকালে তাকে সাক্ষ্য দিতে হাজির করা যায় না। ফলে আসামি খালাস হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বিচারে দীর্ঘসূত্রতায় আলামত নষ্ট হয়ে যাওয়া, অনেক ক্ষেত্রে ভুল তদন্ত ও ভুয়া সাক্ষীর কারণেও আসামি খালাস পেয়ে যাচ্ছে। জেলা পর্যায়ে অনেক সময় মামলা খালাস হওয়া মামলাগুলো নিয়ে জজ, পুলিশ কর্মকর্তা ও পাবলিক প্রসিকিউটর পর্যায়ে মিটিং হয়। আসামি কেন খালাস হলো ওসব মিটিংয়ে তা নিয়ে আলোচনা হয় এবং অনেক ত্রুটি বেরিয়ে আসে। কিন্তু ওই ত্রুটিগুলো বন্ধ করতে পরে আর কোনো পক্ষই কাজ করে না। ফলে মামলায় সাজা নিশ্চিতের চেয়ে খালাস বেশি হচ্ছে। এদিকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) থানাগুলোতে দায়ের মামলাগুলোতে গড়ে সাজার হার সবচেয়ে কম। পুলিশের ইউনিটগুলোর মধ্যে মাদকের মামলাতেও ডিএমপিতে সাজার হার সর্বনিম্ন। জুলাই মাসের পরিসংখ্যানের তথ্যানুযায়ী বরিশাল মহানগরের থানাগুলোতে দায়ের মামলার বিচার নিষ্পত্তিতে সর্বোচ্চ প্রায় ৫১ ভাগ সাজা হয়েছে। রাজশাহী মহানগর পুলিশে (আরএমপি) ৪০ দশমিক ১৬ ভাগ এবং চট্টগ্রাম রেঞ্জের থানাগুলোতে প্রায় ৪০ ভাগ মামলায় সাজা হয়। ওই মাসে ডিএমপিতে ২২ দশমিক ৭৯ ভাগ সাজা ও সিলেট মহানগর পুলিশে (এসএমপি) ১৯ দশমিক ৪১ ভাগ এবং রংপুর রেঞ্জে ২৩ দশমিক ৪৮ ভাগ মামলায় সাজা হয়। তাছাড়া আগস্ট মাসে গাজীপুর মহানগর এলাকার থানাগুলোতে প্রায় ৬৭ ভাগ মামলায় সাজা হয়। ওই মাসে ডিএমপিতে ১৩ দশমিক ৩৬ ভাগ মামলায় সাজা হয়। এছাড়া সেপ্টেম্বর মাসে বরিশাল মহানগরে সর্বোচ্চ প্রায় ৪১ ভাগ মামলায় সাজা হয়। ডিএমপিতে মাত্র ১২ দশমিক ৯২ ভাগ মামলায় সাজা হয়। তাছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলাগুলোতেও সাজার হার কমছে। জুলাই মাসে বিচার নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলোর মধ্যে ৫০ দশমিক ১৯ ভাগ মামলায় সাজা হয়। পরের মাসে তা ৪১ দশমিক ৫৯ ভাগ এবং সেপ্টেম্বরে মাদকের মামলায় সাজার হার ৩৮ দশমিক ৪৫ শতাংশে নামে। এর মধ্যে জুলাইয়ে পুলিশের ইউনিটগুলোর মধ্যে রংপুর মহানগর এলাকায় সর্বোচ্চ প্রায় ৭৯ ভাগ মাদকের মামলায় সাজা হয়। পাশাপাশি ডিএমপিতে সর্বনিম্ন ২৮ দশমিক ৫৫ ভাগ মামলায় সাজা হয়। পরের মাসে রংপুর মহানগর পুলিশের থানাগুলোয় সর্বোচ্চ ৬৮ দশমিক ৪২ ভাগ মাদকের মামলায় সাজা হয় এবং ডিএমপিতে সর্বনিম্ন ১৭ দশমিক ১৮ ভাগ মামলায় সাজা হয়। সেপ্টেম্বরেও রংপুর মহানগর পুলিশের থানাগুলোতে সর্বোচ্চ প্রায় ৭৯ ভাগ মাদকের মামলায় সাজা হয় এবং ও মাসেও ডিএমপিতে সর্বনিম্ন ১৬ দশমিক ৭৫ ভাগ মামলায় সাজা হয়। অন্যদিকে মামলায় সাজার হার যাতে বাড়ে, সেজন্য প্রতিনিয়তই তদন্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে ও তদন্ত ও চার্জশিট দিতে বলা হয়। বিষয়গুলো নিয়ে জেলা মনিটরিং সেলেও আলোচনা হয়। কিন্তু মামলায় সাজার হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে পুলিশের সঙ্গে প্রসিকিউশন বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর আন্তরিকতা দরকার। এ প্রসঙ্গে পুলিশ সদর দপ্তরের মুখপাত্র সহকারী মহাপরিদর্শক ইনামুল হক সাগর জানান, মামলায় খালাস বা সাজার হারের পরিসংখ্যান নিয়ে মন্তব্য নেই। তবে প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে তদন্ত কার্যক্রম যাতে সঠিক হয়, পুলিশ সদর দপ্তর সেই বিষয়ে বরাবরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যাতে সুষ্ঠু তদন্ত হয় সেজন্য নজরদারি ও তদারকি রয়েছে। পুলিশের মামলার তদন্তের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া চাঞ্চল্যকর বা তুলনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোর তদন্তে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিবিড়ভাবে তদারক করেন। সুষ্ঠু তদন্তের জন্য প্রতিনিয়তই ইনসার্ভিস ট্রেনিংয়ে তদন্ত কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া মামলার আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী জানান, নানা কারণেই মামলার রায়ে আসামি খালাস হচ্ছে। একটা মামলার রায়ে সাক্ষী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সাক্ষীর অনুপস্থিতির কারণে তা হচ্ছে না। পুলিশের মাধ্যমে সমন জারি করেও সাক্ষী হাজির করা যাচ্ছে না। আর মাদকের মামলায় সিজার লিস্টে থাকা সাক্ষী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেখা যায় পথচারী, বাড়ির নিরাপত্তা কর্মী বা ভাসমান লোক সিজার লিস্টে সাক্ষী করা হয়। অনেক সময় পর মামলার বিচারকাজ শুরু হলে ওই ভাসমান সাক্ষী আর পাওয়া যায় না। তাছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলা বা যৌতুকের মামলাগুলোর বেশিরভাগই আদালতের বাইরে মীমাংসা হয়ে যাচ্ছে। স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে যৌতুকের মামলা করলেও বাইরে মীমাংসার পর তা চালাচ্ছে না। তাছঅড়অ সাক্ষী বা বাদী আদালতে আসে না। এমন অবস্থায় ওসব মামলায় তো আসামি খালাস হবেই।

বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত

রাখতেন। আমি বিশ্বাস করি, রেখে যাওয়া কর্মে দেশ সবসময়ই উপকৃত হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। এদিকে গতকাল সোমবার বাদজোহর সচিবালয় মসজিদে হাসান আরিফের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। গত ২০ ডিসেম্বর বিকাল সাড়ে ৩টায় রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান উপদেষ্টা হাসান আরিফ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৮৩ বছর।

শেখ হাসিনাকে ফেরাতে

হাসিনাকে দেশে ফেরত আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তাকে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ভারতের সঙ্গে বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে। ওই চুক্তি অনুযায়ী শেখ হাসিনাকে ফেরত চাওয়া হবে। এর আগে গত ৫ ডিসেম্বর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র রফিকুল আলম বলেছিলেন, শেখ হাসিনাকে ফেরানোর উদ্যোগের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একমাত্র 'অংশীজন' নয়। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ও এক্ষেত্রে জড়িত। আমাদের রোল প্লে করার সময় এখনও আসেনি। আমাদের রোল প্লে করার সময় যখন আসবে, তখন আমরা সেটা করব।

গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে সেখানেই আছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। তার দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের কয়েকজন গ্রেফতার হলেও অধিকাংশই এখনও আত্মগোপনে রয়েছেন। একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। এখন ছাত্র-জনতার আন্দোলনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সরকারের চালানো দমন পীড়নকে 'গণহত্যা' বিবেচনা করে এ আদালতে বিচারের উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।

গত ৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্যে সারা দেশে 'গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের' অনেক অভিযোগ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা ও প্রসিকিউশন অফিসে জমা পড়েছে।

দুই হাজার কোটি টাকায়

রৌমারী, নয়ারহাট) নদী বন্দর নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প; কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকল্প 'আশুগঞ্জ-পলাশ সবুজ' প্রকল্প ও 'কুমিল্লা অঞ্চলে টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ' প্রকল্প; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের 'অর্থনৈতিকভাবে জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ কর্তন, পুনঃবাগান সৃজন ও রাবার প্রক্রিয়াকরণ আধুনিকায়ন' প্রকল্প; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৩টি প্রকল্প 'ভোলা নর্থ গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ৬০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন' প্রকল্প, 'রশিদপুর-১১ নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন' প্রকল্প ও '২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ৭ অ্যান্ড ৯' প্রকল্প; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৬০টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন' প্রকল্প এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকল্প 'বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (৪র্থ সংশোধিত)' প্রকল্প ও 'বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)' প্রকল্প। বৈঠকে পরিকল্পনা উপদেষ্টা অনুমোদিত ৬টি প্রকল্প সম্পর্কে একনেকের সদস্যদের অবহিত করেন হয়। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, মৌলভীবাজার (১ম পর্যায়) প্রকল্পটি বাতিলের জন্য একনেক সভায় উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং প্রকল্পটি বাতিল করার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। একনেক সভায় উপস্থিত ছিলেন অর্থ এবং বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন, শিল্প এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সংযুক্ত উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৫ সালে ছুটি

থাকবে। এ ছুটি শুরু হবে ১ জুন, চলবে ১৯ জুন পর্যন্ত। দুর্গাপূজায় এবার ৮ দিন ছুটি রাখা হয়েছে। অবশ্য এ ছুটির মধ্যে লক্ষ্মীপূজা, ফাতেহা-ই-ইয়াজ দহমসহ বেশ কয়েকটি ছুটি পড়বে। অন্যদিকে প্রতিবছরের মতো এবারও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের হাতে সংরক্ষিত তিনদিন ছুটি রাখা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানপ্রধান যখন প্রয়োজনে এ ছুটিগুলো দিতে পারবেন। এর বাইরে বিভিন্ন জাতীয়, আন্তর্জাতিক দিবস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নিয়ম মেনে ছুটি থাকবে।

পলিথিনের ব্যবহার বন্ধের

নিই, তাহলে সেই ব্যাগটি নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আগে পলিথিনে নিয়ে তারপর আরেকটা ব্যাগে নিতে হবে। এই ক্রেতা আরও বলেন, পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করতে দোকানিদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কেননা, আমরা যখন বাজার থেকে মাছ বা সবজি কিনিড়তখন দোকানদার পলিথিনে করেই আমাদের সেই পণ্য দেন। পলিথিন ব্যবহারের বিষয়ে বিক্রেতারা বলছেন, পলিথিনের মতো কম দামি পরিবেশবান্ধব কিছু পেলে নিশ্চয়ই সেটি ব্যবহার করবো। দোকানি আজিজ আহমেদ বলেন, সবাই শুধু পলিথিন ব্যবহার করতে নিষেধ করে। কিন্তু তার বিকল্প কী ব্যবহার করবো সেটি বলে না। আর যা বলে তা আমাদের জন্য লাভজনক না। পলিথিনের মতো সহজলভ্য কিছু আমাদের দিলে অবশ্যই তা ব্যবহার করবো। তখন সরকার চাইলে জেল-জরিমানা করতে পারে। পণ্যের কেনাবেচার সঙ্গে যেমন পলিথিন যুক্ত, তেমনই গৃহস্থালির অনেক কাজেও পলিথিনের ব্যবহার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। রাজধানীর ওয়ারীর গৃহিণী সাবিনা ইয়াসমিন ঝর্ণা বলেন, পলিথিন আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। যদিও এর ব্যবহার পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু এর বিকল্পও নেই। বিকল্প থাকলেও তা সহজলভ্য নয়। জিনিসপত্র কেনাকাটা থেকে শুরু করে রান্নার কাজে, এমনকি গৃহস্থালির টুকিটাকি ময়লা-আবর্জনা রাখা বা ফেলতেও পলিথিন প্রয়োজন হয়। হাটবাজারে ব্যবহার বন্ধ না হলেও সুপার শপে এর ব্যবহার অনেকটাই কমেছে। রাজধানীর সুপার শপগুলোতে এখন পাট, কাপড় ও কাগজের ব্যাগ ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে। সুপার শপ ইউনিমার্টের ওয়ারী ব্রাঞ্চে গিয়ে দেখা যায়, বিক্রয়কর্মী পণ্যের সঙ্গে ক্রেতাকে পাট ও কাপড়ের ব্যাগ দিচ্ছেন। তবে সেজন্য ক্রেতাকে বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে। একটি নরমাল পাটের ব্যাগের জন্য ২৫ টাকা, আর ইউনিমার্টের ব্র্যান্ডিং করা পাটের ব্যাগের জন্য ক্রেতাকে দিতে হয় ১৪৫ টাকা করে। ব্যাগের জন্য বাড়তি টাকা নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন ক্রেতারা। ক্রেতা ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, একটা পাটের ব্যাগের দাম কেন ১৪৫ টাকা হবে, যেখানে আগে ফ্রি পেতাম। তাছাড়া, ওনারা (ইউনিমার্ট) বলছে এটি আমি এখানে নিয়মিত নিয়ে আসতে পারবো। আমি কি এখানে নিয়মিত আসবো? টাকাটা তো ইউনিমার্ট অর্ধেক ভাগাভাগি করতে পারতো। এই ব্যাগের দাম এত বেশি হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। ইউনিমার্টের ওয়ারী জোনের ফ্লোর ম্যানেজার শফিকুল ইসলাম নোবেল বলেন, যে পাটের ব্যাগের দাম ১৪৫ টাকা, সেটি আমাদের কোম্পানির ব্র্যান্ডিং করা। আমরা কিন্তু কাউকে বাধ্য করছি না এটা কিনতে। যার ভালো লাগছে তিনি কিনছেন। ২৫ টাকা মূল্যের পাটের ব্যাগও আছে। তাছাড়া আমরা কাগজের ব্যাগগুলো বিনা দামে দিচ্ছি। প্লাস্টিক পণ্যের প্রস্তুতকারকরা বলছেন, হঠাৎ করে পলিথিন উৎপাদন বন্ধ করা সম্ভব নয়। তারা জানান, এই খাতে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। যদি এখনই উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়ড়তাহলে ঝুঁকিতে পড়বে অন্তত ৬ হাজারের বেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান। ফলে পলিথিনের যথোপযুক্ত বিকল্প না আসা পর্যন্ত, পরিবেশ সুরক্ষায় প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহারে জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পলিথিন ব্যবহার বন্ধে অন্তর্বর্তী সরকারকে জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করার কথা বলেন 'ধরিত্রী রক্ষায় আমরা' (ধরা)-এর সদস্য সচিব পরিবেশবিদ শরীফ জামিল। তিনি বলেন, 'পলিথিন ও অন্যান্য প্লাস্টিক দ্রব্যসহ সব ধরনের বর্জ্যের জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার বিকল্প নেই। পলিথিন ব্যবহার বন্ধে সঠিক বিকল্প ব্যবস্থা না করতে পারলে এর ব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব হবে না।' তিনি আরও বলেন, 'পরিবেশ রক্ষায় পলিথিনের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকারের যে শক্ত অবস্থান, তা বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছে সরকার। প্রধান উপদেষ্টা তার কার্যালয় যমুনায় প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করেছেন। পরিবেশ উপদেষ্টা সুপার শপে পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ পর্যন্ত যদি পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করতে হয়, তাহলে জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে তাদের সুবিধার্থে কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' পলিথিনের উৎপাদন বন্ধ এবং নাগরিকদের সচেতনতার বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং কমিটির সভাপতি (অতিরিক্ত সচিব) তপন কুমার বিশ্বাস বলেন, 'পলিথিন উৎপাদন বন্ধের কার্যক্রম চলছে এবং চলবে। পলিথিনের যেসব বিকল্প দেওয়া হয়েছে, তার ব্যবহার বাড়াতে কাজ করছে পরিবেশ মন্ত্রণালয়।' পলিথিনের বিকল্প হিসেবে ১৫ কোটি ব্যাগ উৎপাদনের কথাও জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, 'পলিথিন উৎপাদন বন্ধে এ পর্যন্ত প্রায় ২০০টি অভিযান চালানো হয়েছে। সেখানে জরিমানা করা হয়েছে প্রায় ২৬ লাখ টাকা। এ অভিযানগুলোতে ৫০ হাজার ৫৫৬ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়েছে। আগামীতে অভিযান আরও কঠোর করা হবে। ক্রেতাদের বাড়ি থেকে ব্যাগ নিয়ে গিয়ে পণ্য কেনার অভ্যাস বাড়ানোর তাগিদ দেন তিনি।

বীর মুক্তিযোদ্ধাকে হেনস্তার ঘটনায়

হাইকে মানহানির ঘটনায় আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। এতে বলা হয়, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনকে ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, আব্দুল হাই হত্যাসহ ৯টি মামলার আসামি। এতে ড. ইউনূস আরও বলেন, আমরা সবাইকে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

ক্যাডার ইস্যুতে কমিশনের ফিফটি-

মতামত, জরিপ, সমীক্ষা সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে পর্যাপ্ত বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়নি বলে জানা যায়। ফলে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে মাঠ প্রশাসনসহ সকল স্তরে কর্মরত বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ এবং প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন কমিশন প্রধানের এই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এতে আরও বলা হয়, আমরা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে রাষ্ট্রের কল্যাণের স্বার্থে মনে করি যে, উপসচিব/যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব/সচিব পদে শতভাগ প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন হওয়া উচিৎ। প্রতিবাদ জানান ডিসিরাও প্রশাসন ক্যাডারের ৫০ শতাংশ এবং অন্যসব ক্যাডার থেকে ৫০ শতাংশ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ ইস্যুতে গত ১৯ ডিসেম্বর সভা করেন দেশের সব জেলা প্রশাসকরা (ডিসি)। সভার কার্যবিবরণী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে পাঠিয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন তারা। কার্যবিবরণীতে বলা হয়, উপসচিব পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংস্কার কমিশন যে ধরনের সুপারিশ করার চিন্তা করছে, তা বাস্তবতাবিবর্জিত। এ ধরনের উদ্যোগ কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

'দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মীমাংসিত একটি বিষয় নিয়ে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের আনুষ্ঠানিক লিখিত প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দেওয়ার আগেই আকস্মিকভাবে এই ধরনের ঘোষণা অনভিপ্রেত, আপত্তিকর ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দুর্বল করার শামিল।' এতে বলা হয়, রাষ্ট্রে প্রশাসন ক্যাডারের কার্যপরিধির সঙ্গে নীতিনির্ধারণের নিবিড় সম্পর্ক। প্রশাসন ক্যাডারের সঙ্গে অন্য ক্যাডারের বড় পার্থক্য হলোড়প্রশাসন ক্যাডারের কাজের ধরন সামগ্রিক বিষয়কে ধারণ করে। যেখানে অন্যান্য ক্যাডারের কাজের ধরন বিশেষায়িত। কার্যবিবরণীতে আরও বলা হয়, প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা মাঠপ্রশাসনে সামগ্রিক কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী জায়গা সচিবালয়ে আসেন। ফলে তারা মাঠের বাস্তবতা, অর্জিত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারক তথা রাজনীতিকদের সহায়তা করতে পারেন। যা রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রে যোগসূত্র তৈরি করে। এ কারণে মাঠপ্রশাসনে কর্মকর্তাই এই কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত।' ৫ কর্মসূচি ঘোষণা আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদের জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ঢাকায় সমাবেশসহ ৫ কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ। কোটামুক্ত মেধাভিত্তিক উপসচিব পুল চায় এ পরিষদ। শনিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় পূর্ত ভবনে এই পরিষদের সাথে অন্তর্ভূক্ত ২৫টি ক্যাডারের নেতৃবৃন্দের একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ৫ কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদের সমন্বয়ক ড. মুহম্মদ মফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় এতে ২৫টি ক্যাডার সংগঠনের সভাপতি-সেক্রেটারিসহ সিনিয়র নেতারা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় বক্তারা বলেন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন বৈষম্যমূলকভাবে উপসচিব পুলে একটি ক্যাডারের জন্য ৫০% কোটা সুপারিশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মিডিয়ার সামনে উপস্থাপন করায় সিভিল সার্ভিসের অন্য ২৫টি ক্যাডারের সকল সদস্যের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কমিশনের এ সকল সিদ্ধান্তের সুযোগ নিয়ে একটি গ্রুপ ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্যমূলক তথ্য প্রচার শুরু করেছে। তারা বলেন, উপসচিব পুলের পদগুলো কোনো নির্দিষ্ট ক্যাডারের নয়। সার্ভিস অ্যাক্ট ১৯৭৫ অনুযায়ী মেধার ভিত্তিতে এ সকল পদে নিয়োগের কথা থাকলেও বিভিন্ন অজুহাতে কোটা পদ্ধতি চালু রেখেছে প্রশাসন ক্যাডার। এ ছাড়া ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর এই অ্যাক্ট রহিত করে ২০২৪-এর নির্বাচনের পর এ সকল পদ নিজেদের তফসিলে অন্তর্ভূক্ত করেছে প্রশাসন ক্যাডার, যা মেধাভিত্তিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রগঠনে মারাত্মক অন্তরায়। বক্তারা আরও বলেন, সিভিল সার্ভিসের কার্যকর সেবা নিশ্চিত করতে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ থেকে কৃত্য পেশাভিত্তিক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়েছে অর্থাৎ প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে স্ব-স্ব ক্যাডারের অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তারা পদায়িত হবেন। আমরা বৈষম্যহীন জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনে প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কর্মকর্তার দ্বারা পরিচালনা এবং কোটামুক্ত মেধাভিত্তিক উপসচিব পুল অত্যন্ত জরুরি বলে জোর দাবি করেন বক্তারা। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতিটি ক্যাডার অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উদ্ভূত পরিস্থিতির বিষয়ে বিবৃতি দেবে। আগামীকাল বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা সব অফিসে কলমবিরতি পালন করা হবে। ২৬ ডিসেম্বর বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সব অফিসে স্ব-স্ব কর্মস্থলের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হবে। এ ছাড়া যেসব বিভাগে বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়নি, অতি দ্রুত সেখানে সমাবেশ আয়োজন এবং জনসম্পৃক্ততা আরও বাড়ানো হবে। ৪ জানুয়ারি (শনিবার) ঢাকায় সমাবেশ আয়োজন করা হবে এবং পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে মতবিনিময় সভায় সিদ্ধান্ত হয়। সচিবালয়ে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রতিবাদ উপসচিব পদে পদোন্নতিতে প্রশাসন ক্যাডারের কোটা কমাতে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এ ক্যাডারের কর্মকর্তারা রোববার দল বেঁধে সচিবালয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অবস্থান নেন। দুপুরে কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধি দল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য সচিব ড. মোখলেস উর রহমানের কাছে তাদের দাবি পেশ করেন। খসড়া সুপারিশ প্রত্যাখান শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিসিএস শিক্ষাকে ক্যাডারভুক্ত না রেখে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মতো আলাদা করার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে প্রতিবাদলিপি দিয়েছেন বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন। প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, এই সুপারিশ সর্বতভাবে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। ২০১২ সালে অনুরূপ একটি প্রচেষ্টা আমরা প্রতিহত করেছি। বিষয়টি মীমাংসিত। সংস্কারের মাধ্যমে সব বৈষম্য নিরসন ও গতিশীল জনবান্ধব জনপ্রশাসন তৈরির লক্ষ্যে গঠিত কমিশনের এ ধরনের সুপারিশ বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের বৈষম্যবিরোধী মূল চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাই এ সুপারিশ প্রত্যাহার করা না হলে কার্যকর প্রশাসনিক সংস্কার ব্যর্থ হবে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনোরূপ আলোচনা না করে কমিশনের এমন প্রস্তাবনা তৈরি এবং গণমাধ্যমে একতরফাভাবে প্রচার করা সুবিবেচনাপ্রসূত নয় বলেও মনে করে সংগঠনটি। তাদের প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, শিক্ষাখাতে অস্থিরতা তৈরি করে সরকারকে অস্থিতিশীল করার এটি কোনো ষড়যন্ত্র কি না তা খতিয়ে দেখা উচিত। এরূপ সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষা প্রশাসন এবং সংস্কার কার্যক্রমে স্থবিরতা এলে বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন দায় নেবে না। ক্যাডার সংকোচন এবং শিক্ষাকে মেধাশূন্য করার এ অপচেষ্টার আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অবিলম্বে এ প্রচেষ্টা বন্ধ করার আহ্বান জানান তারা। আপত্তি স্বাস্থ্য ক্যাডার কর্মকর্তাদেরও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব ইস্যুতে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে স্বাস্থ্য ক্যাডার অ্যাসোসিয়েশনও। বিসিএস হেলথ ক্যাডার অ্যাসোসিয়েশন এক প্রতিবাদলিপিতে জানায়, বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের ৩৫ হাজার সদস্যের মুখপাত্র বিসিএস হেলথ ক্যাডার এসোসিয়েশন এ ধরনের একতরফা সংস্কার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছে। এতে আরও বলা হয়, আমরা সংস্কার কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানাই, তবে দুরভিসন্ধিমূলক সুপারিশকে সংস্কার প্রস্তাব হিসেবে মানা হবে না। হেলথ ক্যাডারের সঙ্গে আলোচনা ব্যতীত কোনো সংস্কার প্রস্তাব মেনে নেওয়া হবে না। আলোচনার পর ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ থাকবে না : সিনিয়র সচিব এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো মোখলেস উর রহমান বলেন, কয়েকটি মৌলিক বিষয় নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। চলতি সপ্তাহেই বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএএসএ) সঙ্গে বসবে কমিশন। এরপর কারও মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ থাকবে না।

স্ত্রী-মেয়েসহ সাবেক এমপি ছেলুন জোয়ার্দারের ৩৫টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দার ওরফে ছেলুন জোয়ার্দার, তার স্ত্রী আক্তারি জোয়ার্দার ও মেয়ে তাবশিনা জান্নাতের নামে থাকা ৩৫টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করেছেন আদালত। একইসঙ্গে ছেলুনের নামে থাকা চারটি সঞ্চয়পত্র অবরুদ্ধ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়া দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। এর মধ্যে ছেলুনের নামে ১৭টি, আক্তারীর নামে ১৩টি এবং তাবশিনার নামে পাঁচটি ব্যাংক হিসাব রয়েছে। গতকাল সোমবার দুদকের সহকারী পরিচালক মাহমুদুল হাসান ওই আবেদন করেন। এ সময় শুনানি করেন দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মীর আহমেদ আলী সালাম। শুনানি শেষে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন। আবেদনে বলা হয়েছে, ছেলুন জোয়ার্দার ক্ষমতার অপব্যবহার, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছেন। অনুসন্ধানকালে বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সঞ্চয়ী, চলতি ও এফডিআরসহ অন্যান্যা একাউন্টের অস্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। অনুসন্ধান নিষ্পত্তির আগে সম্পদ হস্তান্তর বা স্থানান্তর হয়ে গেলে পরবর্তী সময়ে টাকা উদ্ধার করা দুরুহ হয়ে পড়বে। তাই ছেলুন ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট হিসাবগুলো জরুরি ভিত্তিতে অবরুদ্ধ করা আবশ্যক।

চিকিৎসায় বিদেশ-নির্ভরতা কমাতে সেবা কার্যক্রম গতিশীল করার তাগিদ

স্টাফ রিপোর্টার : চিকিৎসায় বিদেশ-নির্ভরতা কমাতে কিডনি ও লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন, ইনফারটিলিটি সেবা কার্যক্রম গতিশীল করার জোর তাগিদ দিয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) প্রশাসন। গতকাল সোমবার বিএসএমএমইউ'র উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের নব নিযুক্ত পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও বেসিক সায়েন্স ও প্যারাক্লিনিক্যাল সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. সাইফউল্লাহ মুন্সীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় এই তাগিদ দেন।

বাসের ধাক্কায় শিক্ষার্থী নিহতের

আলম বলেন, শিক্ষার্থীরা দুপুর থেকে সড়কটি অবরোধ করেছে। আমরা আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছি। উল্লেখ্য, গত শনিবার বাসের ধাক্কায় প্রত্যয় সরকার নামে পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্রের (সিআরপি) নার্সিং কলেজের এক শিক্ষার্থী নিহত হন। তিনি কলেজের ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্সের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। শনিবার সকাল ৯টায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে সাভারের পাকিজা মোড়ে ঠিকানা পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কায় মারা যান প্রত্যয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে

আবদুল হক জানান, শনিবার রাত দেড়টার দিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আমজাদকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তবে দোকান থেকে কোনও টাকা-পয়সা নিয়ে যায়নি। আমজাদের লাশ ময়নাতদন্ত শেষে হাসপাতালে রাখা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে দেশে পাঠাতে কয়েকদিন সময় লাগবে। মীরসরাইয়ের দুর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সুফিয়ান বিপ্লব বলেন, আমার ইউনিয়নের বাসিন্দা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী আমজাদ সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হওয়ার খবর শুনেছি। খুবই দুঃখজনক ঘটনা এটি।

সমন্বিত নিরীক্ষায় বিদেশি পরামর্শক

ব্যাংক জানিয়েছে, এই বিধান অবিলম্বে কার্যকর হবে। এই বিধানে বলা হয়েছে, ব্যাংকের সমন্বিত নিরীক্ষা বা তার অংশ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক যোগ্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করবে। সমন্বিত নিরীক্ষার শর্তাবলি এবং এ কাজের জন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে যে সম্মানী দেওয়া হবে এবং যে পদ্ধতিতে তা পরিশোধ করা হবে, তা চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে। আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সমন্বিত নিরীক্ষা বা তার অংশ তারা যেভাবে সুবিধাজনক মনে করে, সেভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে। তবে এ সংক্রান্ত শর্তাবলি নির্ধারণ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে তাদের আলাদা চুক্তি হতে হবে। সমন্বিত নিরীক্ষা কাজের জন্য তফসিলি ব্যাংকগুলো যাতে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে তাদের গ্রাহকদের বিষয়ে তথ্য জানায়, সে জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ এই বিধানের মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে সাধারণ অনুমতি দিয়েছে। তফসিলি ব্যাংকগুলোর সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয় করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট বিভাগকে দায়িত্ব দেবে। চুক্তি অনুসারে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেবে। এরপর গভর্নর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ওই প্রতিবেদন পরিচালনা পর্ষদের কাছে পেশ করবেন। বিশেষ বিধানে সমন্বিত নিরীক্ষার সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে, এর মাধ্যমে ঝুঁকিভিত্তিক বিস্তারিত নিরীক্ষা করা হবে, যার মধ্যে থাকবে সম্পদের মান পর্যালোচনা, করপোরেট সুশাসন পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং ব্যাংকের নীতি, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং আইন ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-বিধানের পরিপালন বিষয়ে পর্যালোচনা। এই বিধান জারি করার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, নিয়ন্ত্রনমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দেশের বেশ কিছু ব্যাংক বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। বিশেষ করে সম্পদের মান, করপোরেট সুশাসন, নীতিমালা এবং আইন ও বিধিবিধানের পরিপালনের ক্ষেত্রে এই চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থার ওপর সাধারণভাবে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হচ্ছে। পাশাপাশি পুরো ব্যাংকিং খাতের বিশ্বাসযোগ্যতাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জানা গেছে, অনিয়মের কারণে সংকটে পড়া কয়েকটি ব্যাংককে জানুয়ারি মাসের শুরুতে নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হবে। এর আগে গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর জানিয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দিয়ে ব্যাংকগুলোর সম্পদের মান পরীক্ষা করা হবে। শুরুতে ১২টি ব্যাংকে নিরীক্ষা চালানো হবে। ফলে এসব ব্যাংকের প্রকৃত চিত্র বের হয়ে আসবে।

দুদকের টার্গেটে সাবেক

১৩ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক। এর মধ্যে গত ১৫ ডিসেম্বর পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ ও ছাগলকাণ্ডে সমালোচিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক সদস্য মো. মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা রয়েছে। গত ১২ ডিসেম্বর সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ও তার ছেলে, সাবেক ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ হোসেন পলক ও তার স্ত্রী এবং সাবেক বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে পৃথক ছয়টি মামলা রয়েছে। এরপর অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ফেনী-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারী, বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও মানিকগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নাঈমুর রহমান দুর্জয় ও সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা হয়েছে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংকের ঋণ জালিয়াতির ঘটনায় আলোচিত ব্যবসায়ী এস আলমের ছেলেসহ ৫৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের চার সদস্য, সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, ঢাকা-১৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানসহ আওয়ামী লীগের ১৩ নেতাকর্মী, আমলা ও ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক। অনুসন্ধান শেষে সপ্তাহের প্রথমদিন রোববার (২২ ডিসেম্বর) ৩৫ কোটি ৯৬ লাখ ৮৭ হাজার ১৬৫ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে বরগুনা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শওকত হাচানুর রহমান রিমনের নামে মামলা করেছে দুদক। এছাড়া দুই কোটি ৫২ লাখ ৮৪ হাজার ৫৮২ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে রিমনের স্ত্রী রওনককে সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে বলেছে সংস্থাটি। এছাড়া চলতি সপ্তাহে প্রভাবশালী আরও ছয় মন্ত্রী-এমপির বিরুদ্ধে মামলা করতে যাচ্ছে সংস্থাটি। গত ১৭ সেপ্টেম্বর শওকত হাচানুর রহমানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানে নামে দুদক। এ বিষয়ে দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম বলেন, হাচানুর রহমানের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। তিনি নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন। দুদক সূত্র জানায়, সাবেক এ এমপির নামে বরিশালের আগরপুর রোড, রূপাতলী, জাগুয়া, দক্ষিণ আলেকান্দা, ঢাকার নলটোনা, বরগুনার পাথরঘাটায় মোট এক কোটি ৫১ লাখ ৫৬ হাজার ৫৬৩ টাকার অ-কৃষি জমি রয়েছে। এছাড়া বরগুনার কাঠালতলী, মাদারতলী, রায়হানপুর, গহরপুর, চরলাঠিমারা মৌজাসহ বিভিন্ন এলাকায় ৫৮ লাখ ৩১ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের কৃষি জমি রয়েছে। তার নিজ নামে ব্যবসার পুঁজি রয়েছে ১৫ কোটি এক লাখ ৮৩ হাজার ৬৪০ টাকা এবং ৪৬ লাখ টাকার অন্যান্য বিনিয়োগ রয়েছে। দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনা-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন শওকত হাচানুর রহমান। গত ১৬ অক্টোবর দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত। সাবেক এ সংসদ সদস্যের নিজ নামে ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো, মাইক্রো বাস, টয়োটা প্রিমিও কারসহ তিনটি গাড়ি, স্ত্রীর নামে বিভিন্ন ব্যাংকে ও নগদ ১৮ লাখ ৫০ হাজার ৫৪০ টাকার থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া দেশে-বিদেশে তার বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে বলে দুদকের গোয়েন্দা ইউনিটের কাছে তথ্য রয়েছে। দুদক সূত্র জানায়, দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫ নভেম্বর সিরাজগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জান্নাত আরা হেনরী, তার স্বামী শামীম তালুকদার ও মেয়ে মুনতাহা রিদায়ী লামের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত। তার বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান শুরু হয় গত ২০ আগস্ট। গত ১ অক্টোবর মৌলভীবাজার থেকে স্বামীসহ গ্রেফতার হন হেনরী। চলতি সপ্তাহে হেনরীর বিরুদ্ধে আরও দুটি মামলা হতে পারে। তার বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলা হতে পারে। ২০০৮ সাল থেকে গত প্রায় সাড়ে ১৫ বছরে হেনরীর সম্পদ ৮৮৪ গুণ বেড়েছে। একই সময়ে তার স্বামী শামীম তালুকদার লাবুর সম্পদ বেড়েছে ১৩৬ গুণ। মামলা হতে পারে তার স্বামীর বিরুদ্ধেও। প্রায় দেড় দশক আগে এ সংসদ সদস্যের বার্ষিক আয় ছিল এক লাখ ২২ হাজার এবং ব্যয় ছিল ৮০ হাজার টাকা। তখন তার সম্পদের পরিমাণ ছিল ছয় লাখ ৩৪ হাজার ৫০০ টাকার। এখন তার সম্পদ বেড়ে হয়েছে ৫৬ কোটি আট লাখ ৯৫ হাজার ৬০২ টাকা। হেনরীর সম্পদের বাজারমূল্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। এ সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে এসব সম্পদ অর্জন ও বিদেশে পাচারের প্রমাণ পেয়েছে দুদক। সিরাজগঞ্জে হেনরী ও তার স্বামীর ১৬টি বাড়ি, দুটি রিসোর্ট, একটি গরুর খামারসহ কয়েক হাজার শতাংশ কৃষি ও অকৃষি জমি রয়েছে। হেনরী রয়েছে অন্তত নয়টি বিলাসবহুল গাড়ি। ঢাকার মিরপুরে ফ্ল্যাট ও জমি আছে। আছে ১০০ ভরি স্বর্ণালংকার। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হেনরী সিরাজগঞ্জ-২ আসন থেকে নির্বাচিত হন। এর আগে ২০০৮ সালের নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। হেনরী বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন তিনি। জানা যায়, নির্বাচনে হারার পর ২০০৯ সালে হেনরীকে সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তার দায়িত্ব পালনকালে আলোচিত হলমার্ক ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় পরিচালনা পর্ষদের কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে ঘুস নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ঋণ জালিয়াতির হোতা হলমার্ক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর আহমেদ ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতেও কয়েকজন ঘুস নিয়েছেন বলে জানান। দুদক তানভীর ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা ও অভিযোগপত্র দাখিল করলেও পরিচালনা পর্ষদের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। তাদের অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেওয়া হয়। হেনরীকেও দায়মুক্তি দেয় দুদক। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) সাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এবং পটুয়াখালী-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ মো. মহিববুর রহমানের বিরুদ্ধে দুটি, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ও ঢাকা-২ আসনের সাবেক এমপি কামরুল ইসলামের বিরুদ্ধে একটি মামলা হতে পারে। গত আগস্টে মহিববুর রহমানের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। দুদক সূত্র জানায়, পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটা ও পায়রা বন্দরের আশপাশে মহিববুর রহমানের স্ত্রী ফাতেমা আক্তার রেখার নামে রয়েছে অন্তত ৩৭ একর জমি আছে। জমিগুলোর বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় দেড়শ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে মহিববুর রহমান এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই ফাতেমা আক্তার রেখার জমি কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এদিকে, গত ১৮ নভেম্বর রাজধানীর উত্তরা-১২ নম্বর সেক্টর থেকে কামরুলকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গত ১৪ অক্টোবর তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নামে দুদক। ২০০৮ থেকে ২০২৪ সবগুলো জাতীয় নির্বাচনে জয় পান এ আওয়ামী লীগ নেতা। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ প্রতিমন্ত্রী ও ২০১৪ সালে খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পান তিনি। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের প্রথমে সদস্য ও পরে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হলে দলের মধ্যে তার প্রভাব বেড়ে যায়। ২০১৪ সালের নির্বাচনে জয়ের পর তার বিরুদ্ধে নিয়োগ, বদলি ও খাদ্য আমদানিসহ নানা খাতে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। ২০১৫ সালের জুনে ব্রাজিল থেকে ৪০০ কোটি টাকা মূল্যের দুই লাখ টন পচা গম আমদানির ঘটনায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন কামরুল। দুদক সূত্র জানায়, কামরুল ইসলাম নিজের ও তার স্ত্রী-সন্তানদের নামে দেশে-বিদেশে বিপুল পরিমাণ সম্পদ গড়ে তুলেছেন। তিনি ও তার অন্য আত্মীয়-স্বজনের নামে-বেনামে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে প্রচুর অবৈধ সম্পদের মালিক হয়েছেন। কামরুলের নামে রাজধানীর ৪৮/১ নম্বর আজগর লেনে চারতলা বাড়ি নির্মাণ, মিরপুর আবাসিক এলাকায় দুটি প্লট, মিরপুর হাউজিং এস্টেটে চার কাঠা জমি, নিউ টাউনে ১০ কাঠা জমি এবং দুটি টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার গাড়ি রয়েছে। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজশাহী-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মনসুর রহমানের বিরুদ্ধে একটি, সাবেক বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের বিরুদ্ধে তিনটি এবং আগামী ২৬ ডিসেম্বর সাবেক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী ও যশোর-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য স্বপন ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে দুইটি মামলা হতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান শুরু হয় গত আগস্ট মাসে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে হাজার কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে তাদের নামে। দুদকের অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, সাবেক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও সিঙ্গাপুরসহ কয়েকটি দেশে। বিদ্যুৎ খাত থেকে হরিলুট করে এ বিপুল পরিমাণ টাকা বিদেশে পাচার করেছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রে একটি কোম্পানি খুলে সেই কোম্পানির মাধ্যমে নসরুল হামিদের হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে। এ কোম্পানি প্রতিষ্ঠাকালে নসরুল হামিদ তার নিজের যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অবস্থিত বাসভবনের ঠিকানা ব্যবহার করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে বিপুর বাড়ির আনুমানিক মূল্য প্রায় ৪৩ কোটি টাকা। বিগত সরকারের সময়ে বিদ্যুৎ খাতে হরিলুটের অন্যতম উৎস ছিল কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র। তখন বিনা টেন্ডারে প্রয়োজনের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন দেওয়া হয়। জানা গেছে, নসরুল হামিদ ও তার স্ত্রী সীমা হামিদ এবং ছেলে জারেফ হামিদের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা করা হবে। নসরুল হামিদের মামলার বিষয়ে জানতে চাইলে দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম বলেন, অনুসন্ধান শেষে তা যাচাই-বাছাই করে কমিশন অনুমোদন দিলেই মামলা দায়ের করা হবে। দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন বলেন, কোনো বিশেষ ব্যক্তির বা ব্যক্তির প্রতি আনুকূল্য দেখানোর সুযোগ নেই। কমিশন প্রজাতন্ত্রের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এ বার্তা দিতে চায়। আইন ও বিধি অনুযায়ী কমিশন কাজ করবে।

ভোগান্তিতে পড়তে

সবাই এই সিদ্ধান্তে একমত। রেলের কর্মীরা বলছেন, আইন অনুযায়ী হেডকোয়ার্টারে তাদের ৮ ঘণ্টার ডিউটি শেষে ১২ ঘণ্টা বিশ্রাম করার কথা। কিন্তু রেলওয়েতে কর্মী সংকট থাকায় তারা ৫/৬ ঘণ্টা বিশ্রাম করার পর আবার কাজে নেমে যান। রেলের কর্মীরা রেলের স্বার্থে কাজ করতে চান। কিন্তু রেলওয়ে তাদের স্বার্থের বিষয়ে আন্তরিক নয়। দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসলেও কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে আন্তরিক নয়। তাই বাধ্য হয়েই আন্দোলনে নেমেছেন তারা। রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, নিয়ম অনুযায়ী একজন রানিং স্টাফ (চালক, সহকারী চালক, গার্ড, টিকিট চেকার) ট্রেনে দায়িত্ব পালন শেষে তার নিয়োগপ্রাপ্ত এলাকায় (হেডকোয়ার্টার) হলে ১২ ঘণ্টা এবং এলাকার বাইরে (আউটার স্টেশন) হলে ৮ ঘণ্টা বিশ্রামের সুযোগ পান। রেলওয়ের স্বার্থে কোনো রানিং স্টাফকে তার বিশ্রামের সময়ে কাজে যুক্ত করলে বাড়তি ভাতা-সুবিধা দেওয়া হয়। যা রেলওয়েতে 'মাইলেজ' সুবিধা হিসেবে পরিচিত।

মাইলেজ সুবিধা পুনর্বহালের দাবিতে গত ৩ বছর ধরে আন্দোলন করছেন রানিং স্টাফরা। কয়েক দফায় অতিরিক্ত কাজ থেকে বিরত থাকা ও ধর্মঘট পালন করেছেন তারা। তবে বিভিন্ন সময়ে রেলওয়ের মহাপরিচালক, রেলপথ সচিব, রেলমন্ত্রীসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আশ্বাসে আন্দোলন থেকে সরে আসেন তারা। ২০২১ সালের ৩ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয় মাইলেজ সুবিধা সীমিত করতে রেল মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়। ওই চিঠিতে আনলিমিটেড মাইলেজ সুবিধা বাদ দিয়ে তা সর্বোচ্চ ৩০ কর্মদিবসের সমপরিমাণ করার কথা জানানো হয়। এছাড়া বেসামরিক কর্মচারী হিসেবে রানিং স্টাফদের পেনশন ও আনুতোষিক ভাতায় মূল বেতনের সঙ্গে পাওয়া কোনো ভাতা যোগ করার বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়। এরপরই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন রানিং স্টাফরা। এ বিষয়ে রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন জানান, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নবনিযুক্ত এএলএম গ্রেড-২ এবং গার্ড গ্রেড-২ এর রানিং স্টাফদের নিয়োগপত্রে যে শর্ত ছিল তা প্রত্যাহার করা হবে। তার মানে তারা রেলের নানা সুযোগ সুবিধা পাবেন। শর্ত প্রত্যাহারের আগ পর্যন্ত তারা কর্মঘণ্টার ভিত্তিতে যে মাইলেজ অর্জন করবেন তা বকেয়া হিসেবে পরিশোধের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, বিভাগীয় পদোন্নতিপ্রাপ্ত রানিং স্টাফদের আইবাস সিস্টেমে বেতন ভাতাদি ও মাইলেজ যথানিয়মে পরিশোধের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রানিং স্টাফদের মাইলেজ ও পেনশনের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

তাবলিগের দ্বন্দ্ব নিরসনের বদলে

অনুসারী শফিক বিন নাঈম বলেন, মামুনুল হক তো তাবলিগের কেউ না। তিনি মুসলমানদের মধ্যে একজন যোগ্য লোক, ইসলামের জন্য তার পরিবার অনেক কিছু করেছে। তিনি দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সমাধান করবেন না। কিন্তু তিনি আগুনের মধ্যে পানি না ঢেলে কেরোসিন ঢেলেছেন। তিনি বলেন, মূল মারকাজ থেকে আলাদা হয়ে দু-একজন আরেকটা মাদ্রাসা তৈরির চেষ্টা করছে। আমাদের ভারতপন্থী বলা হয়। তাহলে যুবায়েরপন্থীরা ডাবল ভারতপন্থী। তিনি আরও বলেন, প্রশাসনের কাছে খবর ছিল, যুবায়েরপন্থীরা অস্ত্রসহ অবস্থান করছে। ২০১৬ সাল থেকে আমাদের ১০ জন সাথী নিহত হয়েছেন। হাজার হাজার সাথী আহত হয়েছেন। আমাদের নিজামুদ্দিন অনুসারীদের ঘরে ঘরে হামলা হয়েছে। দোকানপাটে লুট হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে ১০ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আসন্ন বিশ্ব ইজতেমায় মাওলানা সাদ কান্দলভীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা; অনুসারী সব মুরুব্বির নামে করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা; কারাবন্দী আমিনুল ইসলাম মুফতি মুয়াজ বিন নূরকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া; কাকরাইল মসজিদ, টঙ্গীর বিশ্ব ইজতিমা ও সারা দেশে মসজিদভিত্তিক তাবলিগের কাজকে সমান অধিকারের ভিত্তিতে পরিচালনার পরিবেশ তৈরি করতে দেওয়া। সংবাদ সম্মেলনে আরও ছিলেন মাওলানা মাসুদুল হক কাসেমী, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মঞ্জুরুল হক প্রমুখ।

ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসক লাঞ্ছিত

জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার মোজাখালী গ্রামে। তার মাকে স্ট্রোকজনিত কারণে গত ২১ ডিসেম্বর ভোরে ঢামেক হাসপাতালের দ্বিতীয় তলায় ২০০ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। তবে চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন তার মায়ের শারীরিক অবস্থা ক্রিটিক্যাল। তার আইসিইউ সাপোর্ট লাগবে। এরমধ্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় আইসিইউ খুঁজতে থাকি। কিন্তু কোথাও আইসিইউ ম্যানেজ করতে পারছিলাম না। আমার মা হাসপাতালের মেঝেতে ছিলেন। বেডও পাচ্ছিলাম না। সেখানে অক্সিজেনের সাপোর্টও পাচ্ছিলাম না। তিনি বলেন, গতরাতে আমি আফতাব নগরের বাসায় ছিলাম। গত রোববার সারা দিন চিকিৎসক আসেনি। হাসপাতালে মায়ের সঙ্গে ছিলেন আমার খালা শম্পা ও খালু নাজির হোসেন। রাত ১০টার দিকে খালা ফোন করে জানান, তার মায়ের শারীরিক অবস্থা ভালো না। এ খবর শুনে আমি দ্রুত হাসপাতালে আসি। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ৮৮ নম্বর ওয়ার্ডে দায়িত্বরত চিকিৎসক ডা. মানার হাফিজ ২০০ ওয়ার্ডে এসে জানান, তার মা আর নেই। তিনি আরও বলেন, মায়ের মৃত্যুর পর চিকিৎসক চলে যাওয়ার সময় আমার খালা শম্পা চিকিৎসকের হাত ধরে টান দিয়ে বলেন, সারাদিন আমার বোনকে দেখতে আসেননি কোনো চিকিৎসক। তবে চিকিৎসকের গায়ে হাত তোলা হয়নি। তখন চিকিৎসক উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করতে থাকেন। এ সময় হাসপাতালে দায়িত্বরত আনসার সদস্যরা জড়ো হয়ে যান। এ সময় কয়েকজন চিকিৎসকের কাছে ক্ষমাও চাওয়া হয়। পাশের বেডের একটি ছেলে চিকিৎসকের হাত ধরে ক্ষমা করে দিতে বললে তিনি আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তবে ওই ছেলেকে তিনি চেনেন না। পরে আমার খালাকে পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, রোববার রাতে হাসপাতালে রোগী মারা যাওয়াকে কেন্দ্র করে এক নারী চিকিৎসকের গায়ে হাত তুলে দিয়েছেন রোগীর স্বজনরা। এ ঘটনায় ওই রোগীর স্বজন শম্পাকে আটক করে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে হাসপাতালের কয়েকজন রোগীর স্বজনরা বলেন, গত দুইদিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। পরে জানতে পেরেছি কিছু চিকিৎসক বেতন ও ভাতা বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলন করছেন। এর আগে গত ৩১ আগস্ট অবহেলায় এক শিক্ষার্থী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঢামেক হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে চিকিৎসকদের মারধরের ঘটনা ঘটে। এ হামলায় নিউরো সার্জারি বিভাগের কয়েকজন চিকিৎসক আহত হন।

আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ শহীদ

অবনতি হলে সেখান থেকে তাকে সিএমএইচে পাঠানো হয়। সাড়ে চার মাস সেখানে চিকিৎসাধীন থেকে গত রোববার রাতে সে মারা যায়।

রাজধানীতে শুরু হচ্ছে পাঁচ

কাতারে ১টি করে এবং দুবাইতে ২টি রিহ্যাব হাউজিং ফেয়ার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এসব ফেয়ার আয়োজনের মাধ্যমে রিহ্যাব দেশ ও বিদেশে গৃহায়ন শিল্পের বাজার সৃষ্টি এবং তা প্রসারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে। অন্যদিকে, প্রবাসী ক্রেতারা দেশে তাদের পছন্দের আবাসন খুঁজে পাচ্ছেন। আবার এই ফেয়ারের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি গৃহায়ন শিল্প এবং লিংকেজ শিল্প বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে এই ফেয়ার। রিহ্যাব ফেয়ার ২০২৪-এ ২২০টি স্টল থাকছে। এই ফেয়ারে ৫টি গোল্ড স্পন্সর, ১৮টি কো-স্পন্সর, ১৮টি বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস ও ১০ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসহ অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেলে রিহ্যাব ফেয়ার এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন রাজউক চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল ড. সিদ্দিকুর রহমান।

সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ক্রেতা দর্শনার্থীরা মেলায় প্রবেশ করতে পারবেন। মেলায় প্রবেশে সিঙ্গেল এন্ট্রি টিকিটের প্রবেশ মূল্য ৫০ টাকা। আর মাল্টিপল এন্ট্রি টিকিটের মূল্য ধরা হয়েছে ১০০ টাকা। মাল্টিপল এন্ট্রি টিকিট দিয়ে একজন দর্শনার্থী মেলার সময় ৫ বার প্রবেশ করতে পারবেন। এন্ট্রি টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ দুস্থদের জন্য কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) এর কাজে ব্যয় করা হবে। টিকিটের রাফেল ড্রতে থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কার।

স্ত্রী-সন্তানসহ শাহরিয়ার আলমের

অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক বদলি ও নিয়োগ বাণিজ্যসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে টিআর, কাবিখা, কাবিটাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ পূর্বক নিজেদের নামে শত শত কোটি টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন সংক্রান্ত অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, তারা গোপনে দেশত্যাগ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তারা দেশত্যাগ করে বিদেশে পালিয়ে গেলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডপত্র পেতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। সার্বিক অনুসন্ধানকাজে বিঘ্ন সৃষ্টিসহ ক্ষতির কারণ রয়েছে। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের কার্যক্রমের স্বার্থে তাদের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আবশ্যক। এদিন দুদকের পক্ষে প্রসিকিউটর মীর আহমেদ আলী সালাম শুনানি করেন। শুনানি শেষে আদালত তাদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন।

পরিবেশবান্ধব কারখানার সনদ

রয়েছে। এর মধ্যে ৮০ পয়েন্টের ওপরে হলে 'লিড প্লাটিনাম', ৬০-৭৯ হলে 'লিড গোল্ড', ৫০-৫৯ হলে 'লিড সিলভার' এবং ৪০-৪৯ পয়েন্ট হলে 'লিড সার্টিফায়েড' সনদ পাওয়া যায়। বিশ্বের ১০০টি পরিবেশবান্ধব সুবজ কারখানার মধ্যে ৫৬টি অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি কারখানা বাংলাদেশে। পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তা সাজ্জাদুর রহমান মৃধার হাত ধরে ২০১২ সালে দেশে পরিবেশবান্ধব কারখানার যাত্রা শুরু হয়।

সাঈদ খোকনের সপরিবারে

মেয়র সাঈদ খোকনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নানাবিধ দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। আবেদনে আরও বলা হয়, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার পদের অপব্যবহার করে এবং রাজনৈতিক পরিচয়ের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে ও বিদেশে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেছেন মর্মে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। দেশের বর্তমান বাস্তবতায় শাহানা হানিফ, মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, জাবেদ আহমেদ ও ফারহানা সাঈদ দেশত্যাগ করতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাদের বিদেশ গমন রহিত করা আবশ্যক।

দুদকের পক্ষে প্রসিকিউটর মীর আহমেদ আলী সালাম আবেদনের শুনানি করেন। শুনানি শেষে আদালত তাদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন। সাঈদ খোকন ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র ছিলেন। পরে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে তিনি ঢাকা৬ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

গলার কাঁটা ইভিএম নিয়ে এখন

মেশিনের মধ্যে অধিকাংশে ধরা পড়ে নানা ধরনের ত্রুটি। কিন্তু মেরামতের জন্য ছিল না অর্থের যোগান। ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার কোটি টাকার ইভিএম অচল হয়ে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দেয়। অকেজো মেশিন মেরামত, সংরক্ষণ প্রভৃতির জন্য সাড়ে ১২শ কোটি টাকার প্রস্তাব দিলে বৈশ্বিক অর্থ সংকটের কারণ দেখিয়ে সরকার সেটি নাকচ করে দেয়। বর্তমানে অকেজো ইভিএমের সংখ্যা আরও বেড়েছে। সচল মেশিনগুলো তাই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্পের অর্থ ছাড়া মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দিলে সরকার ইসির সেই প্রস্তাবও সম্প্রতি নাকচ করে দেয়। সব মিলিয়ে এখন প্রকল্পটি থেকে এক্সিট প্ল্যান করছে ইসি। ইভিএম প্রকল্প পরিচালক কর্নেল সৈয়দ রাকিবুল হাসান বলেন, বর্তমানে এক লাখ ১০ হাজার মেশিন ব্যবহার অনুপযোগী। আর ৪০ হাজারের মতো মেশিন নির্বাচনে ব্যবহার করা যাবে। তিনি বলেন, আসল কথা হলো দক্ষ লোকবলের অভাব। আমাদের প্রকল্প থাকলেও সেখানে দক্ষ কারিগরি লোকবল ছিল না। আগেও কারিগরি লোকবল নিয়ে ভাবনা হয়নি, এখনও হচ্ছে না। এ ছাড়া সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি প্রকল্পে। বর্তমানে প্রকল্পের মেয়াদ না বাড়ায় এক্সিট প্ল্যান করা হচ্ছে। কর্মকর্তারা বলছেন, এক্সিট প্ল্যান করা হলেও রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলো নষ্ট না করে তা সংরক্ষণের যথাযথ উপায় খোঁজা হচ্ছে। এজন্য ওয়্যারহাউজ নির্মাণে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের পাশাপাশি ইসির বিদ্যমান ভবনগুলো সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইভিএম সংরক্ষণের জন্য অঞ্চলভিত্তিক ওয়্যারহাউজ তৈরির খসড়া ডিজাইন, জমি এবং অন্যান্য ব্যয়ের প্রাক্কলন দিতে মাঠ কর্মকর্তাদের ইতোমধ্যে নির্দেশনা দিয়েছে সংস্থাটি। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের প্রশাসনিক ১০টি অঞ্চল তথা ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর ও রাজশাহীতে ওয়্যার হাউজের কথা ভাবা হচ্ছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের কাছে জমি চেয়ে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ইসি সচিব আখতার আহমেদ বলেন, জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিষয়ে দলগুলোর মধ্যে অনৈক্য রয়েছে। এখন হাজার হাজার কোটি টাকার মেশিনগুলোর কী হবে? রাষ্ট্রীয় সম্পদ তো এভাবে নষ্ট করা যায় না। অনেক সময় স্থানীয় নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের চাহিদা থাকে। এজন্য আমরা মেশিনগুলো যথাযথ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণের কথা ভাবছি। তিনি বলেন, প্রকল্প নেই। সেটার মেয়াদও বাড়েনি। এখন মেশিন সংরক্ষণে টাকা তো লাগবে। আর সেটা সরকারই দেবে। এছাড়া আর কে দেবে? প্রকল্প হোক বা সরকারি তহবিল থেকে হোক… অর্থ তো দেবে। আমরা সে উদ্যোগ নেবো। ইভিএম ব্যবহার নিয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, আমরা আগামী নির্বাচনের কথা শুধু চিন্তা করছি না। অনেক অন্যায়, অপকর্ম হয়েছে অতীতে, এগুলো যাতে বন্ধ হয়, নির্বাচন ব্যবস্থা যাতে কার্যকর হয়, তার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যাতে দীর্ঘমেয়াদে শক্ত হয় সেই ব্যবস্থা করবো। তিনি বলেন, ইভিএম ত্রুটিপূর্ণ, দুর্বল যন্ত্র ছিল। এগুলো এখন অকেজো হয়ে গেছে বোধহয়। সবচেয়ে বড় কথা এটার জন্য রাজনৈতিক ঐক্য এবং আস্থাশীলতা দরকার। রাজনীতিবিদদেরই এ বিষয়ে ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন ইতিমধ্যে বলেছেন, ইভিএম অনেক ঝামেলার। আমরা এই ঝামেলার মধ্যে যাব না। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যালটে করারই পরিকল্পনা আমাদের। এক-এগারো সরকারের সময়কার ড. এটিএম শামসুল হুদার নেতৃত্বাধীন কমিশন ইভিএমের ব্যবহার শুরু করে। সে সময় তারা বুয়েট থেকে ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে মেশিন তৈরি করে নেয়। ওই কমিশনের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে কাজী রকিবউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন কমিশনও ভোটযন্ত্রটি ব্যবহার করে। তবে ২০১৫ সালে রাজশাহী সিটি নির্বাচনে একটি মেশিন অচল হয়ে পড়ায় তা আর ব্যবহার উপযোগী করতে পারেনি রকিব কমিশন। পরবর্তীতে তারা বুয়েটের তৈরি স্বল্প মূলের ওই মেশিনগুলো পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে উন্নত মানের ইভিএম তৈরির পরিকল্পনা রেখে যায়। ২০১৭ সালে কেএম নূরুল হুদার কমিশন এসে বুয়েটের তৈরি ইভিএমের চেয়ে প্রায় ২০ গুণ বেশি দামে মেশিন কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঠিক পূর্বে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির (বিএমটিএফ) কাছ থেকে উন্নতমানের ইভিএম তৈরি করে নেয় তারা। এতে মেশিন প্রতি ব্যয় হয় দুই লাখ ৩৫ হাজার টাকার মতো। হাতে নেওয়া হয় তিন হাজার ৮২৫ কোটি টাকার প্রকল্প। সেই প্রকল্প থেকে দেড় লাখ ইভিএম কেনে রকিব কমিশন। প্রকল্পের সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ব্যবস্থা না থাকায় সেই উন্নত মানের ইভিএমের মেয়াদ ১০ বছর হলেও পাঁচ বছর যেতে না যেতেই অকেজো হওয়া শুরু করে।

সাবেক ডেপুটি গভর্নর এসকে সুর ও

ব্যাংক হিসাব গত আগস্টে তলব করে দুদক। একইসঙ্গে তার স্ত্রী সুপর্ণা রায় চৌধুরী ও মেয়ে নন্দীতা সুর চৌধুরীর হিসাবের তথ্য চেয়ে তা ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তা পাঠাতে সময় বেঁধে দেওয়া হয়। ব্যাংকগুলোকে দেওয়া এ সংক্রান্ত চিঠিতে বলা হয়, সাবেক ডেপুটি গভর্নর এসকে সুর চৌধুরী এবং তার স্ত্রী সুপর্ণা চৌধুরীর বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে এস কে সুর চৌধুরী, তার স্ত্রী সুপর্ণা রায় চৌধুরী ও মেয়ে নন্দীতা সুর চৌধুরীর নামে আপনাদের ব্যাংকের কোনো শাখায় কোনো ধরনের ব্যাংক হিসাব, ঋণ হিসাব, এফডিআর বা সঞ্চয়পত্র থাকলে তা জানাতে বলা হচ্ছে। একইসঙ্গে হিসাব খোলার ফরম, দাখিলের রেকর্ডপত্র, কেওয়াইসি, নমিনি, টিপি, সিগনেচার কার্ড ও হিসাব বিবরণীসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পাঠাতে বলা হয়। এস কে সুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তিনি ডেপুটি গভর্নর থাকাকালে আলোচিত এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদারের (পি কে হালদার) ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনায় সহযোগিতা করেছেন ও সুবিধা নিয়েছেন। এছাড়া তার বিরুদ্ধে সরকারের রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগও রয়েছে। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরির সময় ডেপুটি গভর্নর ছিলেন এস কে সুর চৌধুরী।

লাকীসহ ২৪ জনের দেশত্যাগে

রুবেল মিয়া। গতকাল সোমবার দুদকের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। এ সময় দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মীর আহমেদ আলী সালাম শুনানি করেন। শুনানি শেষে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন। মামলার অভিযোগে বলা হয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী ও পরিচালক (প্রশাসন) জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠানো বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার নম্বরপত্রে পরস্পর যোগসাজশে জাল জালিয়াতি ও প্রতারণার আশ্রয় নেন। আসামিরা অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ প্রার্থীদের নম্বরপত্রে নম্বর বাড়িয়ে অবৈধভাবে ১০টি পদে ২৩ জন প্রার্থীকে নিয়োগ দেন। অভিযোগে আরও বলা হয়, পরবর্তী সময়ে লিখিত পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ প্রার্থীদের উত্তীর্ণ করে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিয়ে তাদের বেতন ভাতা বাবদ সরকারি তহবিল থেকে নেওয়া ৮ কোটি ২৮ লাখ ৪৯৫ টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গ্যারেজ মালিককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে অটোরিকশা গ্যারেজের মালিক বিল্লাল মিয়াকে (৬০) হত্যা করে তার অটোরিকশা নিয়ে পালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার লালপুর ইউনিয়নের বায়েক এলাকার একটি রাস্তার পাশ থেকে নিহতের লাশ উদ্ধার করে থানা পুলিশ। নিহত বিল্লাল মিয়া উপজেলার আড়াইসিধা ইউনিয়নের মাধুর পাড়া এলাকার মৃত আব্দুল জব্বার মিয়ার ছেলে। তার বাড়িতে রিকশার গ্যারেজ ছিল ও নিজেও অটোরিকশা চালাতেন। নিহতের বড় ভাই রহমত উল্লাহ বলেন, গত রোববার বিকালে বাড়ি থেকে বের হন বিল্লাল। এরপর থেকে আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই তার লাশ দেখতে পেয়ে এলাকাবাসী আমাদেরকে খবর দেন। খবর পেয়ে আমরা এসে তার লাশ দেখতে পাই। পরে পুলিশে খবর দিলে তারা লাশ উদ্ধার করেন। নিহতের চাচা বাদল মাধুর বলেন, রাত ১২টা পর্যন্ত বিল্লাল আমাদের সঙ্গে ছিল। ১২টার পর চলে আসে। এরপর থেকে আর কোনও খোঁজ পাচ্ছিলাম না। সকালে তার মৃত্যুর খবর পাই। মনে হচ্ছে তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। আশুগঞ্জ থানার ওসি বিল্লাল হোসেন বলেন, নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। পাশাপাশি পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ সাপেক্ষে থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

নাটোরে ৬ ট্রাকের সংঘর্ষে নিহত ১

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোর সদর উপজেলায় নাটোর-বগুড়া মহাসড়কের আইচাঁদ ব্রিজ এলাকায় একটি ট্রাক রাস্তার ওপরেই দিক পরিবর্তন করছিল। ওই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা আরও পাঁচটি ট্রাকে সেখানে একটি আরেকটির সঙ্গে ধাক্কা দিলে একটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। ওই ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তিন জন। আহতদের মধ্যে একজনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। নিহত ওই ব্যক্তির নাম হোসাইন (৩৫)। তিনি ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জের নিন্দানিন্দি এলাকার সিদ্দিক বিশ্বাসের ছেলে। স্থানীয় দোকানি মিলন সরদার ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল সোমবার সকাল ৭টার কিছু আগে বালি ভর্তি একটি ডাম্প ট্রাক রাস্তার ওপর ঘুরতে গেলে প্রথমে একটি পাথরবোঝাই ট্রাক এসে ধাক্কা দেয়। এরপর উভয়দিক থেকে আসা আরও চারটি ট্রাক ওই দুই ট্রাকে ধাক্কা দিলে একটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। স্থানীয়রা ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা অনেক চেষ্টার পর আহতদের উদ্ধার করেন। ওই ঘটনায় প্রায় দুই ঘণ্টা নাটোর-বগুড়া মহাসড়কে যানজট সৃষ্টি হয়। সদর থানা ও হাইওয়ে পুলিশের তৎপরতায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। নাটোর ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার ফিরোজ কুতুবী জানান, আহত চার জনকে উদ্ধার করে নাটোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নাটোর সদর হাসপাতাল সূত্র জানায়, আহত চার জনের মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হোসাইনের মৃত্যু হয়। আহত সোহাগ ও সাইফুলকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তবে অবস্থার অবনতি হওয়ায় হায়দার নামে একজনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। নাটোর সদর থানার ওসি মাহাবুবুর রহমান জানান, সদর থানার একদল পুলিশ প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে ওই মহাসড়ক যানজটমুক্ত করে। এখন যান চলাচল স্বাভাবিক।

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ শ্রমিকদের

স্টাফ রিপোর্টার : বন্ধ ঘোষণা করা দুটি কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এমএম নিটওয়্যার লিমিটেড ও মামুন নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও অবরোধ করেন। বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা জানান, গত ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ১৩ (১) ধারা মোতাবেক এম এম নিটওয়্যার ও মামুন নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। গত রোববার সকালে কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে শ্রমিকরা কারখানার প্রধান ফটোকে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন। বিকালে শ্রমিকদের সঙ্গে কারখানা কর্তৃপক্ষ আলোচনায় বসার শর্তে তারা বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নেন। ওই সময় কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে শর্ত সাপেক্ষে কারখানায় যোগদানের কথা জানায়। কিন্তু দুই কারখানার শ্রমিকরা তা মেনে না নিয়ে গতকাল সোমবার সকালে কোনাবাড়ী এলাকায় কারখানার সামনে জড়ো হয়। এ সময় তারা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে উভয় পাশে দীর্ঘ যানজট লেগে যায়। শ্রমিকদের নামে মামলা প্রত্যাহার এবং বিনা শর্তে কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি জানান। এর আগে ১৭ ডিসেম্বর আন্দোলনরত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার দাবিতে কাজ বন্ধ করে দেন শ্রমিকরা। পরে কর্তৃপক্ষ ১৮ ডিসেম্বর থেকে কারঝানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। গত ৩ নভেম্বর বিক্ষোভ চলাকালে শিল্প পুলিশের এক সদস্য আহত হওয়ার ঘটনায় শিল্প পুলিশ বাদী হয়ে পাঁচ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৫০/৬০ শ্রমিককে আসামি করে মামলা করেন। ওই মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ১৭ ডিসেম্বর শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেন। নিরাপত্তার স্বার্থে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে। গাজীপুর শিল্প পুলিশ -২ এর পুলিশ সুপার (এসপি) মিজানুর রহমান বলেন, বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে দুটি কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে রেখেছেন। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে। ঘটনাস্থলে আমাদের শিল্প পুলিশসহ গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপির) কোনাবাড়ী থানার সদস্যরাও রয়েছেন।

ময়মনসিংহের একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অস্ত্রসহ মাদক উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তলসহ অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। গত রোববার মধ্য রাতে নগরীর মাসকান্দা এলাকায় সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে অভিযান চালানো হয়। এ সময় প্রতিষ্ঠানটির নৈশ্যপ্রহরীর রুম থেকে দুটি বিদেশি পিস্তল, বিপুল পরিমাণ ধারালো দেশি অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, মধ্যরাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অস্ত্র ও মাদক কেনাবেচার তথ্য পেয়ে তাৎক্ষণিক অভিযান চালানো হয়। এ সময় নৈশ্যপ্রহরী হৃদয় মিয়ার শোয়ার ঘর থেকে দুটি বিদেশি পিস্তল, একটি এয়ারগান, বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র, বিদেশি মদ, ফেনসিডিল ও গাঁজা উদ্ধার করা হয়। নৈশ্যপ্রহরী হৃদয় মিয়াকে পাওয়া যায়নি। এ সময় তার স্ত্রী ফারজানা শান্তাকে আটক করা হয়। হৃদয় মিয়া ময়মনসিংহের পাগলা থানাধীন নীগুয়ারী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি চাকরির সুবাদে তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন সরকারি এই খামারে। এ বিষয়ে কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি বলেন, নৈশ্যপ্রহরী হৃদয় মিয়াকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। চক্রটির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে। এগুলোর বিষয়ে কিছুই জানা নেই উল্লেখ করে সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারটির ব্যবস্থাপক হাছেন আলী বলেন, এখানে অস্ত্র ও মাদক কেনাবেচা হলেও আমি কিছু টের পাইনি। এই চক্রের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।

সাবেক ডেপুটি গভর্নর এস কে সুরের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী ওরফে এস কে সুর চৌধুরী ও তার স্ত্রী সুপর্ণা সুর চৌধুরী এবং কন্যা নন্দিতা সুর চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল সোমবার তাদের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুদকের উপ-পরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম। অর্থপাচার ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তাদের সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য এস কে সুর চৌধুরীকে দুদক থেকে চিঠি দেওয়া হয়। একাধিকবার তাগাদা দেওয়া হলেও তারা সম্পদের হিসাব বিবরণী জমা দেননি। নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করায় তাদের বিরুদ্ধে দুদক আইনে মামলা দায়ের (নন-সাবমিশন) করা হয়েছে। দুদকের উপ-পরিচালক নাজমুল হুসাইন এসব মামলা দায়ের করেন। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকেই তারা পলাতক রয়েছেন বলে জানিয়েছে দুদকের একটি সূত্র।

৭ ঘণ্টা পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক

স্টাফ রিপোর্টার : ঘন কুয়াশার কারণে সাত ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ৭টার দিকে কুয়াশার ঘনত্ব কমে এলে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়। এর আগে গত রোববার দিবাগত রাতে কুয়াশার কারণে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। রাত ১২টার দিকে কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় পুরো নৌপথ। এতে দুর্ঘটনা এড়াতে কর্তৃপক্ষ ফেরি চলাচল বন্ধ রাখে। কুয়াশার কারণে দৌলতদিয়া ঘাটে দুটি ফেরি লোড অবস্থায় অপেক্ষায় থাকতে হয়। ফলে যাত্রী ও যানবাহন চালকদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) দৌলতদিয়া ঘাট শাখার সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. সালাহউদ্দিন বলেন, কুয়াশার ঘনত্ব কমে আসার পর সকাল ৭টা থেকে ফেরি চলাচল পুনরায় শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে রাত ১২টা থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল।

সম্পাদকীয়

খেলাপি ঋণ আদায়ে করণীয়

যেকোনো দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো ব্যাংক বা আর্থিক খাত। এ খাতের সুস্থ বিকাশ অর্থনীতির জন্য সুফল বয়ে আনে। যে দেশের ব্যাংক খাত যত বেশি নিয়মতান্ত্রিক সে দেশ তত দ্রুত সমৃদ্ধ হয়যেকোনো দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো ব্যাংক বা আর্থিক খাত। এ খাতের সুস্থ বিকাশ অর্থনীতির জন্য সুফল বয়ে আনে। যে দেশের ব্যাংক খাত যত বেশি নিয়মতান্ত্রিক সে দেশ তত দ্রুত সমৃদ্ধ হয় এবং অর্থনীতি সচল থাকে। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে খেলাপি ঋণ। মূলত খেলাপি ঋণের কারণেই ব্যাংকে ব্যাংকে তারল্য সংকট দেখা দিয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে এটি চলমান আছে। খেলাপি ঋণ থেকে মুক্তি বা এর প্রকোপ কমিয়ে আনার মধ্যে নিহিত আছে আর্থিক খাতের সমস্যা সমাধানের উপায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর শেষে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ২ লাখ ৮৫ হাজার কোটি টাকা, যা মোট ঋণের প্রায় ১৭ শতাংশ। এ সংখ্যার সঙ্গে কোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ নেয়া ঋণ ও অবলোপনকৃত ঋণ যোগ করা হলে পরিমাণটা আরো অনেক বেশি। অনেকের মতে, এর পরিমাণ ৬ লাখ কোটি টাকার বেশি। গত আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০২৪ সালের তৃতীয় কোয়ার্টারে প্রায় ৭৪ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ বেড়েছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক খেলাপি ঋণের সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনেছে এবং যদিও এটি কার্যকর হবে ২০২৫ সালের মার্চ থেকে। বর্তমান খেলাপি ঋণের সংজ্ঞায় কোনো ঋণ ছয় মাস অনাদায়ী থাকলে খেলাপি হয় (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদি ঋণ নয় মাস) কিন্তু নতুন সংজ্ঞায় সব ধরনের ঋণে তিন মাস অনাদায়ী থাকলে খেলাপি বলে গণ্য হবে। এ নতুন সংজ্ঞায় বিপুল পরিমাণ ঋণ খেলাপি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংক আইনি ব্যবস্থা নেয়। তথ্যমতে, গত মার্চের শেষে অর্থঋণ আদালতে দেশের ৬০টি ব্যাংকের মোট মামলার সংখ্যা ২ লাখ ৭ হাজার ৭৯৩। প্রায় ২ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা আদায় করার জন্য ব্যাংকগুলো এসব মামলা করেছে। ঋণ প্রধানত খেলাপি হয় ঋণের ঝুঁকি পর্যালোচনার দুর্বলতায়, সঠিক কাঠামো মেনে ঋণ প্রদানের অক্ষমতায়, ঋণের বিপরীতে সঠিক ও কার্যকর জামানতের অভাব থাকলে বা ব্যবসায়ের ক্যাশ ফ্লো ঋণ ফেরতের জন্য পর্যাপ্ত না হলে। আমাদের দেশে অবশ্য রাজনৈতিক আনুকূল্যে প্রদত্ত ঋণ বা আদিষ্ট হয়ে ঋণ প্রদানের পরিমাণটাও কম নয়। বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত কিংবা সরকার-ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোয় এ ঘটনা বেশি ঘটে। খেলাপি ঋণের আরেকটি খারাপ দিক হচ্ছে এটি নিজে তো আয় করতেই পারে না, বরং এটি ভালো ঋণের মাধ্যমে অর্জিত আয়কেও গ্রাস করে নেয়। অর্থাৎ এটি দুইভাবে ব্যাংকের ক্ষতি করেঃপ্রথমত সে নিজে অনুপার্জনক্রম হয়ে পড়ে এবং দ্বিতীয়ত ভালো ঋণের আয়ে ভাগ বসায়। তাই খেলাপি ঋণ ব্যাংকের জন্য সর্বদা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খেলাপি ঋণ নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখার জন্য তাই ব্যাংকগুলোকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। অন্য কথায় বলা যায় খেলাপি ঋণ ক্যান্সারের মতো। যত দ্রুত সম্ভব এর বিস্তার রোধ করতে হবে। প্রথমত, নতুন করে যেন আর ঋণ খেলাপি না হয় তার জন্য পরিকল্পিতভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে অর্থাৎ ভালো গ্রাহক নির্বাচনে ঋণদাতাদের সচেষ্ট হতে হবে। অন্যদিকে খেলাপি ঋণ আদায়ে ব্যাংকগুলোকে পথ খুঁজতে হবে। খেলাপি ঋণ আদায়ে প্রয়োজনে বিশেষ কমিশন গঠন করা যেতে পারে। খেলাপি ঋণ আদায়ে আইনি প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার ব্যবস্থা করা। আমাদের দেশে দেখা যায়, অর্থঋণ আদালত বা নিম্ন আদালত কোনো একটি সিদ্ধান্ত দেয়ার পর গ্রাহক উচ্চ আদালতে রিট করে বসে থাকল। এভাবে দিনের পর দিন চলতে থাকল। এ ব্যবস্থারও পরিবর্তন দরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে চাইলেও রিট করা যাবে না তা নির্ধারণ করে দেয়া দরকার। অর্থঋণ আদালতের পরিসর বাড়িয়ে দ্রুত মামলাগুলো নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খেলাপি ঋণ আদায়কারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের সামাজিকভাবে বর্জন করতে হবে। কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তাদের আমন্ত্রণ জানানো যাবে না। পাসপোর্ট জব্দ করে রাখতে হবে। খেলাপি ঋণ গ্রাহক এবং তার পরিবার যেন নতুন কোনো সম্পদ আহরণ করতে না পারে সে জন্য ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বিদ্যুৎ, পানিসহ সকল প্রকার ইউটিলিটি সুবিধা বাতিল করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। খেলাপি ঋণগ্রহীতা, তার প্রতিষ্ঠান এবং তার পরিবাবের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব জব্দসহ যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি ব্যাংকের অনুকূলে হস্তান্তর করা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সম্পদ বিক্রি করে পুরো ঋণের অর্থ আদায় করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে অন্যান্য দেশী-বিদেশী স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে তা বিক্রি করার উদ্যোগ নিতে হবে। প্রচলিত আইনে সেটা সম্ভব না হলে আইন পরিবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে। সিন্ডিকেট ঋণ দেয়ার মতো করে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সিন্ডিকেট করে ব্যাংকগুলোকে খেলাপি ঋণ আদায়ে এগিয়ে আসতে হবে। মোদ্দা কথা খেলাপি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারের সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতা এক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক। সরকারকে কঠোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। সরকার আন্তরিক হলে খেলাপি ঋণ সমস্যা সমাধান খুব কঠিন হবে না। যেহেতু বর্তমানে খেলাপি ঋণ অত্যধিক বেড়ে গেছে তাই আগামী তিন বছর খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য একটি বিশেষ কোর্ট পরিচালনা করা যেতে পারে। দেশের অর্থনীতির প্রয়োজনে এখনই এটি করা দরকার।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান বন্ধ করুন

বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি বা কোনো ছোটখাট দোকানে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার নাস্তা সারছি। কিন্তু স্বস্তিতে একটু দাঁড়াবো বা খাবো সে পরিবেশ নেই। চারপাশ থেকে ভেসে আসছে নিকোটিনের ধোঁয়া। ভাবলেশহীনভাবে ধূমপান করে যাচ্ছেন তারা। অধূমপায়ী হয়েও একপ্রকার বাধ্য হয়েই গ্রহণ করতে হচ্ছে সিগারেটের বিষাক্ত নিকোটিন। আমার মতো ডাস্ট অ্যালার্জির রোগীর জন্য তা অত্যন্ত অস্বস্তিকর ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণ। পাবলিক প্লেসে ধূমপানে অনধিক ৩০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান থাকলেও তার কোনো কার্যকারিতা দৃশ্যমান নয়। এতে প্রায় প্রতিদিনই শিশু, নারী, বৃদ্ধাসহ সববয়সের অধূমপায়ীরা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির পাশাপাশি বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন। সম্প্রতি এক গবেষণায় ধূমপানের কারণে বাংলাদেশে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার খবর উঠে এসেছে। জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষায় ও পাবলিক প্লেসকে সবার জন্য উপযোগী করার লক্ষ্যে পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জরিমানা একহাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হোক এবং এ আইন বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের ১০০ গজের মধ্যে সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গে বড় অংকের জরিমানা নির্ধারণ করা হোক। তামাকজাত দ্রব্য সহজলভ্য হওয়ায় অল্পবয়সেই শিক্ষার্থীরা তামাকে অভ্যস্থ যেমন হচ্ছে, তেমনি তামাকের টাকা যোগাড়ে নানা অপরাধেও জড়াচ্ছে। বর্তমান বাস্তবতায় কিশোর গ্যাং নামক সামাজিক অপরাধ সংঘের ভিত্তিই রচিত হয় দলবদ্ধ সিগারেট সেবন থেকে। মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স, কিশোর গ্যাং নিমূর্লের উদ্যোগে সফলতা অর্জন করতে হলে এই দুইয়ের ভিত্তি ধূমপানকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পাশাপাশি মানুষকে ধূমপানের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কথা জানিয়ে সচেতন করতে সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের নব্বই শতাংশ জুড়ে তামাকের ক্ষতিকর দিকটি তুলে ধরার উদ্যোগ নিতে হবে। পাবলিক প্লেসসহ সর্বত্র ধূমপান রোধে সরকারের আন্তরিক পদক্ষেপ সময়ের দাবি।

বুদ্ধিজীবীর সেকাল-একাল

খান মাহবুব

মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ঢাকা শহরে হামলা কেন্দ্রীভূত করার বড় কারণ ছিল বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার উৎসভূমিতে আঘাত। শত্রুরা জানত, আমাদের কেন্দ্র কোথায় এবং কোথায় আঘাত করলে ফল ভালো পাওয়া যাবে। জাতির মনস্তাত্ত্বিক মেরুদণ্ড বাছাই করেই সেদিন আঘাত করা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সঙ্গে পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আঘাত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের যৎসামান্য নিজস্ব সমর শক্তিতে। প্রাণ ক্ষয়, সম্পদ ক্ষয়ের সঙ্গে যদি উর্বর মস্তিষ্কগুলোর নাশ করা যায়, তাহলে পোয়াবারোঃ এ বোধ থেকে ২৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আক্রমণের নিউক্লিয়াস হিসেবে টার্গেট করা হয়।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে আক্রমণ করে শিক্ষার্থীদের দেহনাশের মাধ্যমে বাঙালির আগামীকে ধ্বংস করার একটা বহুরৈখিক জালের বুনন ছিল। ২৫ মার্চ বেশকিছু শিক্ষক আক্রান্ত হন। তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, পরিসংখ্যানের শিক্ষক অধ্যাপক মনীরুজ্জামান অন্যতম। এরপর স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে ১৪ ডিসেম্বর ব্যাপক হারে বুদ্ধিজীবী হত্যার মাধ্যমে জাতির ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুঙ্গুত্বের পরিকল্পনা করেছিল পাকিস্তানি সেনারা। কিন্তু, এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বুদ্ধিজীবী হত্যার একটা নিয়মিত কার্যক্রম ছিল। শুধু ঢাকা নয়, ঢাকার বাইরেও এই কার্যক্রম চলেছে সমতালে। যদিও ঢাকার বাইরের হত্যাকাণ্ডগুলো আজও আলোচনার টেবিলে সর্বাংশে গুরুত্ব পায়নি। এমনকি, শুধু ২৫ মার্চকে ভিত্তি ধরলেও বোধকরি শহীদ বুদ্ধিজীবীর তালিকার শুরুর তারিখটা সঠিক নয়। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্রনেতা আমানুল্লাহ, আসাদুজ্জামান, ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে অধ্যাপক শামসুজ্জোহার আত্মদানকে শহীদ বুদ্ধিজীবীর তালিকায় গুণবিচারেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আসাদের মৃত্যুর পর জন-মানুষের বুলন্দ স্লোগানে জোয়ার এসেছিল- 'আসাদের মন্ত্র জনগণতন্ত্র'। এই স্লোগান ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে জনযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতার পথ তৈরি করে।

মাঠের গোলা-বারুদের জনযুদ্ধ দৃশ্যমান, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক লড়াইটা হয় গহীন থেকে। সেই লড়াই হয় বুদ্ধিবৃত্তিক, যা পরিচালিত হয় অধিক ঊর্বর মস্তিষ্ক থেকে। জনপদের বুদ্ধিজীবীরা প্রধানত এই লড়াই করে থাকেন। মগজের এই লড়াইয়ের যোগসূত্রের পূর্বাপর বিষয় থাকে অনেক গভীরে।১৪ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন অধ্যাপক গোবিন্দ দেবকে হানাদার বাহিনী ধরে, সেই দুর্যোগময় মুহূর্তে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে ঘাতকের দিকে আঙুল তুলে তিনি উচ্চস্বরে বলেছিলেন, 'এড়ড়ফ ৎবহংব' বা শুভবুদ্ধির কথা। সমাজে শুভবুদ্ধির এমন প্রয়োজন বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে পারেন।

১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবীদের যে শ্রেণিচরিত্র আমরা অবলোকন করি, সেক্ষেত্রে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী ঠিকানা খোঁজার সংগ্রামে মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে ছিলেন। কিছু বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানিদের পক্ষ নিয়েছিলেন। এরা পাকিস্তান সৃষ্টির পরও বিশেষত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির স্বসংস্কৃতিতে ঘরে ফেরার প্রবল জোয়ারকালেও ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য পাকিস্তানের তাবেদারি করেছে। ইতিহাস যেহেতু অনিবার্যভাবে সত্যাশ্রয়ী, সেই সত্যের জমিনে দেখা যায় বুদ্ধিজীবীদের বিকার পাকিস্তান পর্বেও ছিল। এরা সব সময় জিন্নাহ, ভুট্টো, আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খানকে সমর্থন দিয়েছেন। স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে স্বাগত জানিয়ে আওয়াজ তুলেছেন- 'ইয়া হাবিবে আইয়ুব খান, তুম বাচানে পাকিস্তান।'

তবে, প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলের সহনশীল ও সংশ্লেষাত্মক সাংস্কৃতিক ধারা দ্রুত পাল্টে দিয়ে সাম্প্রদায়িক চেতনা দমিয়ে রেখে বাঙালি জাগরণের বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হয় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে। গুটিকয়েক মানুষ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের জনযুদ্ধের বহুমাত্রিক ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল প্রণিধানযোগ্য। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, পত্র-পত্রিকা, গণমাধ্যমসমেত বুদ্ধিজীবীদের আওয়াজ যুদ্ধের দামামায় মুক্তিকামীদের সঙ্গে একাত্ম ছিল। মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের জনযুদ্ধের স্বপক্ষে একীভূত হওয়ার বেদীমূল পূর্বের ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের পথ প্রবাহের ফল।ব্রিটিশ শাসনের উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিক হলো বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা জগতে বিস্ফোরণের অভূতপূর্ব প্রসার। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ থাকলেও বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়বাদিতার একটি চর্চা ছিল, যা মুক্তিযুদ্ধে ইতিবাচক প্রভাব রেখেছিল। আমরা যদি মুক্তিযুদ্ধ পর্বের বুদ্ধিজীবীদের তালিকা পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে সহজেই অনুমেয় যে, প্রত্যেকেই মনন ও চর্চার ক্ষেত্রে অনন্য ছিলেন। ব্যক্তি মানুষের আদলে অনেকের প্রতিষ্ঠানের মতো ভিত্তি ছিল চিন্তা, দর্শন, স্বকীয়তা ও কর্মে। তাদের কর্মদ্যুতিতে কেবল সমকালের জাতির চলার দিশাই ছিল না, ভাবীকালের পথনির্দেশ ছিল। ষাটের দশকে ভাষা আন্দোলনের পরবর্তীকালে বাঙালির মনোভুবনে দেশত্মবোধের প্রাণপ্রদীপ জ্বলে উঠেছিল। এ কাজে বুদ্ধিজীবীদের কর্মপ্রয়াস গুরুত্বপূর্ণ, যা মুক্তিযুদ্ধে সোনালি ফসল ফলিয়েছে। এই শস্যক্ষেত্র নষ্ট করার জন্যই পাকিস্তানিরা বুদ্ধিজীবীনিধন চালায় সুদূর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে।

পাকিস্তানপর্বে মনোভুবনে প্রদীপের শিখায় সঞ্জিবনীর প্রবাহ রেখেছেন বুদ্ধিজীবীরা। তখন বুদ্ধিজীবীদের কর্ম ও দর্শনের জায়গায় একাগ্রতা ও নির্মোহতা ছিল। ব্যক্তি সুবিধা, পরশ্রীকাতরতায় নিজের কর্ম ও কথার গতি তারা পরিবর্তন করতেন না। এজন্য জনসমাজে তাদের প্রতি আস্থার জায়গা তৈরি হয়েছিল, যা স্বাধীনতার পাঁচ দশকে ম্রিয়মাণ হয়েছে। দলকানা, লুপেন শ্রেণির বুদ্ধিজীবী স্বাধীনতাপূর্ব সমাজযন্ত্রে জেঁকে বসতে পারেনি। দলদাস বুদ্ধিজীবীর শ্রেণি চরিত্র তখন দৃশ্যমান ছিল না।

সংস্কৃতি যেহেতু মানুষের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ব্যবহারিক শিল্প দ্রব্যসামগ্রী, কারিগরি প্রণালী, ধারাসমূহ, অভ্যাস ও মূল্যবোধ দ্বারা তাড়িত; তাই মুক্তিযুদ্ধ- পরবর্তী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর স্বার্থবাদী চরিত্রে বুদ্ধিজীবীরাও সামিল হয়েছেন, ইতিহাস সে সাক্ষ্য দেয়। বুদ্ধিজীবী যেমন রাজনীতি, সমাজচিন্তা, দর্শন ও ধর্মে বিভক্ত হয়ে একপেশে হয়েছেন, পাঁচ-ছয় দশক আগে অবস্থা এতটা নাজুক ছিল না। সমাজপ্রবাহ ক্রিয়ায় সে সামাজিক উন্নয়ন প্রাচীনকাল থেকে বুদ্ধিজীবীদের একটা ইতিবাচক ভূমিক ছিল। প্রাচীনকালে বাংলায় আর্য, অনার্য, বৌদ্ধ, জৈন, বাক্ষণ্য, বৈষ্ণব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিকাশ ধারায় বুদ্ধিজীবী তথা সুশীলদের ঐক্যতার প্রয়াস ছিল। সামাজিক উদারতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা রাষ্ট্রযন্ত্রের সমতালে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিরাজমান ছিল। মধ্যযুগে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হলে সুফি-দরবেশরা ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করলে হিন্দু বিদ্বান, পণ্ডিত ও কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন বখতিয়ার খলজি। এ সময় সকল ধর্মের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মানুষদের মাঝে একটা অদৃশ্য বোঝাপড়া ছিল, যা সমাজকে মান্য ও মানবিক করার জ্বালানি সরবরাহ করত।

'দ্বি-জাতিতত্ত্বের' ভিত্তিতে পাকিস্তান হলেও পূর্ববঙ্গে সেক্যুলার সমাজ বির্নিমাণে বুদ্ধিজীবীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল। মুক্তিযুদ্ধে পর্বে জাতীয় জাগরণ ও ঐক্যে বড় রশদ সরবরাহ করেছেন এই বুদ্ধিজীবীরাই। কিন্তু, আজ বুদ্ধিজীবী, সুশীলড় এসব সমার্থক অর্থে সমাজে আদৃত নয়। বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন ইস্যুতে শিরদাঁড়া সোজা করে ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ বলেন না। যেটুকু বলেন, কায়দা করে, কূল রক্ষা করে। এজন্য বুদ্ধিজীবীদের সম্মানের জায়গাটা সমাজে ক্রমক্ষয়িষ্ণু।

মোটাদাগে, মুক্তিযুদ্ধপর্বে বুদ্ধিজীবী হত্যা বলতে ১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছিল, আমরা সেটুকুর ভেতরেই থাকি। মূলত, ২০২১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় 'শহীদ বুদ্ধিজীবী' বলতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত সময়কালে যেসব বাঙালি সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলীসমেত বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মে যুক্ত ব্যক্তি, যারা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে অবদান রেখেছেন, কেবল তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে দখলকারী পাকিস্তানি বাহিনী কিংবা তাদের সহযোগীদের হাতে শহীদ কিংবা ওই সময়ে চিরতরে নিখোঁজ হয়েছেন, তারা শহীদ বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বীকৃত। শহীদ বুদ্ধিজীবী পরিসর বৃহৎ আঙ্গিকে বিবেচনার প্রয়াস রয়েছে। বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'শহিদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ (১৯৯৪)' থেকে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধে ২৩২ জন বুদ্ধিজীবী নিহত হয়েছেন। তবে, তালিকায় অসম্পূর্ণতার কথাও একই গ্রন্থে স্বীকার করা হয়। বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিটির প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, সেই হত্যাকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড পাকিস্তানি জেনারেল রাও ফরমান আলী পূর্ববঙ্গে ২০ হাজার বুদ্ধিজীবীকে হত্যার নীলনকশা একেঁছিলেন। যদিও সেই মোতাবেক হত্যাযজ্ঞ করতে পারেননি। অর্থাৎ, এ দেশে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা বা প্রজন্মকে মেধাশূন্য করার বিশদ পরিকল্পনা ছিল তাদের। এজন্যই বুদ্ধিবৃত্তিক বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে টার্গেট করা হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনারা দেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় নির্ভুলভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রমনষ্ক বুদ্ধিজীবীদের বাছাই করে আঘাত হেনেছে।

ঢাকার বাইরে বুদ্ধিজীবীনিধনের সার্বিক চিত্র না থাকলেও জেলাওয়ারী তথ্য অনুযায়ী, মোট নিহত বুদ্ধিজীবী ৯৮৯ জন। যদিও এই তথ্যের মান্যতায় দ্বিমত আছে। সংখ্যাতাত্ত্বিক ক্ষয়-ক্ষতির চাইতে গুণতাত্ত্বিক ক্ষতি বুদ্ধিজীবী হত্যার মাধ্যমে কতটা হয়েছিল, তার মাশুল আমরা আজো গুনছি। মুনীর চৌধুরী, গোবিন্দ দেব, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার, সিরাজুদ্দীন হোসেন, আলতাফ মাহমুদ, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা প্রমুখের দেহনাশ হলেও দ্যুতি আজো বিরাজমান। সাম্প্রতিক সময়ে যারা বুদ্ধিজীবীর নানামাত্রিক তকমা ধারণ করে আছেন, সমাজ প্রবাহে তারা কতটুকু প্রভাবক? এ প্রশ্নের উত্তর আর যাই আসুক, বুদ্ধিজীবীদের জন্য সুখকর বার্তা বয়ে আনবে না। আজ সমাজ প্রগতির কথা বলা হয়, কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা কেন সমাজে চেতনার জাগরণে ভেদহীন কর্মপ্রয়াসে যুক্ত হতে পারছেন না, সে প্রশ্ন তাদের কাছে থেকেই যাবে।

বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পূর্বকালে কেবল মুক্ত মননের চর্চাই ছিল না, সুবিধাবাদী সাংস্কৃতিক দালালরা পাকিস্তান সরকারের প্রস্তাবিত তহজিব ও তমদ্দিনের প্রচারে আপ্রাণ প্রযত্ন করেছেন। তবে, সাম্প্রদায়িক সংস্কার ও তার মোহ ত্যাগ না করলে যে ভূমিজ সংস্কৃতিসাধক হওয়া যায় না, এমন প্রচার ছিল বাঙালি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মাঝে। শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সেই বার্তার সোনালি ফসল ফলেছে।

১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া খান ধর্মীয় শিক্ষার আদলে একটি শিক্ষানীতির প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মাঠের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আন্দোলনের চাইতে বুদ্ধিজীবীদের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির দাবি ফলপ্রসূ হয়েছিল। কারণ, তখন বুদ্ধিজীবীদের আওয়াজের জোর ও ঐক্যতান ছিল। এজন্যই মুক্তিযুদ্ধপর্বে পাকিস্তানিরা বুঝেছিলেন, এ জাতির কণ্ঠ রোধ করতে চাইলে বুদ্ধিজীবী নিধন সবচেয়ে মোক্ষম দাওয়াই। এজন্য বুদ্ধিজীবীনিধনে তারা বদ্ধপরিকর ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী দীর্ঘ পথপরিক্রমায় রাজনীতির মাঠের আন্দোলনেও বুদ্ধিজীবীদের সম্পৃক্ততা ছিল। বিশেষ করে, ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের দার্শনিক বেদি প্রস্তুত করা, ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের মেনিফেস্টো রচনা, ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলনের দাবিনামা থেকে ১৯৬৬-এর ছয় দফার মুশাবিদা করেছিলেন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠি। আজ প্রশ্ন উঁকি দেয়, ৫ আগস্টের পট পরিবর্তনে বুদ্ধিজীবীদের কতটুকু অংশীজন করা যায়? অথচ সাধারণ মানুষ আশা করে, বুদ্ধিজীবীরা গণমানুষের কথা বলবেন এবং তাদের চিন্তার প্রকাশ ঘটবে বুদ্ধিজীবীদের কর্মে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজজীবনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এবং ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতাকেন্দ্রিক যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণি সৃজন হয়েছিল, তাতে পূর্ববঙ্গের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিভাত হয়নি। পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মানুষ কলিকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের তালিকাভুক্ত হতে পারেননি সামগ্রিকভাবে। বরং, পাকিস্তান আমলে পশ্চিমাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় এগিয়ে যায়। যারা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম ক্রীড়নক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই একটি জাতির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, ধর্মীয় বোধ, চিন্তাধারায় আগ্রাসন, সংমিশ্রণ, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সমন্বয় সাধন হয়। এ কাজের মূল কারিগর বুদ্ধিজীবী শ্রেণি। ইতিহাসের বাঁকবদলের অনেক ঘটনাপ্রবাহে নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে স্মারক স্তম্ভ হয়ে থাকে, যেমনটা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। আজ বুদ্ধিজীবীরা কর্মেগুণে অনেকটা জনবিচ্ছিন্ন। যদি তারা সমাজের বাতিঘরে সমাসীন হতে চান, তবে সেই পথের দিশা তাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। কেননা, তারাই তো অন্ধকারে আলোর প্রদীপ। সেই প্রদীপের প্রদীপ্ত শিখার বিচ্ছুরণ দেখতে পথ চেয়ে রই!

লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক, খণ্ডকালীন শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চিকিৎসা সুবিধায় ব্লকেড অতঃপর সমাচার

সালাহউদ্দিন বাবর

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি হাসপাতাল ও কিছু চিকিৎসক সম্প্রতি ঘোষণা দেন, তারা আর বাংলাদেশী রোগীদের চিকিৎসাসেবা দেবেন না। এটি অবশ্য মুদ্রার এক পিঠ। তবে আরো একটি পিঠও আছে। সেই আলোচনা আপাতত থাক। বর্জনকারী সেই হাসপাতাল ও চিকিৎসকদের মান ও সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন না তোলা ভালো। তাদের প্রতি বাংলাদেশী হিসেবে আমাদের রইল সাধুবাদ। কেননা, তাদের এই অস্বীকৃতি, আমাদের বুঝতে সাহায্য করছে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষিতা কাটিয়ে ওঠা কতটা জরুরি। স্থানীয় চিকিৎসাব্যবস্থার গুণ-মান বাড়ানোসহ চিকিৎসকদের আচার-ব্যবহারে উন্নত করতে না পারা আমাদের জন্য কতটা বিপদের। আমাদের বর্তমান চিকিৎসাব্যবস্থার গুণ-মান নিয়ে দেশের মানুষের মধ্যে আস্থার ঘাটতিতে রোগমুক্তির জন্য তারা ভারতে যাচ্ছেন। সেখানে চিকিৎসা নিতে ব্যয় করতে হয় কষ্টার্জিত বিপুল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা। তাই কাঙ্ক্ষিত মানের স্বাস্থ্যসেবা না থাকার লজ্জার সাথে সাথে একটি অর্থসংক্রান্ত বিষয়ও জড়িত। সে জন্য এসব সমস্যা থেকে উত্তরণ নিয়ে এখনই ভাবতে হবে।ভারতীয় হাসপাতাল ও চিকিৎসকদের 'ব্লকেড' তুলে নেয়ার কোনো আর্জি-আকুতি জানানোর প্রয়োজন নেই বলে অনেকে মনে করেন; বরং বিকল্প খুঁজতে হবে। পরমুখাপেক্ষিতা থেকে স্বাবলম্বী হওয়ার যত অনুশীলন আছে, সেটি দ্রুত রপ্ত করতে পারাই হবে উত্তম। সব দিক থেকে স্বয়ংসম্পন্ন হওয়ার যে উদ্যোগ-উদ্যম এখন সর্বত্র লক্ষ করা যাচ্ছে, চিকিৎসাব্যবস্থাকেও তার সারথি করতে হবে। একটি সমর্থহীন দেশকে কেউ শ্রদ্ধা করে না। অস্বীকার করার জো নেই, অনেক দিন ধরে বাংলাদেশী রোগীরা উন্নত চিকিৎসাসেবা পেতে ভারতে যাচ্ছেন। সেখানে ভালো চিকিৎসাসেবা পানও। বিশিষ্ট ভারতীয় চিকিৎসক দেবী শেঠিসহ অনেক ভারতীয় ডাক্তার বাংলাদেশীদের যত্ন নিয়ে চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন। বাংলাদেশের মানুষ তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তবে যারা ব্লকেডের ঘোষণা দিয়েছেন, তাদের কাছে কতজন বাংলাদেশী কবে চিকিৎসা নিতে গিয়েছেন বা কে যাননি, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। যদি গিয়ে থাকেন, চিকিৎসা নিয়ে থাকেন, প্রশ্ন হলো তারা কি প্রদেয় সেবার বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করেননি। প্রচলিত একটি কথা আছে, 'ফেলো কড়ি মাখো তেল তুমি কী আমার পর'। বাংলাদেশের অনেকে এমন ব্লকেডে একটি রাজনৈতিক 'বদ্বু' (দুর্গন্ধ) টের পাচ্ছেন। 'অসাম্প্রদায়িক ভারতের' সেসব হাসপাতাল ও চিকিৎসকের বাংলাদেশ বর্জন এখন যদি কেউ সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট বলে ধরে নেন, সেটা নিয়ে বলার কিছু কি থাকবে? এমন বর্জনের পিছনে রাজনৈতিক 'বদ্বু' এবং স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে যে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে; এর পেছনের একটি গল্প রয়েছে। তা হলো, বাংলাদেশের মানুষের ন্যায্য অধিকার হরণকারী এক স্বৈরাচারীর শাসনের অবসান ঘটানোয় ভারতের কেউ বড্ড বেশি চোট (ব্যথা) পেয়েছেন। আর বর্জনকারীরা বাংলাদেশের আত্মস্বীকৃত এক অপরাধীর ধর্ম পরিচয় পেয়ে এখন কাতর হয়ে পড়েছেন। আমাদের ভারতের কিছু বিষয় নিয়ে চোট ও কাতরতা নেই, তা বলব না। তবে ওই সব নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ আবেগ ও চেতনা ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন। কারণ, অনধিকার চর্চা-পরচর্চা কখনো ভালো কিছু বয়ে আনে না।এসব বিষয় নিয়ে আর কথা না বাড়িয়ে বরং আসল কথায় আসা যাক, নিজেদের চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয়ে আত্মঅনুসন্ধান করা, ওই আলোকে সামনে এগোনোর পথ অনুসন্ধান করাই হবে সময়ের সদ্ব্যবহার। এ বিষয়ে কথা না বাড়িয়ে বরং আমাদের চিকিৎসাব্যবস্থার কিছু দুর্বলতা নিয়ে সামান্য কিছু কথা 'বার্ড ডিউর' মতো করে বলার চেষ্টা করা যাক। এ কথা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই যে, আমি অতি ক্ষুদ্র একজন সংবাদপত্রসেবী। এমন এক জটিল বিষয়ে কোনো চিকিৎসাবিজ্ঞানী কিছু লিখলে তা হতো অনেক উমদা (সমৃদ্ধ)। সেটি হতো প্রয়োজনী একটি রচনা। যেহেতু সংবাদসেবীরা সবসময় ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করেন। তাই কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটলে তা নিয়ে দু'লাইন লেখার লোভ সামলাতে পারেন না, তা ছাড়া সাংবাদিকরা কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন, তবে পেশাগত কারণে তাদের অল্পবিস্তর সবদিকে নজর রাখতে হয়। আমরা 'লেম্যান' সে জন্য চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে অভিজ্ঞতা না থাকা স্বাভাবিক। যাই হোক, যে কারণে প্রতি বছর দেশের বিপুল অঙ্কের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ভারতসহ বিভিন্ন দেশ দিয়ে আসতে হয় সে জন্য কিছু খোটাও শুনতে হয়।

মানুষের ৫ মৌলিক অধিকারের একটি, চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার অধিকার। বিগত ৫৩ বছরে আমরা কি তার কোনো একটি পূরণ করতে পেরেছি। এ জন্য নিকট অতীতের কোনো কর্তৃপক্ষের এতটুকু গ্লানি বোধ ছিল না। অথচ অতি সম্প্রতি দেশের মানুষ সুনির্দিষ্টভাবে জনগণ জানতে পারলেন, প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে অপ্রয়োজনে বাংলাদেশ থেকে লাখ লাখ কোটি টাকা পাচার, আত্মসাৎ, অপচয় করা হয়েছে। বিশেষ করে সদ্য পতিত সরকার নিজেদের ক্ষমতা রক্ষার স্বার্থে এ জনপদের অপুষ্টিতে ভোগা হার জিরজিরে মানুষের পাই পাই করে জমানো টাকা 'মিস হ্যান্ডেলিং' করে পানিতে ফেলেছে। যারা এসব করেছেন, তারা একবারও কি ভেবেছেন, দেশে লাখো মানুষ চিকিৎসা না পেয়ে প্রতিনিয়ত মরছেন। আর শাসকেরা নিজেরা নিজেদের বিবেকবান ও দারিদ্র্যবিমোচনের সৈনিক, মানবতার বন্ধু হিসেবে সবসময় আত্মপ্রচারে ব্যস্ত থাকতেন। তাদের বৈষম্যমূলক আচরণে ক্ষোভে দুঃখে এবং ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এখন হাজারো মানুষ পতিত সরকারকে ধিক্কা দিচ্ছেন।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে, ৫৩ বছরে দেশের ৫টি মৌলিক অধিকারের একটিও পূরণ করা সম্ভব হয়নি। এসব নিয়ে অতীতের সরকারের ন্যূনতম কোনো সদিচ্ছার প্রমাণ পাওয়া যাবে না। দেশে অনেক সরকারি-বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে, বহু সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল হয়েছে ঠিকই, সেই হাসপাতালগুলোর এবং চিকিৎসকদের গুণ-মান নিয়ে কখনো কি কোনো নিরীক্ষা হয়েছে বলে কেউ শুনেছেন। তবে এ বাবদ বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এমন খবর আছে যে, সেখানে অপচিকিৎসা হয়েছে, রোগীদের ভোগান্তি হচ্ছে। একই সাথে এ প্রশ্নও উঠেছে, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্র নিকট অতীতে কতটা অর্থ খরচ করেছে। একই সাথে জনগণ এটাও জানতে চাইবেন, চিকিৎসার সাথে সংশ্লিষ্ট জনশক্তির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাথাপিছু হারটা কত। যত দূর জানা যায়, সেটা মোটেও উল্লেখ করার মতো নয়। তা ছাড়া যতটুকু অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে, তা থেকে কতটা লুটপাট হয়েছে, তার হিসাব কেউ কি জানেন? গত সাড়ে ১৫ বছর তো কম সময় নয়, এ সময় দেশে লুটপাটতন্ত্র ভয়াবহভাবে প্রসারিত হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে সেবার মান ক্রমাগত অবনতি হয়েছে। আর তার ফল ছিল এ দেশের রোগীদের ভারতে চিকিৎসা নেয়ার ক্ষেত্রে নেমেছিল ঢল।এমন সব অব্যবস্থার কোনো জবাবদিহি ছিল না। তা হলে প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিরা কি জবাবদিহির ঊর্ধ্বে থাকবেন? দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো সাড়ে ১৫ বছরে দেশের কোথাও কোনো জবাবদিহির সংস্কৃতির চর্চা ছিল না। এমনকি সেই সংস্কৃতি গড়ার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টাও ছিল না। পতিত সরকার জবাবদিহিকে ভাবত নিজেদের স্বেচ্ছাধীন চলার পথে বাধা। চব্বিশের বিপ্লবের পর অনেক কিছু পাল্টেছে এবং পাল্টানোর চেষ্টা চলছে। অবশ্য পাল্টে দেয়া কাজটা খুব সহজ নয়, বড্ড কঠিন। মন্দের ভালো এটা যে, সর্বত্র অনেক কিছুর সূচনা লক্ষ করা যাচ্ছে। যা ৫৩ বছরে হয়নি, এটা যেমন ঠিক, তেমনি এটাও ঠিক যে সদিচ্ছা থাকলে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নয়। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, 'এ গুড বিগিনিং ইজ হাফ ডান'। সে জন্য সূচনা করতে হবে সুচিন্তিতভাবে। দেশে সাধারণ চিকিৎসা হলেও জটিল চিকিৎসা তেমন একটা করা যাচ্ছে না। মানুষও এমন সব চিকিৎসা দেশে করানো নিয়ে অনাস্থায় ভুগছেন। এর পেছনে দুই কারণ বিদ্যমান। প্রথমত, মানোত্তীর্ণ চিকিৎসকের অভাব ও ব্যবস্থার সর্বশেষ অগ্রগতি নিয়ে হালনাগাদ না থাকা তাদের আচার-আচরণ নিয়ে রোগীদের অসন্তুষ্টি ও চিকিৎসাকেন্দ্রের অধিকাংশের সর্বাধুনিক সাজসরঞ্জামের বিপুল ঘাটতি। এ ক্ষেত্রে সরকারি কর্তৃপক্ষেরও অসহযোগিতার অভিযোগ আছে। তবে সুখের বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের বহু ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বিশ্বমানের ওষুধ প্রস্তুত করছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুমুল প্রতিযোগিতা করে ওষুধ রফতানি করতে সক্ষমতা অর্জন করেছে। প্রয়োজনীয় প্রায় সব অ্যালোপেথিক ওষুধ দেশে উৎপাদন হয়। এটা অবশ্যই গৌরবের। এ বিষয়ে দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতে হয়তো আরো সুযোগ তৈরি হবে নতুন করে ভাবনা ও ব্যবস্থা নেয়ার। বিপ্লবের পর অনেক ক্ষেত্রে সংস্কার শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতটা বাদ যাবে কেন? সবার জানা, বাংলাদেশ সমস্যা আকীর্ণ এক জনপদের নাম। বর্তমান সরকারকে এমন এক রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয়েছে যার সব সম্পদ লুট করা হয়েছে। তাদের হাতে এমন কোনো জাদুর কাঠিও নেই যে, মুহূর্তে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগার করা সম্ভব। তার পরও সম্ভাব্য স্বল্পসময়ে স্বল্পখরচে সবার কাছে ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে বিকল্প চিকিৎসাব্যবস্থা গ্রহণ করাই উত্তম। যাতে সহজে ও সুলভে চিকিৎসার প্রসার ঘটানো যায়। একটা কথা আছে, নাই মামার চেয়ে কানা মামাই ভালো। এ জন্য কোনো আইনগত সমস্যা হবে না। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এ বিকল্প চিকিৎসা ও ওষুধপত্র ব্যবস্থাকেও স্বীকৃতি দিয়েছে। সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে দায়িত্বের একটা বোঝাও আসে।বহুল প্রচলিত অ্যালোপেথিক চিকিৎসার বাইরে হোমিওপ্যাথি, ইউনানী এবং আয়ুর্বেদিক এ তিন ধরনের চিকিৎসাব্যবস্থাকে অল্টারনেটিভ চিকিৎসা বলা যেতে পারে। এসব পদ্ধতির চিকিৎসাব্যবস্থা কয়েক হাজার বছরের পুরনো। দেশের বিরাট জনগোষ্ঠী হোমিওপ্যাথি ইউনানী আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। এসব চিকিৎসাব্যবস্থায় সেবাগ্রহণ তুলনামূলক সাশ্রয়ী। বিশেষ করে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসার খরচ অনেক কম। তবে এসব চিকিৎসাশাস্ত্রের সম্মুখে তীব্র প্রতিকূলতা বিদ্যমান। প্রথমত এই তিন ব্যবস্থাতেও মানসম্পন্ন চিকিৎসকের যেমন সঙ্কট রয়েছে, সরকার স্বীকৃতি পাওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সরকারি সাহায্য পাওয়া এখনো দুর্লভ। তাছাড়া এ তিন চিকিৎসাপদ্ধতির ওষুধের মান নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তোলেন। এর ব্যতিক্রমও আছে। দেশে হোমিওপ্যাথির ওষুধ তৈরির এমন বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান আছে। এর মধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান সরকারের অনুমোদনপ্রাপ্ত, অর্থাৎ যারা সরকারের রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে, ওইসব প্রতিষ্ঠানের তৈরি হোমিও ওষুধের ওপর নির্ভর করা যায়। যেমন ইউনানী ওষুধ তৈরি ও বাজারজাতে হামদর্দ একটি স্বনামধন্য ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। একই সাথে বিকল্প চিকিৎসাব্যবস্থা হোমিওপ্যাথিও দেশের চিকিৎসা সেবায় অবদান রাখছে।দেশে অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রয়েছেন, বহু হোমিওপ্যাথিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রি কলেজও রয়েছে। বিকল্প এ পদ্ধতির সমস্যা সঙ্কটও অনেক। এ দিকে সরকারকে নজর দিতে হবে। সবার জন্য সুস্বাস্থ্য এ নীতি বাস্তবায়িত করতে হবে সরকার স্বীকৃত সব প্যাথিকে সাহায্য ও সুযোগ দিতে হবে। একই সাথে সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ভার্টেক্স ল্যাবরেটরিজের স্বত্বাধিকারী ও বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডা: মো: আজিজুর রহমান আক্ষেপ করে বলেছেন, সরকার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাব্যবস্থা স্বীকৃতি দিয়েছে বটে। কিন্তু আমরা যে মানুষকে চিকিৎসাসেবা দিচ্ছি, তাতে যে অসংখ্য মানুষ রোগমুক্ত হচ্ছে তারও একটা স্বীকৃতি পেলে এ চিকিৎসাশাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হোমিও ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো উৎসাহ পেত। উদ্দিপ্ত হতো।

বাংলাদেশ নিয়ে লোকসভায় যা বললেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :ভারতের লোকসভার জিরো আওয়ারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্বকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের বিষয়টি তুলেও ধরেন। সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) এ প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে হিন্দু ও খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের রক্ষায় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ডেকান হেরাল্ড এ খবর জানিয়েছে।

১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের ঘটনা স্মরণ করে প্রিয়াঙ্কা বলেন, আমি সেইসব শহীদ, সৈনিক এবং সাহসী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই যারা এই যুদ্ধে লড়েছিলেন। এই জয় সম্ভব হয়েছিল তাদের জন্যই। সেসময় ভারত একা ছিল।

ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান
আয়ারল্যান্ডে দূতাবাস বন্ধের ঘোষণা ইসরায়েলের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক:ডাবলিনে ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিক্ষোভ। ফাইল ছবি: আনাদোলু এজেন্সি

ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় আয়ারল্যান্ডে নিজেদের দূতাবাস বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল। আইরিশ সরকারের ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি এবং গাজায় গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) দক্ষিণ আফ্রিকার মামলায় সমর্থন দেওয়াকে এই সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে তারা।

রোববার (১৫ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিওন সা'আর বলেছেন, আয়ারল্যান্ড সরকারের 'চরম ইসরায়েলবিরোধী' নীতির কারণে ডাবলিনে আমাদের দূতাবাস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আয়ারল্যান্ড ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিটি সীমা অতিক্রম করেছে। আমরা এমন দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করবো, যারা আমাদের স্বার্থ ও মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।ইসরায়েলের এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সাইমন হ্যারিস বলেন, এটি গভীরভাবে দুঃখজনক।

হাতকড়া পরেই বাইক চালাচ্ছেন আসামি, পেছনে বসা পুলিশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :ভারতের উত্তর প্রদেশে আসামিকে হাতকড়া পরে মোটরসাইকেল চালানোর একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে/ ছবি: সংগৃহীত

হাতকড়া পরা আসামি চালাচ্ছেন মোটরসাইকেল, আর পেছনে বসে আছেন পুলিশ কনস্টেবল! এ যেন রীতিমতো বলিউড সিনেমার কোনো দৃশ্য! হ্যাঁ, ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের মেনপুরির একটি রাস্তায় এমন দৃশ্যই দেখা গেছে।দৃশ্যটি মোবাইলফোনের ক্যামেরায় ধারণ করেছেন প্রাইভেটকারের এক যাত্রী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (পূর্বে টুইটার) শেয়ার করার পরপরই ভিডিওটি নেটদুনিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে।ভিডিওটিতে দেখা গেছে, মোটরসাইকেলের চালকের সিটে হেলমেট ছাড়াই বসে আছেন আসামি। আর পেছনে হেলমেট পরে বসে আছেন পুলিশ কনস্টেবল। দুজনকে মেনপুরির রাস্তায় দেখা গেছে। একটি লম্বা দড়ি চালকের হাত থেকে পেছনে বসা কনস্টেবলের হাতে বাঁধা দেখা যায়।দ্য ফ্রি প্রেস জার্নালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুলিশ কনস্টেবল নাকি ঠাণ্ডায় মোটরসাইকেল চালাতে পারছিলেন না। এ কারণে আসামিকে চালানোর দায়িত্ব দেন। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক প্রাইভেটকারের যাত্রী এই দৃশ্যের ভিডিও ধারণ করেন।ভিডিওটির শুরুতে একটি বাইক রাস্তা দিয়ে যেতে দেখা যায়, যেখানে একটি দড়ি চালকের হাত থেকে পেছনের সিটে থাকা কনস্টেবলের হাতে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে। গাড়িটি বাইকের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় যে, চালক হাতকড়া পরে আছেন।অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবলের নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তবে মেনপুরি পুলিশ ঘটনাটি স্বীকার করে এক্সে বক্তব্য দিয়েছে। হিন্দিতে দেওয়া ওই পোস্টে বলা হয়েছে, এ বিষয়ে তদন্ত করতে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রিন্স অ্যান্ড্রুর ঘনিষ্ঠ সন্দেহভাজন চীনা গুপ্তচরের পরিচয় প্রকাশের দাবি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: চীনের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে ব্রিটেন তাড়াহুড়ো করছে বলে মনে করছেন দেশটির আইনপ্রণেতারা। তাদের মধ্যে অনেকে আবার রাজপরিবারের সদস্য প্রিন্স অ্যান্ড্রুর বন্ধুত্বের সুযোগে দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রবেশ করতে চাওয়া চীনা গুপ্তচরের পরিচয় প্রকাশ করার দাবি তুলেছেন। রবিবার (১৫ ডিসেম্বর) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এ খবর জানিয়েছে। লেবার পার্টির শ্যাডো হোম সেক্রেটারি ক্রিস ফিলিপ বলেন, ওই চীনা গুপ্তচরের পরিচয় প্রকাশ হওয়া উচিত। আমি আশা করি আদালত তাদের গোপনীয়তার আদেশ পরিবর্তন বা বাতিল করবে। ওই ব্যক্তি যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, তাদের ব্যাপারেও জানা দরকার।

ব্রিটিশ আইনপ্রণেতা নাইজেল ফারাজ আশা করছেন, রিফর্ম ইউকে এমপিরা পার্লামেন্টারি সুবিধা ব্যবহার করে হাউজ অব কমন্সে ওই ব্যবসায়ীর নাম প্রকাশ করার চেষ্টা করবেন।গুপ্তচর হিসেবে চিহ্নিত ওই চীনা ব্যবসায়ী ডিউক অব ইয়র্ক প্রিন্স অ্যান্ড্রু সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। তার পরিচয় গোপন রাখতে আদালতের আদেশ রয়েছে। তবে এটি দ্রুতই বাতিল হতে পারে। এ অবস্থায় সরকারের চীনের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টায় আরও সতর্ক হওয়া উচিত বলে লেবার পার্টির আইনপ্রণেতারা মন্তব্য করেছেন।সম্প্রতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে হেজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের চেষ্টা করছে যুক্তরাজ্য সরকার। দেশটির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের এই সংবেদনশীল মুহূর্তেই বিষয়গুলো সামনে এলো। এদিকে, দেশটির মন্ত্রীরা চলতি সপ্তাহে বিদেশি প্রভাব নিবন্ধন স্কিম (এফআইআরএস) পুনরায় চালু করার নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণের জন্য চাপের মুখে থাকবেন। এফআইআরএস আগামী বছর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, চীনকে বৃহত্তর সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে তালিকাভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।এফআইআরএসের শর্ত অনুযায়ী, বিদেশি কোনও কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা যদি ব্রিটেনে রাজনৈতিক প্রভাব কার্যক্রম চালায়, তাহলে তাদের নিবন্ধন থাকা বাধ্যতামূলক। রাশিয়া ও ইরানের মতো কিছু দেশকে এ শর্তের আওতায় রাখা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

১৫ বছর বন্দি থাকার পর দেশে ফিরছেন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ফিলিপিনো নারী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ফিলিপিনো নাগরিক মেরি জেন ভেলোসোকে নিজ দেশে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেজন্য প্রাথমিকভাবে রবিবার (১৫ ডিসেম্বর) রাতে তাকে জাকার্তার একটি নারী কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। ১৫ বছর ধরে বিদেশের মাটিতে কারাবন্দি এই নারী ২০১৫ সালে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুর খুব সন্নিকটে চলে গিয়েছিলেন। মার্কিন বার্তাসংস্থা এপি এ খবর জানিয়েছে। রবিবার রাতে ইয়োগিয়াকার্তার নারী কারাগারের সামনে থেকে অপেক্ষমাণ ভ্যানে ওঠেন ভেলোসো। সেখানে সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমি খুব খুশি। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। শুভ বড়দিন! মাদক চোরাচালানের অভিযোগে বন্দি ভেলোসোকে ৬ ডিসেম্বর ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি 'প্র্যাক্টিকাল অ্যারেঞ্জমেন্ট' চুক্তির ভিত্তিতে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার এপিকে দেওয়া এক আবেগঘন সাক্ষাৎকারে ভেলোসো বলেছেন, এটি যেন এক অলৌকিক ঘটনা। আমি সব আশা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

তিনি বলেন, 'মা-বাবা ও সন্তানদের থেকে প্রায় ১৫ বছর বিচ্ছিন্ন ছিলাম। সন্তানদের আমি বেড়ে উঠতে দেখতে পারিনি। এখন আমি কেবল একটি সুযোগ চাই সন্তানদের যত্ন নেওয়ার ও মা-বাবার কাছে থাকার।'আগামী মাসে ৪০ বছর পূর্ণ করতে যাচ্ছেন ভেলোসো। তিনি ইন্দোনেশিয়ার ইয়োগিয়াকার্তা শহরের একটি বিমানবন্দরে ২০১০ সালে গ্রেফতার হন। তার লাগেজে প্রায় ২ দশমিক ৬ কেজি হেরোইন লুকানো অবস্থায় পাওয়া যায়। এই অপরাধে আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত করে।

দুই সন্তানের মা ভেলোসো তার ১৪ বছরের বন্দি জীবনে প্রতিনিয়ত নিজেকে নির্দোষ দাবি করে গেছেন। বন্দি অবস্থায় তিনি ইন্দোনেশীয় বাটিক পোশাক ডিজাইন করা, চিত্রাঙ্কন, দর্জির কাজ ও অন্যান্য দক্ষতা অর্জন করেছেন।ভেলোসোর মামলা ফিলিপাইনে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করে। তিনি ২০১০ সালে চাকরি করতে ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিলেন। তার নিয়োগকর্তা মারিয়া ক্রিস্টিনা সেরজিও একটি গৃহকর্মীর চাকরির প্রলোভন দেখিয়েছিলেন। নিয়োগকর্তাই ভেলোসোকে সেই লাগেজটি দিয়েছিলেন, যেটিতে মাদক পাওয়া যায়।মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের জন্য ভেলোসোসহ আরও আটজনকে ২০১৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার একটি দ্বীপে স্থানান্তর করা হয়। তবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের মাত্র দুদিন আগে ফিলিপাইনে সেরজিও গ্রেফতার হওয়ায় সাময়িক রেহাই পান ভেলোসো।সেরজিওর সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয়, নিজের অজান্তেই একটি অপরাধচক্রের হয়ে মাদক পাচার করে দিচ্ছিলেন ভেলোসো।জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধবিষয়ক দফতর জানায়, দেশে অত্যন্ত কঠোর মাদক আইন থাকলেও আন্তর্জাতিক মাদক চক্রগুলোর অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ইন্দোনেশিয়া। চক্রগুলো দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে মাদক সরবরাহের কাজে ব্যবহার করে থাকে।

গোলান মালভূমিতে বসতি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: অধিকৃত গোলান মালভূমিতে বসতি সম্প্রসারণ উৎসাহিত করতে একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে ইসরায়েল। সিরিয়ায় আসাদ সরকার পতনে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে বলে রবিবার (১৫ ডিসেম্বর) মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। গোলান মালভূমির জনসংখ্যা দ্বিগুণ করতে চান বলে জানিয়েছেন নেতানিয়াহু। আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করে ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরায়েল এই অঞ্চল দখল করেছিল।গোলান মালভূমিতে বর্তমানে ৩০টির বেশি ইসরায়েলি বসতি রয়েছে। সবমিলিয়ে বসতিগুলোতে আনুমানিক ২০ হাজার মানুষ বাস করছেন। এছাড়া, ওই এলাকায় দ্রুজ আরব গোষ্ঠীর প্রায় ২০ হাজার সিরীয় রয়েছেন। ইসরায়েলের দখলে আসার পরও তারা এলাকা ছেড়ে যাননি। আসাদ সরকার পতনের পর গোলান মালভূমি ও সিরিয়ার মধ্যে একটি বাফার জোনে অবস্থান নিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। তারা বলেছে, দামেস্কে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের কারণে দুদেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে।বসতি সম্প্রসারণের পরিকল্পনার ঘোষণা করেও নেতানিয়াহু রবিবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে বলেছেন, সিরিয়ার সঙ্গে সংঘাতে জড়াতে চায় না ইসরায়েল। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তাদের সিরিয়া নীতি নির্ধারিত হবে। ইসরায়েলি বসতি স্থাপন আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি হলেও তার তোয়াক্কা করে না তেল আবিব। এ বিষয়ে নেতানিয়াহু বলেছেন, গোলান মালভূমির এই এলাকা আমরা ছাড়ব না। এখানে আমরা উন্নয়ন করব এবং আরও বসতি স্থাপন করব।তবে, নেতানিয়াহুর পরিকল্পনায় আপত্তি জানিয়ে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট বলেছেন, গোলান মালভূমিতে সম্প্রসারণের কোনও প্রয়োজনীয়তা দেখছেন না তিনি।

তিনি বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের নিউজ আওয়ার অনুষ্ঠানে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, সিরিয়ার সঙ্গে সংঘাত বাড়াতে ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান না বলে দাবি করেছেন নেতানিয়াহু। তাহলে বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা করে আবার ঠিক উল্টো কাজটিই বা কেন করছি! আমরা ইতোমধ্যেই যথেষ্ট সংকট মোকাবিলা করছি।

বিনোদন

শুধু ভাত-পেঁয়াজ দিলেও খেয়ে নেয় সৌরভ, স্বামীকে নিয়ে দর্শনা

বিনোদন ডেস্ক : শুধু ভাত-পেঁয়াজ দিলেও খেয়ে নেয় সৌরভ, স্বামীকে নিয়ে দর্শনাবর-কনের সাজে সৌরভ-দর্শনাপ্রেম নিয়ে টলিপাড়ায় ফিসফাস চললেও তা স্বীকার করেননি ওপার বাংলার তারকা জুটি দর্শনা বণিক ও সৌরভ দাস। গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর সাতপাকে বাঁধা পড়েন এই দম্পতি। রবিবার (১৫ ডিসেম্বর) বিয়ের বয়স এক বছর পূর্ণ করলেন তারা।প্রথম বিবাহবার্ষিকী কীভাবে কাটছে দর্শনা-সৌরভের? এ বিষয়ে ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে দর্শনা বণিক বলেন, "কাল রাতে বাড়িটা সাজিয়ে আমার জন্য সারপ্রাইজ প্ল্যান করেছিল। তারপর কেক কেটেছিলাম। আজ তেমন কিছুই আমরা করছি না। পরপর বেশ কিছু অনুষ্ঠানে আমাদের যেতে হচ্ছে। বাড়িতে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করব। আমার সবচেয়ে পছন্দের পোলাও-পাঠার মাংস রান্না হয়েছে। আর আমি নিজ হাতে সুগার-ফ্রি কেক তৈরি করেছিলাম খেজুর দিয়ে। সৌরভের সেটা খুব ভালো লেগেছে।"

বিয়ের পর বর সৌরভকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন দর্শনা বণিক। তার ভাষায়ড় "বিয়ের আগে তো আমরা একসঙ্গে থাকিনি। বিয়ের পর একসঙ্গে থেকে বুঝলাম, সৌরভ খুবই লক্ষ্মী ছেলে। ওর কিছুতেই সমস্যা নেই। ওকে শুধু ভাত ও পেঁয়াজ কেটে দিলেও খেয়ে নেবে, আবার মাংস-ভাত দিলেও খেয়ে নেবে। মাটিতে বসে খেতে হলেও ও খেয়ে নেবে। ও খুবই ঝুটঝামেলাহীন একটা মানুষ। সুবিধা-অসুবিধা ও খুবই বোঝে।"ঝগড়া করলে দর্শনাই করেন, তা স্বীকার করে এ অভিনেত্রী বলেন, "আমি আবার অন্যরকম। ও-ই হয়তো বলবে, আমি ঝগড়া করি। আমি একটু ঘ্যানঘ্যানও করি। আমিই বেশি কথা বলি।

ভারতের তারকার কারাভোগের গল্প

বিনোদন ডেস্ক' :চলতি মাসে হায়দরাবাদের একটি প্রেক্ষাগৃহে 'পুষ্পা টু' সিনেমা দেখতে গিয়ে পদদলিত হয়ে মারা যান ৩৯ বছরের এক নারী। গত ১৩ ডিসেম্বর সকালে এ মামলায় গ্রেপ্তার করা হয় তেলেগু সিনেমার সুপারস্টার আল্লু অর্জুনকে। নানা জটিলতার পর হাইকোর্ট থেকে জামিন পান এই 'পুষ্পা' তারকা।

জামিন পেলেও সেদিন কারামুক্ত হতে পারেননি আল্লু অর্জুন। বরং একদিন কারাভোগের পর ১৪ ডিসেম্বর সকালে জেল থেকে ছাড়া পান আল্লু অর্জুন। আল্লু অর্জুন ছাড়াও বলিউডের অনেক তারকা কারাভোগ করেছেন। কেউ কেউ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য, কেউ বা মারপিট করে কারাভোগ করেছেন। এমন কয়েকজন বলিউড তারকাকে নিয়ে সাজানো হয়েছে এই প্রতিবেদন।

সঞ্জয় দত্ত

১৯৯৩ সালে মুম্বাইয়ে সিরিজ বোমা হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্তকে ৬ বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত। পরে সুপ্রীম কোর্ট সাজা কমিয়ে ৫ বছর করেন। কারাগারে ভালো ব্যবহার করার জন্য কারা কর্তৃপক্ষ আরো ৮ মাস তার সাজা কমিয়ে দেন। ২০১৬ সালে কারামুক্ত হন সঞ্জয় দত্ত।

সালমান খান

বলিউডের মোস্ট এলিজেবল ব্যাচেলর সালমান খান। ১৯৯৮ সালে 'হাম সাথ সাথ হ্যায়' সিনেমার শুটিং চলাকালীন দুটো কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার অভিযোগে তার ৭ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৯৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০০৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত এ মামলার কারণে ১৮ দিন কারাভোগ করেন সালমান খান। ২০০২ সালে 'হিট অ্যান্ড রান' মামলায় তাকে ২ বছরের সাজা দেন আদালত।

সাইফ আলী খান

২০১২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কারিনা কাপুর, কারিনার বোন কারিশমা কাপুর, মালাইকা অরোরা খান, অমৃতা অরোরা এবং আরো দুজন বন্ধুসহ মুম্বাইয়ের তাজ হোটেলে খেতে গিয়েছিলেন সাইফ আলী খান। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার এক ব্যবসায়ী এবং তার শ্বশুরকে মারধরের অভিযোগে বলিউড অভিনেতা সাইফ আলী খানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। এ মামলায় গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। ৩ হাজার রুপি বন্ড দিয়ে গ্রেপ্তারের কয়েক ঘণ্টা পর মুক্ত হন পাতৌদি ছোট নবাব সাইফ আলি খান।

কলকাতা থেকে নতুন খবর দিলেন অঞ্জু ঘোষ

বিনোদন ডেস্ক' : বেদের মেয়ে জোসনা' সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে এক সময় দুই বাংলায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান ছিল অঞ্জু ঘোষের। একটা সময় দিন-রাত শুটিংয়ে ব্যস্ত সময় পার করা এ অভিনেত্রী দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করছেন কলকাতায়। অনেকেই মনে করেন, অঞ্জু ঘোষ সময়ের আগেই রুপালি পর্দাকে গুডবাই জানিয়েছেন। কলকাতায় যাওয়ার পর থেকে গণমাধ্যমেও তেমন একটা কথা বলতে দেখা যায়নি তাকে। অনেকটা সময় পর এবার মানবজমিনের সঙ্গে কথা বলেছেন অঞ্জু ঘোষ। মুঠোফোনে তিনি ভাগ করে নেন নিজের বর্তমান জীবনের কথা। অঞ্জু ঘোষ জানান, নতুন সিনেমা নির্মাণ করতে যাচ্ছেন তিনি। প্রযোজক হিসেবে আগেও কাজ করেছেন তিনি। অঞ্জু ঘোষ মানবজমিনকে বলেন, বর্তমানে নতুন সিনেমার গল্প ও চিত্রনাট্যের কাজ চলছে। একটি পরিপূর্ণ সিনেমাই বানাবো আমরা। দর্শকরা তার এই সিনেমায় সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা সবকিছুই দেখতে পাবেন। যোগ করে এ অভিনেত্রী বলেন, এ সিনেমায় মুম্বইয়ের অভিনয়শিল্পীরা কাজ করবেন। সেই প্রক্রিয়া এখন চলছে। নতুন বছরেই সিনেমাটি বানাতে চান তিনি। নিজের বর্তমান জীবনযাপন নিয়ে অঞ্জু ঘোষ বলেন, কলকাতায় আমি বেশ ভালো আছি। শান্তিতে আছি। কাজ নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছি। এটাই আমার জন্য বড় পাওয়া। তবে মাঝে-মধ্যে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন। বিশেষ করে ইউটিউব চ্যানেলগুলোতে তাকে নিয়ে মিথ্যা-বানোয়াট খবর প্রকাশ করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, যারা এসব মিথ্যাচার করছেন তাদের জানাতে চাই, অভিনয় করে আমি যে অর্থ, সম্মান অর্জন করেছি তাতে ভগবানের কৃপায় আমার পরের সাত প্রজন্ম চলে যেতে পারবে। যারা আমার অবস্থান নিয়ে মিথ্যাচার করছে তাদের জানাতে চাই, বর্তমানে আমি যে সল্টলেকের বাড়িতে থাকি তার বাজারমূল্য তারা অনুমান করতে পারবেন না।

মুখখুললেন ঋতুপর্ণা

বিনোদন ডেস্ক : গত সরকারের আমলে বাংলাদেশ থেকে একটি ছবি করার প্রস্তাব যায় ওপার বাংলার নায়িকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের কাছে। ছবির নাম 'তরী'। এ নিয়ে নির্মাতা রাশিদ পলাশের সঙ্গে যোগাযোগও হয় তার। এমনকি ছবিটির প্রাথমিক পর্যায়ের কাজও শুরু হয়। এরপর আসে জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান। দেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের দায়িত্ব নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। এর মধ্যে খবর আসে ঋতুপর্ণাকে বাদ দেয়া হয়েছে সেই সিনেমা থেকে। এর কারণ হিসেবে উঠে আসে, আওয়ামীপন্থি সাবেক সংসদ সদস্য অভিনেতা ফেরদৌসের বন্ধু হওয়ায় এই সিনেমা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে তাকে। তবে নির্মাতা রাশিদ পলাশ জানান, দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে নিরাপত্তা ইস্যু তুলে ঋতুপর্ণাকে ছবি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। পরিবর্তে রাখা হয়েছে টলিউডের শ্রীলেখা মিত্রকে। এবার সে কথার প্রেক্ষিতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন অভিনেত্রী। তিনি জানান, তার সঙ্গে কোনো চুক্তিই হয়নি নির্মাতার।

পুরস্কার নিয়ে 'অ্যাভাটার' কন্যার ক্ষোভ

বিনোদন ডেস্ক : হলিউড বরাবরই রাজত্ব করেছে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি-নির্ভর সিনেমা। বিশেষকরে 'অ্যাভাটার'- এর মতো সিনেমা বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি ডলার ব্যবসা করলেও পুরস্কার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এ ধরণের সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মূল্যায়ন কমই করা হয়। এই অভিযোগ করেছেন খোদ 'অ্যাভাটার'-কন্যা মার্কিন অভিনেত্রী জোয়ি সালড্যানা।সিজিআই (অ্যানিমেশন) ব্যবহার করা সিনেমার অভিনেতাদের পুরস্কার প্রাপ্তির সময় এলে প্রায়ই উপেক্ষা করা হয় বলে দাবি করেন তিনি। অভিনেত্রী কয়েক বছর ধরে বেশ কিছু সাই-ফাই প্রকল্পে অভিনয় করেছেন যা প্রচুর ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছে। সম্প্রতি ইন্ডিপেনডেন্টের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে এসব নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন জোয়ি। পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা হয়, সেটা নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। সালড্যানা বলেন, 'পুরস্কার প্রদানকারী সংস্থাগুলো সিজিআই ব্যবহার করা হয় এমন সিনেমার অভিনেতাদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি জাস্টিফাই থাকেন। পুরনো অভ্যাস, পুরনো স্তম্ভ বাদ দেওয়া কঠিন। আমি এসব নিয়ে বিরক্ত নই। কিন্তু আপনি যখন দেখবেন, নিজের শতভাগ দিয়ে কাজ করেও মূল্যায়ন পাওয়া যায় না, তখন এটি হতাশ করে। পুরস্কার নাও জিততে পারে, এমনকি মনোনীত নাও হতে পারে কিন্তু যখন আপনাকে উপেক্ষা করা হবে এবং তারপরে ছোট করা হবে সেটা বেদনাদায়ক।' যদিও সালড্যানা বর্তমানে অস্কার দৌড়ে 'এমিলিয়া পেরেস'র জন্য শীর্ষ প্রতিযোগীদের একজন। তবে 'অ্যাভাটার', 'স্টার ট্র্যাক' এবং 'গার্ডিয়ানস অব দ্য গ্যালাক্সি'তে তার চরিত্রগুলো প্রায়ই একাডেমির নজরে পড়েনি। কিন্তু এটা ঠিক, তার সাই-ফাই চরিত্রগুলির জন্য বিশেষকরে নীল ত্বক, চকচকে চোখ; সর্বোপরি 'অ্যাভাটার'- এ নেইতিরি চরিত্র নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছিলো বিশ্বজুড়ে। জেমস ক্যামেরন পরিচালিত সিনেমাটি শেষ পর্যন্ত সেরা সিনেমাটোগ্রাফি, ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট এবং শিল্প নির্দেশনার জন্য তিনটি অস্কার জিতেছিল। কিন্তু সে সময়ে 'অ্যাভাটার' অভিনয়ের জন্য একটি মনোনয়নও পাননি সালড্যানা।এমনকি এই অভিনেত্রীও সে সময় বলেছিলেন, 'অভিনয় চালিয়ে যাওয়া পুরস্কারের চেয়ে অনেক বড়। কিছু সময়ে আপনাকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমি যা করি তা কেন করি? নাকি আমি অন্য কিছু করতে চাই না বলে?' 'অ্যাভাটার' ছাড়াও সালড্যানা 'গার্ডিয়ান অব দ্য গ্যালাক্সি'র মতো একটি সাই-ফাই সিনেমায় কাজ করেন। সিনেমাটি ছিল 'দ্য অ্যাভেঞ্জারস' এবং 'আয়রন ম্যান ৩'-এর পর মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সের ৩য় সর্বোচ্চ আয়কারা সিনেমা।

ফিরে যাবেন গ্রামে, ভাবাশ্রম গড়ছেন বাউল শফি মণ্ডল

বিনোদন ডেস্ক : মসজিদ মন্দিরে যেতে বলো না আমায়... এমন কথার মৌলিক গান গেয়ে অসাম্প্রদায়িক মানুষ হিসেবে নিজেকে ভিন্নমাত্রায় নিয়েছেন জনপ্রিয় বাউল শফি মণ্ডল। পাশাপাশি সুফিবাদ প্রচারে লালন ফকিরের গান গেয়ে জনপ্রিয়তা পাওয়া এই শিল্পী এবার নিজ গ্রামে সাধকদের ভাব-সাধনার জন্য 'সুধা সিন্ধু ভাবাশ্রম' নামের একটি ঠিকানা গড়ে তুলছেন। শহুরে কোলাহল ফেলে যেখানে ফিরতে চান তিনি নিজেও।কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার নিজ গ্রাম হোসেনাবাদে গড়ছেন এই ভাবাশ্রম। জীবনের শেষ সময়গুলো সেখানেই কাটাতে চান তিনি।আশ্রম তৈরির বিষয়ে জানতে চাইলে শফি মণ্ডল বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, ভাবাশ্রম নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। শেষ হতে বছর খানেক সময় লাগবে।

শাবনূরের জন্মদিনে দেখা যাবে সালমানের সঙ্গে সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক

ঢাকাই সিনেমার নন্দিত অভিনেত্রী শাবনূর। ১৭ ডিসেম্বর তার জন্মদিন। এদিন উপলক্ষে দেশের টিভি চ্যানেলগুলোতে প্রচার হবে তার অভিনীত সিনেমা। চ্যানেল আইতে দেখা যাবে সালমান শাহের সঙ্গে ?'চাওয়া থেকে পাওয়া' সিনেমাটি।

আজ থেকে ২৮ বছর আগে ১৯৯৬ সালে চিত্রনায়ক সালমান শাহের মৃত্যুর পর মুক্তি পায় 'চাওয়া থেকে পাওয়া'। তখন সালমান-শাবনূর জুটি তুমুল জনপ্রিয়। শাবনূরের জন্মদিন উপলক্ষে চ্যানেল আই আবার প্রচার করতে যাচ্ছে এম এম সরকার পরিচালিত চলচ্চিত্রটি।সালমান শাহ ও শাবনূর জুটির অনবদ্য প্রেম কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র এটি। চলচ্চিত্রটির কাহিনি, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন ডলি জহুর, প্রবীর মিত্র, আহমেদ শরীফ, আনোয়ার হোসেন, দিলদার, ব্ল্যাক আনোয়ার, কাবিলা, ডন প্রমুখ।।

চসিকের সাবেক কাউন্সিলর বারেক গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : নগরের নিউমার্কেট এলাকায় ছাত্র-জনতার উপর গুলি এবং হত্যাচেষ্টা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) সাবেক কাউন্সিলর মো. আব্দুল বারেক-কে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৭।জানা যায়, গত ৪ আগস্ট নিউ মার্কেট এলাকায় ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ সমাবেশ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছিল।

এ কর্মসূচিতে ভিকটিম কাজী মো. সোহেল অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতাকে খাবার পানি সরবরাহ করছিলেন। আন্দোলন চলাকালীন সাবেক কাউন্সিলর মো. আব্দুল বারেক এবং অন্যান্য দুষ্কৃতিকারীরা বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালায়।এছাড়াও দুষ্কৃতিকারীরা হকিস্টিক, কিরিচ, দা ও লাঠি দিয়ে ছাত্র জনতাকে পিটিয়ে এবং ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এ সময় ভিকটিম কাজী মো. সোহেল আন্দোলন কর্মসূচির স্থান থেকে বাঁচতে নুপুর মার্কেট গলিতে পৌঁছালে আব্দুল বারেক এবং অন্যান্য দৃষ্কৃতিকারীরা গুলি চালালে গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরে এ ঘটনায় ভিকটিম সোহেল বাদী হয়ে কোতোয়ালী থানায় ২৮৪ জন নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ৩০০-৪০০ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। র‍্যাব-৭ এর সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) এআরএম মোজাফফর হোসেন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক আসামি মো. আব্দুল বারেক দিদার মার্কেট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার এড়াতে আসামি বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনে ছিলেন।

কক্সবাজার সৈকতে দুই লক্ষাধিক পর্যটক, হোটেলেও জায়গা নেই

কক্সবাজার প্রতিনিধি : সৈকত জুড়ে পর্যটক আর পর্যটক। যেন কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসের সরকারি ছুটিতে ২ লাখের বেশি পর্যটকের সমাগম হয়েছে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে।

বিশেষ করে, দেশের বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ, সঙ্গে যোগ হয়েছে থার্টিফাস্ট নাইট। কদিন পরেই ২০২৪ সালের বিদায়ের সুর বেজে উঠবে। সেই সঙ্গে বিরাজ করছে শীতের মায়াময় আমেজ।

এমন সুন্দর মুহূর্তে মনকে আনন্দে আন্দোলিত করতে 'পর্যটন রাজধানী' কক্সবাজারে বেড়াতে আসতে লাইন পড়েছে পর্যটকদের। মূলত: শুক্রবার থেকে সাপ্তাহিক ছুটি ও ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসকে উপলক্ষ করে বর্তমানে পর্যটকের ঢল নেমেছে এই সমুদ্র সৈকতে।

পর্যটন সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, আজ (সোমবার) কক্সবাজারে বেড়াতে এসেছেন অন্তত দুই লাখ পর্যটক। বেড়াতে আসা এসব পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছে সমুদ্র সৈকত, সেন্টমার্টিন, ইনানী পাথুরে বীচ ও মহেশখালীর আদিনাথ মন্দিরসহ অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলো।

কক্সবাজার হোটেলুমোটেল গেস্টহাউস মালিক সমিতি সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার থেকে হোটেলুমোটেল ও কটেজের ৯০ শতাংশ কক্ষ বুকিং রয়েছে। ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বরের জন্য তা শতভাগ অগ্রিম বুকিং হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকরা বেড়াতে এসেছেন কক্সবাজারে। আগত পর্যটকদের বেশিরভাগ কক্সবাজারে সমুদ্র সৈকতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পরিবারুপরিজন এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বেড়াতে আসা পর্যটকরা সমুদ্র সৈকতে গোসল এবং ঘোড়া, বীচবাইক, জেটস্কি চড়ে আনন্দ আর হৈহুল্লোড় করছেন। পর্যটকের পদচারণায় পুরো সমুদ্র সৈকত কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠে। পর্যটন জোন কলাতলীতেও তিল ধারণের ঠাঁই নেই।কলাতলুীমেরিন ড্রাইভ হোটেলরিসোর্ট মালিক সমিতির সভাপতি মুকিম খান বলেন, 'পর্যটন মৌসুম বহু আগে শুরু হলেও সেন্টমার্টিন পর্যটক গমন নিষেধ থাকায় এতদিন পর্যটন ব্যবসা জমেনি। ডিসেম্বরের শুরুতে সেন্টমার্টিনে জাহাজ চলাচল শুরু হলে চাঙ্গা হয়ে উঠে পর্যটন শিল্প। এর ফলে বেড়েছে পর্যটক। বর্তমানে সব ধরনের হোটেলে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কক্ষ বুকিং রয়েছে। আগামী ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্তও ইতিমধ্যে বুকিং হয়ে গেছে।'কক্সবাজার হোটেলুমোটেল গেস্টহাউস মালিক সমিতির সভাপতি আবুল কাসেম সিকদার বলেন, 'বহু চাহিদা থাকলেও সেন্টমার্টিনে যাচ্ছেন দৈনিক দুই হাজার পর্যটক। এ কারণে আগ্রহ থাকলেও অনেক পর্যটক এবছর কক্সবাজারে আসছেন না। তবে ভারতে বাংলাদেশিদের ভ্রমণ বন্ধ থাকায় সেই শূন্যতা অনেকটা পূরণ হয়েছে। ভারত যেতে না পেরে অনেকে কক্সবাজারে বেড়াতে আসছেন।'

এদিকে বর্তমানে কক্সবাজার আসা পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর নিরাপত্তা জোর রাখা হয়েছে। ট্যুরিস্ট পুলিশের পাশাপাশি জেলা ও থানা পুলিশ, র‍্যাবসহ অন্যান্য বাহিনীর নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বলয় রাখা হয়েছে।

কক্সবাজারে বেড়াতে আসা পর্যটক ফারিয়া রশীদ বলেন, আমরা বন্ধুরা মিলে কক্সবাজারে ভ্রমণে এসেছি। রুম বুকিং না দিয়ে এখানে এসে বিপদে পড়েছি। কোনও রুম পাচ্ছি না। কটেজে কিছু রুম খালি আছে এগুলো মানসম্মত নয় এবং দামও বেশি।

ঢাকা থেকে আসা পর্যটক পারভেজ চৌধুরী বলেন, সন্তানদের পরীক্ষা শেষ। তাই তাদের সময় দিতে পরিবার নিয়ে এসেছি। সমুদ্র পাড়ে এসে এক সঙ্গে এত মানুষ দেখে ভালো লাগছে।আজ (সোমবার) সুগন্ধা পয়েন্টে গিয়ে দেখা যায়, সৈকতের কলাতলী পয়েন্ট, সুগন্ধা পয়েন্ট ও লাবনী পয়েন্টে পর্যটককে ভরা। শুধু এই তিন পয়েন্ট ছাড়া অন্য পয়েন্টগুলোতে চোখে পড়ার মত ভিড় ছিল। আগত পর্যটকরা বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে ঘোড়ায় চড়ে, ওয়াটার বাইক ও বিচ বাইকে চড়ে সমুদ্র দর্শনে মেতেছেন। কিছু পর্যটক নোনা জলে স্নান করতে নেমে আনন্দ উপভোগ করছেন।

কক্সবাজার পর্যটক সেলের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর হোসাইন বলেন, লাখো পর্যটকের পদচারণায় মুখরিত কক্সবাজার। আগত পর্যটকদের সেবা দিতে আমরা প্রস্তুত। কোনও পর্যটক হয়রানি অভিযোগ করলেড় আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।ট্যুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার রিজিওনের সহকারী পুলিশ সুপার আবুল কালাম বলেন, আগত পর্যটকদের নিরাপত্তায় আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের টহল আরও দুইগুণ বাড়ানো হয়েছে। ট্যুরিস্ট পুলিশের পাশাপাশি কক্সবাজার জেলা পুলিশও কাজ করছে বলে জানান সুপার মো. রহমত উল্লাহ। তিনি বলেন, 'পুলিশ ও র‍্যাবসহ সব আইনুশৃঙ্খলাবাহিনী সমন্বিতভাবে পর্যটকদের নিরাপত্তায় কাজ করছে। সেই সঙ্গে সাদা পোশাকে রাতদিন গোয়েন্দা নজরদারিও রাখা হয়েছে।'

দিন দিন বেড়েই চলেছে চট্টগ্রামে ডেঙ্গুর রোগের প্রকোপ। প্রতিদিনই হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী। সিট না পেয়ে অনেকে মেঝেতে ভর্তি আছেন। ছবিটি মঙ্গলবার চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ডেঙ্গু ওয়ার্ড থেকে তোলা।

সুনামগঞ্জ থেকে দেড় কোটি টাকার ভারতীয় মালামাল জব্দ

সুনামগঞ্জর প্রতিনিধি : সুনামগঞ্জের সদর উপজেলায় হাজীপাড়া এলাকার সুরমা নদী থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা ভারতীয় বিভিন্ন মালামাল জব্দ করেছে বিজিবি।সোমবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (২৮ বিজিবি) স্টিল বডি নৌকাসহ বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি, প্যান্টের পিস, থ্রী পিস, পায়জামা, মকমল ও থান কাপড় জব্দ করা হয়।বিজিবি জানায়, সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (২৮ বিজিবি) সুনামগঞ্জ সদরের পশ্চিম হাজীপাড়া এলাকার সুরমা নদীতে একটি বিশেষ টহল দল গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে স্টিল বড়ি নৌকাসহ বিপুল পরিমান ভারতীয় শাড়ী, প্যান্ট পিস্, থ্রী পিস, পায়জামা, মকমল ও থান কাপড় জব্দ করা হয়। যার আনুমানিক সিজার মূল্য এক কোটি ৪০ লাখ ৫৪ হাজার ৯০০ টাকা।

অভিযানে বিজিবির বিজিডিও-৩১৫ সহকারী পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত কোয়াটার মাস্টার, সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (২৮ বিজিবি)সহ বিজিবি সদস্য অংশগ্রহণ করে।

এছাড়াও অভিযান পরিচালনার সময় সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইসমাইল রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ ২৮ বিজিবি ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক এ কে এম জাকারিয়া কাদির এর সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, আটককৃত মালামাল শুল্ক কার্যালয় সুনামগঞ্জে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কিশোরের মৃত্যু

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : হাটহাজারীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মো. বকুল (১২) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার বাসস্টেশনের কলাবাগান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত বকুল কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানার বদরখালীর সৈকত আলীর ছেলে। তবে সে নগরের অক্সিজেন এলাকার ভাড়া বাসায় পরিবারের সঙ্গে থাকতো।স্থানীয়রা জানান, ফিরোজা নুর টাওয়ারের পেছনে বকুল পুরাতন স্ক্র্যাপ মালামাল, কাগজপত্র ও প্লাস্টিক কুড়ানোর সময় বৈদ্যুতিক তারে স্পৃষ্ট হয়ে শরীরের বেশিরভাগ অংশ পুড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়। পরে খবর পেয়ে হাটহাজারী ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।হাটহাজারী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সিনিয়র স্টেশন অফিসার আবদুল মান্নান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

হাটহাজারী মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু কাওসার মাহমুদ হোসেন জানান, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করার প্রক্রিয়া চলছে।

লালমনিরহাটে ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তি নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলায় ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় (৪৫) এক ভবঘুরে মানসিক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার সন্ধ্যায় লালমনিরহাট বুড়িমারী রেলরুটের উপজেলার পলাশী ইউনিয়নের মদনপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বেশ কিছুদিন ধরে এলাকায় ভবঘুরের মতো ঘোরাফেরা করত মানসিক ভারসাম্যহীন অজ্ঞাত এক ব্যক্তি। গত সোমবার সন্ধ্যায় মদনপুর এলাকায় রেল লাইনে ঘোরাফেরা করছিলেন তিনি। এ সময় লালমনিরহাট থেকে আসা বুড়িমারীগামী একটি ট্রেনে তিনি কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। আদিতমারী থানা ওসি আলী আকবর বলেন, বিষয়টি লালমনিরহাট রেলওয়ে থানাকে অবগত করা হয়েছে।

শিম গাছে কীটনাশক দিচ্ছে কৃষক। নিয়মিত কীটনাশক দিলে গাছে পোকা লাগে না তাই কিছুদিন পরপর কিটনাশক দেয়া হয়। এতে ফলন ভালো হয় বর্তমানে পাইকারি বাজারে শিম বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৩৫-৪৫ টাকা। ছবিটি মঙ্গলবার খুলনা ডুমুরিয়া খর্ণীয়া গ্রাম থেকে তোলা

ঝালকাঠিতে জেঁকে বসেছে তীব্র শীত, বিপর্যস্ত জনজীবন

ঝালকাঠি প্রতিনিধি :

দক্ষিণের জনপদ ঝালকাঠিতে জেঁকে বসেছে তীব্র শীত। কনকনে ঠাণ্ডায় বয়ে চলা হিমেল হাওয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। শরীরে পরতের পর পরত ভারী পোশাক জড়িয়েও শীতে কাবু হয়ে পড়ছেন মানুষজন।

বরিশাল আবহাওয়া অধিদফতর জানায়, বরিশালে আজ ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে বরিশালে এবারই সবচেয়ে বেশি শীত পড়ছে। আরো কিছুদিন এই শীত থাকবে।এদিকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের দেখা মিললেও হিমেল বাতাসের কারণে শীতের তীব্রতা কমছে না। তাই নিম্ন আয়ের মানুষেরা চরম ভোগান্তিতে পরেছেন। গ্রামাঞ্চলের জনজীবনও হারিয়েছে তার স্বাভাবিক গতি। তবে খেটে খাওয়া মানুষেরা কনকনে ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে ছুটছেন কর্ম ও রুটি-রুজির তাগিদে।

এসময় কথা হয় ট্রলার চালক লুৎফর রহমানের সাথে। তিনি বলেন, "শীত আর বর্ষা বলতে কোনো কথা নেই। চারজনের সংসারে একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিদিন কাজের সন্ধানে নামতে হয়। বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবার শীত বেশি। বাধ্য হয়ে কাজে নেমেছি। মনে হয় শরীর বরফ হয়ে গেছে।"

স্থানীয় রিকশা শ্রমিক আল-আমিন বলেন, "সকাল ৭টায় রিকশা লইয়া বের হয়ছি, ১০টায়ও কোনো ট্রিপ পাইনাই। শীতে আমরা খুব কষ্টে আছি।"এদিকে ঠাণ্ডাজনিত নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ। বিশেষ করে নিউমোনিয়া, হাঁচি-কাশি, সর্দি-জ্বরের প্রকোপ বেড়েছে। রোগে আক্রান্তদের মধ্যে সিংহভাগই শিশু ও বৃদ্ধ।

শিশুদের যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সেজন্য সর্বদা গরম পোশাক পরিধান করানোর পাশাপাশি ঠাণ্ডাজনিত যে কোনো রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

কুড়িগ্রামে তীব্র শীতে বিপর্যস্ত চরাঞ্চলের জনজীবন

, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

কুড়িগ্রামে তীব্র শীতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে পড়েছে। বাড়ছে শীতজনিত নানা রোগ- বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধরা পড়েছে বিপাকে। হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। বিশেষ করে রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলাসহ নয়টি উপজেলায় একই অবস্থা।জেলার চার শতাধিক চর ও দ্বীপ চরের নদ-নদী অববাহিকার মানুষ ও গৃহপালিত পশু শীতে কাহিল হয়ে পড়েছে।রোববার সকাল ৭টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অফিস জানায়, আকাশে ঘন মেঘ থাকায় আগামী ২৪ ঘণ্টা সূর্যের দেখা না মেলার আশঙ্কা রয়েছে।কুড়িগ্রাম সদরের বেলগাসা ইউনিয়নের কৃষক জয়নাল আবেদিন ও আসাদুজ্জামান বলেন, 'কয়েক দিন ধরে ঠান্ডা অসহনীয় হয়ে পড়ছে। হাত-পা বরফের মতো হয়ে যায়। কাজ করা খুব কষ্ট।'বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের ধরলার পাড় এলাকার বকুল বলেন, 'গরিব মানুষের খুব কষ্ট হচ্ছে, শীতের কাপড় বিতরণ দরকার। অন্য বছরের মতো এবার শীতবস্ত্র বিতরণ হচ্ছে না।'জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা আব্দুল হাই সরকার জানান, এক হাজার ৮০০ পিস কম্বল ও ২৭ লাখ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। টাকা দিয়ে কম্বল ক্রয় করে বিতরণের প্রক্রিয়া চলছে। আরো বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে।

মাইকে শেখ মুজিবের ভাষণ বাজানোয় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

পাবনাপ্রতিনিধি : পাবনায়৫৪তম মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে শেখ মুজিবের বক্তব্য মাইকে বাজানোর অভিযোগে মোস্তফা আলী খান ওরফে মোস্তবালি (৪৫) নামের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ ছাড়া আ.লীগ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নিয়ে বনভোজনের আয়োজন করার অভিযোগও আনা হয়েছে।সোমবার(১৬ ডিসেম্বর) দুপুরে পাবনা সদরের চরতারাপুর ইউনিয়নের টাটিপাড়ায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।গ্রেপ্তার মোস্তফা আলী খান চরতারাপুর ইউনিয়নের টাটিপাড়া গ্রামের চয়েন আলী খানের ছেলে। তিনি চরতারাপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৮নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান থেকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। ওই ওয়ার্ডের আওয়ামী সভাপতির দায়িত্বেও রয়েছেন তিনি।থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রোববার (১৫ ডিসেম্বর) রাতে বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে ইউনিয়নের টাটিপাড়া মুজিব বাঁধের ওপর ৩০০-৪০০ আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের জন্য খিচুড়ি রান্না করা হয়। সেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণও বাজানো হয়। নাশকতার উদ্দেশে গোপন বৈঠকে মিলিত হয় তারা। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা করা হয়। এ ঘটনা এলাকায় জানাজানি হলে থানায় খবর দিলে পুলিশ অভিযানে যায়। পুলিশ আসার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জড়ো হওয়া নেতাকর্মীরা দ্রুত সটকে পড়েন। পরে সোমবার দুপুরের দিকে সদর থানা পুলিশের এসআই মো. ইব্রাহিমের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে প্যানেল চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করা হয়।মাইকে শেখ মুজিবের ভাষণ বাজানোয় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তারনেশার টাকার জন্য ভাতিজির কানের দুল ছিনিয়ে নিলেন চাচা, অতঃপর...উল্লেখ গত ৪ আগস্ট পাবনা শহরের আব্দুল হামিদ রোডে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী-জনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি করে দুজন শিক্ষার্থীকে হত্যা করা হয়। সেই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুটি মামলা দায়ের হয়। সোমবার বিকেলে শিক্ষার্থী হত্যার একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে মোস্তফা আলীকে আদালতে হস্তান্তর করা হয়।পাবনা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (অপারেশন) সঞ্জয় কুমার সাহা বলেন, রাতে মাইকে শেখ মুজিবের ভাষণ বাজানো হচ্ছিল। বেশ কিছু আওয়ামী লীগের লোকজন দলীয় প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছিল, এমন অভিযোগে আমরা তাকে আটক করি। এরপর বৈষম্যবিরোধী মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।গত ৫ আগস্টে শিক্ষার্থী-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকার ভারতে পালিয়ে যায়। এরপর চরতারাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান ইউনিয়ন পরিষদে উপস্থিত না থাকায় সরকারের পক্ষ থেকে ইউপি সদস্য প্যানেল চেয়ারম্যান মোস্তফা আলী খানকে পূর্ণাঙ্গ চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহে গরু নিয়ে পালানোর সময় ৪ ডাকাতকে গণপিটুনি

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহ সদরের নাথকুন্ডু এলাকায় গরু নিয়ে পালানোর সময় গণপিটুনিতে ৪ ডাকাত আহত হয়েছে। গত সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন- যশোর জেলা শহরের আশ্রমরোড এলাকার কোরবান শেখের ছেলে মানিক শেখ, একই এলাকার জব্বার মিয়ার ছেলে সাইফুল, বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানার কচাতলা গ্রামের সেলিম শেখের ছেলে সাইফুল শেখ ও ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ত্রিবেণী গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে আশরাফুল হোসেন। এর আগে গরু নিয়ে পালানোর সময় ডাকাতদের হামলায় গুরুতর আহত হন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বাতপুকুরিয়া গ্রামের শিমুল নামের এক যুবক। জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলা থেকে কয়েকজন ব্যবসায়ী ছোট আকারের ১০টি গরু ট্রাকে করে নিয়ে ঢাকার দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তারা ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বৈডাঙ্গা বাজার এলাকায় পৌঁছালে আগে থেকে ওৎ পেতে থাকা ডাকাতরা ওই ট্রাকটির গতিরোধ করে চালক ও কয়েকজন ব্যবসায়ীর চোখে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে দেয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে জেঁকে বসেছে কুয়াশা ও শীত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

চাঁপাইনবাবগঞ্জে জেঁকে বসেছে শীত। একইসঙ্গে বেড়েছে কুয়াশা। সোমবার (৯ ডিসেম্বর) ভোর থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত কুয়াশায় ঢেকে ছিল চারদিক। এ কারণে হেডলাইট জ্বালিয়ে সড়কে চলাচল করেছে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন।

এদিকে, শীত ও কুয়াশার কারণে বিপাকে পড়েন নিম্নআয়ের মানুষ। দিনমজুর, রিকশা-ভ্যান চালকসহ নিম্ন আয়ের মানুষদের জুবুথুবু হয়ে বসে থাকতে দেখা গেছে। কোথাও কোথাও আগুন জ্বালিয়ে জটলা বেঁধে অনেকেই শীত প্রতিহত করতে দেখা গেছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার দেবিনগর এলাকার ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক শোয়েব বলেন, "সকাল থেকেই কুয়াশার সঙ্গে শীত অনুভব হচ্ছে। ঘন কুয়াশায় আমাদের হেডলাইট জ্বালিয়ে যানবাহন চালাতে হয়েছে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া সাধারণ মানুষ ঘর থেকে না বের হওয়ায় সকালের দিকে যাত্রী খুব বেশি পায়নি। বেলা বাড়লেও মানুষ ঘর থেক খুব বেশি বের হননি।"আব্দুল আজিজ নামে একজন বলেন, "ভোরের দিকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়েছে। তারপর থেকেই শীত। সবাই শীতের কাপড় পরিধান শুরু করেছেন।" চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার মীর আল মনসুর শোয়াইব বলেন, "এবারের শীতে নিম্নআয়ের মানুষদের জন্য সরকারিভাবে কম্বল বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। বেসরকারিভাবে পাওয়া কিছু কম্বল আছে। আগামীতে জেলা প্রশাসকের নির্দেশনায় সেগুলো বিতরণ করা হবে।"

পাখিদের গ্রাম 'পুন্ডুরিয়া'

জয়পুরহাট প্রতিনিধি : জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার রায়কালী ইউনিয়নের 'পুন্ডুরিয়া' এখন পাখিদের গ্রাম হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ওই গ্রামের ব্যক্তি মালিকানাধীন অন্তত ২০০টি উঁচু গাছ এবং বাঁশঝাড়ে বিভিন্ন প্রজাতির হাজারো পাখির বসবাস। গ্রামবাসী পাখিগুলোকে পরম মমতায় আগলে রাখলেও ইদানিং বিরক্ত হয়ে তাড়াতে শুরু করেছেন। তাদের অভিযোগ, পাখি বাসা করায় গাছ, পুকুরের মাছ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সরকারিভাবে পাখিগুলোর নিরাপদ আশ্রয়স্থল রক্ষণাবেক্ষণে কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে বন অধিদপ্তরে লিখিত অভিযোগ দিয়েও মিলেনি কোন প্রতিকার। সরকারিভাবে জনসাধারণের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি এই পাখি কলোনি সংরক্ষণ করার দাবি স্থানীয়দের।

তাছাড়া কৃষি জমিতে অবাধে কীটনাশক প্রয়োগের প্রভাবে খাদ্য সংকটে দিন দিন কমছে পাখির সংখ্যা।

বন অধিদপ্তরের একটি জরিপে দেখা গেছে, অন্যান্য পাখি কলোনির মতোই পুন্ডুরিয়া পাখি কলোনিও হুমকিতে আছে। এখনি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে পুন্ডুরিয়ার পাখিগুলো অস্তিত্ব সংকটে পড়বে বলে মনে করছেন পাখিবিদরা।পুন্ডুরিয়া গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে, স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুর রশিদের পুকুর পাড়ের বড় বড় গাছের মগডালে হাজারো শামুকখোল পাখি বাসা বেঁধেছে। সেখানে প্রায় ২০০টি উঁচু গাছ এবং বাঁশঝাড়ে হাজারো পাখির বাসা রয়েছে। সেখানেই তারা বাচ্চা দিচ্ছে। নিরাপদ আশ্রয়ে প্রজননও করছে তারা।

স্থানীয়রা জানান, ৫০ থেকে ৬০ বছর থেকে ওই গ্রামে রাতচোরা, পানকৌড়ি, হাইতোলা ও হারগিলা নামক পাখিগুলো আসা যাওয়া করে। প্রথমে সংখ্যায় কম হলেও দিন দিন বৃদ্ধি পায় তাদের সংখ্যা। প্রতি বছর গ্রীষ্মের শুরু থেকে বর্ষা এবং শরৎকাল পর্যন্ত তারা এখানে থেকে বংশ বৃদ্ধি করে। আবার হেমন্তের শুরুর দিকে চলে যায়। এভাবেই ঋতুর পরিক্রমায় এই এলাকায় তাদের বিচরণ দীর্ঘ দিনের। গ্রামের চার পাশের খাল-বিল আর ফসলের মাঠ থেকে খাবার খুঁজে খায় পাখিগুলো। কৃষি জমিতে অবাধে কীটনাশক প্রয়োগের ফলে জলজ পোকামাকড় ও ছোট মাছ বিলুপ্তির পথে। এতে সংকট দেখা দিয়েছে পাখিদের খাবারের। এর কারণে পাখির সংখ্যাও কমছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। তাছাড়া পাখিগুলো সংরক্ষণে সরকারের পক্ষ থেকেও নেওয়া হয়নি কোনো পদক্ষেপ। গ্রামবাসীরা নিজ উদ্যোগেই আগলে রেখেছেন পাখিদের। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এই গ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ পাখির অভয়ারণ্য হিসেবে পরিণত হবে বলে জানান গ্রামবাসী।ওই গ্রামের বাসিন্দা বুলবুল আহমেদ অভিযোগ করে বলেন, পাখিগুলো আমাদের গ্রামে আশ্রয়স্থল গড়ে তোলায় গ্রামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে আমাদের গাছ, পুকুরের মাছ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট করছে। আমরা সরকারিভাবে ক্ষতিপূরণ চেয়ে বন অধিদপ্তরে আবেদন করেছিলাম, কিন্তু কোন ফলাফল পাওয়া যায়নি। আমরা চাই এই গ্রামে পাখি থাকুক। পাখি পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকারিভাবে আমাদের ক্ষতি পুষিয়ে দিয়ে নজরদারি বৃদ্ধি করলে এই কলোনি আরও সমৃদ্ধ হবে।

এ বিষয়ে বন অধিদপ্তরের প্রধান গবেষক শিবলী সাদিক জানান, বন অধিদপ্তর গত ২০২২ ও ২০২৩ সালে পাখি কলোনি সংক্রান্ত একটি গবেষণা ও জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এর নেতৃত্বও দিয়েছেন তিনি। উক্ত কার্যক্রমটি উত্তরবঙ্গের ১৬ টি জেলাসহ ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের আটটি জেলায় পরিচালিত হয়। দেখা গেছে, পাখিদের নিরাপদ আবাসস্থলের অভাবে দিন দিন এদের সংখ্যা হুমকির দিকে। বেশির ভাগ কলোনিই এখন হুমকির মধ্যে আছে এমন তথ্যই উঠে এসেছে তার গবেষণায়। তার মধ্যে আক্কেলপুরের পুন্ডুরিয়া কলোনিও রয়েছে। এই কলোনিগুলো পাখি সংরক্ষণের বড় এলাকা। যেহেতু ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত বাগান এবং গাছে পাখিরা আশ্রয় নিয়েছে সেহেতু ওইসব ফলদ গাছে ফল হবে না। বাগান মালিকদের ক্ষতির হাত থেকেও রক্ষা করতে হবে। বিধায় এখনই সরকারের প্রণোদনার আওতায় নিয়ে এসে মালিকদের ক্ষতি পুষিয়ে দিয়ে সরকারিভাবে পাখিগুলোর নিরাপদ আশ্রয়স্থল নিশ্চিত করতে হবে। তবে কোনোভাবেই বাগানমালিকদের কাছ থেকে জায়গাটুকু নেওয়া যাবে না।বন্যপ্রাণী প্রজনন ও সংরক্ষণ গবেষণা নিয়ে কাজ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আ ন ম আমিনুর রহমান। তিনি বলেন, এগুলো সারস প্রকৃতির বড় পাখি। মূলত এরা মাছ, শামুক, জলজ প্রাণী, উদ্ভিদ ও বিভিন্ন পোকামাকড় খেয়ে জীবন ধারণ করে। বর্ষা মৌসুমে খাল বিল পাখির খাদ্যের উৎস। খাবারকে কেন্দ্র করে তারা দল বেঁধে বসবাস করে। কৃষি জমিতে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে খাবার সংকটে বিপন্ন হতে পারে পাখিগুলো। এখনি কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনজুরুল আলম বলেন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে পাখির গুরুত্ব অপরিসীম। পাখিদের রক্ষার্থে প্রাণী সম্পদ, পরিবেশ এবং বন বিভাগকে সাথে নিয়ে কাজ করা হবে। পাখিগুলো যেন বিপন্ন না হয় সে বিষয়ে কলোনি রক্ষার্থে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলের বন সংরক্ষক ইমরান আহমেদের ভাষ্য, প্রাকৃতিক ক্ষতির বিষয়ে আমরা কোন অভিযোগ পাইনি। তবে আক্কেলপুরের পুন্ডুরিয়া পাখি কলোনি আমরা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হবে। সরকারিভাবে প্রণোদনার আওতায় নিয়ে এসে সার্বিক বিবেচনায় জনসাধারণের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি পাখির অভয়ারণ্য তৈরি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ময়মনসিংহে ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও একজনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হেলেনা আক্তার (৩৫) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রাণ হারানো হেলেনা নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলার আব্দুল হাদীর মেয়ে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে এ তথ্য জানিয়েছেন হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডের ফোকাল পারসন ডাক্তার মহিউদ্দিন খান মুন। তিনি জানান, হেলেনা ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গত ১৭ ডিসেম্বর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি ডেঙ্গু ছাড়াও নানা রোগে ভুগছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যায়।

কচুয়ায় বিএনপির দুপক্ষের সমাবেশ ঘিরে ১৪৪ ধারা জারি

স্টাফ রিপোর্টার : বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলায় বিএনপির দুই পক্ষের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ১৪৪ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ওই এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি থাকে। গত সোমবার দিবাগত রাতে কচুয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কে এম আবু নওশাদ স্বাক্ষরিত এক আদেশে অনুষ্ঠানস্থল দুটিসহ চারপাশের ১ কিলোমিটার এলাকায় এ আদেশ জারি করা হয়। আদেশে বলা হয়, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গোয়ালমাঠ রশিক লাল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ এবং মাজেদা বেগম কৃষি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও চারপাশের ১ কিলোমিটারের মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সব ধরনের জনসমাগম, সভা-সমাবেশ, আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিষিদ্ধসহ ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ১৪৪ ধারা জারি করা হলো। এই আদেশ জরুরি পরিষেবা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কচুয়া উপজেলার গোয়ালমাঠ এলাকার মাজেদা বেগম কৃষি প্রযুক্তি কলেজ মাঠে বাগেরহাট-২ আসনের বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য এম এ এইচ সেলিমকে সংবর্ধনা দেওয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এর দুদিন আগে, পার্শ্ববর্তী গোয়ালমাঠ রশিক লাল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা বিএনপি জনসভার ঘোষণা দেয়। এ নিয়ে উভয়পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সহিংসতা এড়াতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

নওগাঁ শহরে ট্রাকচাপায় নারী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : নওগাঁয় শহরের দয়ালের মোড়ে ট্রাকচাপায় মোমেনা খাতুন নামে অটোরিকশার এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এসময় আহত হয়েছেন অটোরিকশায় থাকা আরও কয়েকজন। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোমেনা খাতুন সদর উপজেলার সোনালিয়া গ্রামের সমসের আলীর স্ত্রী। নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ভোরে বাড়ি থেকে একটি অটোরিকশায় চড়ে শহরের বালুডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে যাচ্ছিলেন মোমেনা খাতুন। বালুডাঙ্গা থেকে বাসে করে চিকিৎসার জন্য রাজশাহী যাওয়ার কথা ছিল তার। পথে দয়ালের মোড়ে একটি ট্রাক অটোরিকশাটিকে চাপা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মোমেনা খাতুন নিহত হন।

এশিয়ান বাছাই দরজায় কড়া নাড়লেও অপূর্ণাঙ্গ টিমস কমিটি

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) নতুন কমিটির প্রথম সভা হয়েছিল গত ৯ নভেম্বর। ওই সভাতেই বাফুফে ১১টি স্ট্যান্ডিং কমিটি ও ১২টি অ্যাডহক কমিটির প্রধানের নাম ঠিক করেছিল। প্রফেশনাল লিগ ম্যানেজমেন্ট কমিটি ছাড়া অন্য কোনো কমিটি চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে কিনা তা জানা যায়নি।

আগামী বছর মার্চে বাংলাদেশ জাতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট এশিয়ান কাপ বাছাই। কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরাকে রাখা কিংবা না রাখা নিয়ে সিদ্ধান্ত ও জাতীয় দলের এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রস্তুতির রোডম্যাপ ঠিক করার দায়িত্ব ন্যাশনাল টিমস কমিটির। সেই কমিটিই এখন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ করা হয়নি।

বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল নিজের হাতেই রেখেছেন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি। ইমার্জেন্সি কমিটি, ফাইন্যান্স কমিটির মতো ন্যাশনাল টিমস কমিটির চেয়ারম্যান স্বয়ং বাফুফে সভাপতি। সোমবার তিনি নিজেই বলেছেন, এখনো ন্যাশনাল টিমস কমিটি পূর্ণাঙ্গভাবে গঠন হয়নি।তাবিথ আউয়াল বলেন, 'কমিটি এখনো পূর্ণাঙ্গ করিনি। খুব শীঘ্রই করতে যাচ্ছি। কমিটি গঠন করে সভার পর সব সিদ্ধান্ত নেবো। এ মুহূর্তে আমি বলতে পারি, ২৫ মার্চ আমাদের প্রথম ম্যাচ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের। খেলা হবে ভারতের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ। এই বাছাই প্রতিযোগিতার প্রস্তুতির জন্য ন্যাশনাল টিমস কমিটি পরিকল্পনা তৈরি করবে। ম্যাচের আগ পর্যন্ত আমাদের পরিকল্পনাটা কেমন থাকবে সেটা আমরা আপনাদের জানিয়ে দেবো।'এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে বাংলাদেশ খেলবে 'সি' গ্রুপে। প্রতিপক্ষ ভারত, সিঙ্গাপুর ও হংকং। এক বছরের বেশি সময় ধরে চলবে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিক বাছাইয়ের এই খেলা।আগামী বছর ২৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের মিশন। শেষ হবে ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। বাংলাদেশের অন্য চার ম্যাচ হবে ১০ জুন ঢাকায় সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে, ৯ অক্টোবর ঢাকায় হংকংয়ের বিপক্ষে ও ১৯ নভেম্বর ঢাকায় ভারতের বিপক্ষে।বাছাই পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে খেলবে ২৪ দেশ, ৬ গ্রুপে ভাগ হয়ে। প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল উঠবে ২০২৭ সালে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়া কাপের চূড়ান্ত পর্বে। চূড়ান্ত পর্বের টিকিট আগেই নিশ্চিত করেছে ১৮ দেশ। তাদের সঙ্গে যোগ দেবে বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ড থেকে ৬টি দল।

৫৩ বছরেও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়নি স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল

স্পোর্টস ডেস্ক: এক মাস আগে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টু। জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি একটি আক্ষেপের কথাই বলেছেন বারবার। দেখে যেতে চেয়েছিলেন ১৯৭১ সালে ফুটবল মাঠে যুদ্ধ করা স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি।ব্যক্তিগতভাবে জাকারিয়া পিন্টু পেয়েছিলেন স্বাধীনতা পুরস্কার। নিজে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক এই পুরস্কার পেলেও তার দল কিছুই পায়নি। এ নিয়ে জাকারিয়া পিন্টু অনেক দৌড়ঝাঁপ করেছেন। কোনো কাজ হয়নি। না পাওয়ার আক্ষেপ নিয়ে জাকারিয়া পিন্টু পরপারে চলে গেছেন গত ১৮ নভেম্বর।বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। দিন, মাসের হিসাবে পেরিয়ে কেটে গেছে ৫৩ বছর। এখনো স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের বেঁচে থাকা সদস্যদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে এই ভেবে যে, তাদের দল রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়নি।৫৩ বছর আগে যখন স্বাধিকার আন্দোলনে ৫৫ হাজার বর্গমাইলের এই বাংলার জমি হয়েছিল রক্তাক্ত, তখন একদল ফুটবলসেনা ভারতে গিয়ে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত তৈরি ও অর্থ সংগ্রহের জন্য ভারতের বিভিন্ন শহরে খেলেছিলেন প্রীতি ম্যাচ। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশের স্বাধীনতার জন্য ফুটবল দল গঠনের ঘটনা একটাই।

প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস এলে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সদস্যরা গল্প বলেন সেই ঐতিহাসিক দিনগুলোর। অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টুকে নিয়ে টানাটানি পড়তো গণমাধ্যমে। সাক্ষাৎ নিতে চাইতেন সবাই। সেই পিন্টু নেই এবার বিজয় দিবসে। বুকের ভেতর একটা হাহাকার নিয়ে তিনি চলে গেছেন পরপারে।

বীরদের মৃত্যু নেই। জাকারিয়া পিন্টুসহ স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের যে সদস্যরা চলে গেছেন তাদের মৃত্যু নেই। তারা বেঁচে থাকবেন স্বাধীনতার ইতিহাসে, মানুষের হৃদয়ে।

ম্যানচেস্টার ডার্বি হেরে আরও চাপে গার্দিওলা-ম্যানসিটি

স্পোর্টস ডেস্ক: সময়টা ভালো যাচ্ছে না ম্যানচেস্টার সিটি ও পেপ গার্দিওলার। ঘরের মাঠে ম্যানচেস্টার ডার্বি জয় কিছুটা স্বস্তি দিতে পারতো তাদের। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) রাতে শুরুতে এগিয়েও গিয়েছিল তারা। কিন্তু অন্তিম মুহূর্তে দুই গোল হজম করে ইতিহাদে ২-১ ব্যবধানে হেরে গেছে স্কাই ব্লুজরা। তাতে আরও চাপে পড়েছে ম্যানসিটি, বিশেষ করে পেপ গার্দিওলা। যার মনের মধ্যে জেকে বসেছে চাকরিচ্যুত হওয়ার ভয়। এই হারের পর সেটা আরও পাকাপোক্তভাবে জেকে বসবে তার মনে।এই হারে ১৬ ম্যাচ থেকে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানসিটি আছে পয়েন্ট টেবিলের পঞ্চম স্থানে। অন্যদিকে আরও বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ২২ পয়েন্ট নিয়ে আছে ১৩তম স্থানে।এদিন ৩৬ মিনিটে কর্নার পেয়েছিল ম্যানসিটি। কর্নার থেকে উড়ে আসা বলে হেড নিয়ে জালে জড়িয়ে দলকে এগিয়ে নেন জাস্কো ভারডিওল।

টেস্টে গেইলের ছক্কার রেকর্ডে ভাগ বসিয়ে অনন্য কীর্তি সাউদির

স্পোর্টস ডেস্ক :ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টি মানেই ছক্কার ঝড়। আরেক ফরম্যাট ওয়ানডেতেও মাঝমধ্যে দেখা যায় ছক্কার এই ঝড়। তবে ক্রিকেটের সবচেয়ে দীর্ঘ ফরম্যাট টেস্টে সচরাচর ছক্কার দেখা মেলে না। তবে এমন কিছু ব্যাটার আছেন, যারা কোনো ফরম্যাটের বাছবিচার করেন না। যে কোনো সংস্করণেই ছক্কা হাঁকাতে ভালোবাসেন। কিন্তু সে তালিকায় একজন বোলারের জায়গা করে নেওয়াটা যে কাউকেই অবাক করবে।নিউজিল্যান্ডের পেসার টিম সাউদি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান হ্যামিল্টন টেস্টে ১০ বলে ২৩ রানের ইনিংস খেলার পথে ৩টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন।

লিওঁকে পেয়ে লিগ ওয়ানে জয়ে ফিরলো পিএসজি

স্পোর্টস ডেস্ক : নান্তেসের সঙ্গে ১-১ গোলে এবং অক্সিরের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করার পর অবশেষে জয়ে ফিরলো পিএসজি। ঘরের মাঠে

লিওঁকে পেয়ে ৩-১ গোলে জয় তুলে নিয়েছে প্যারিসের দলটি।পিএসজির হয়ে গোল তিনটি করেন ওসমান ডেম্বেলে, ভিতিনহা এবং গনকালো রামোস। লিওঁর হয়ে গোল করেন জর্জেস মিকাউতাদজে।

১৫ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রয়েছে পিএসজি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মার্শেই রয়েছে ৭ পয়েন্ট পিছিয়ে। তাদের পয়েন্ট ৩০। ২৫ পয়েন্ট নিয়ে লিওঁ রয়েছে ৫ম স্থানে।

ম্যাচের ৮ম মিনিটেই গোল করে পিএসজিকে এগিয়ে দেন ওসমান ডেম্বেলে।

১৪তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে দ্বিতীয় গোল করেন ভিতিনহা।

৪০তম মিনিটে একটি গোল শোধ করেন জর্জেস মিকাউতাদজে। ম্যাচ শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে, গনকালো রামোস ৮৮তম মিনিটে তৃতীয় গোল করেন।

তথ্যপ্রযুক্তি

এআই প্রযুক্তিতে দক্ষ হলে নাসায় সুযোগ পাবেন বাংলাদেশিরাও: প্রধান নভোচারী

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক,: এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স) প্রযুক্তিতে পারদর্শী হলে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় (নাসা) বাংলাদেশিদের কাজের সুযোগ থাকবে বলে জানিয়েছেন নাসার প্রধান নভোচারী জোসেফ এম আকাবা।

তিনি বলেছেন, এআই প্রযুক্তিকে উন্নত করতে নাসা বিভিন্ন দেশে নানান ধরনের প্রতিযোগিতা করে থাকে। বাংলাদেশও এতে অংশ নেয়। বাংলাদেশের কেউ যদি এআই প্রযুক্তি নিয়ে অনেক বেশি উন্নতি করতে পারে, তাহলে নাসায় কাজ করার সুযোগ থাকবে। এমন সব লোকদেরই নাসা খুঁজে থাকে, যাতে করে এআই ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা মহাকাশে আরও বেশি দূরত্ব পাড়ি দিতে পারি। প্রথমবারের মত বাংলাদেশ ভ্রমণে এসে রোববার (১৫ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় প্লে পেন স্কুলে এক অনুষ্ঠানে এই নভোচারী এসব কথা বলেন।অনুষ্ঠানে জোসেফ এম আকাবা বৈশ্বিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নাসার অবদান এবং মহাকাশ গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশ কীভাবে লাভবান হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন।

মহাকাশ প্রযুক্তিতে এআইয়ের ব্যবহার সব থেকে বেশি হয় উল্লেখ করে এই বিজ্ঞানী বলেন, মহাকাশ টেকনোলজিতে সব সিস্টেমে এটি থাকে। 'এআই' আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করে। কোথাও কোনো ত্রুটি থাকলে এটি আমাদের সহযোগিতা করে থাকে। বর্তমানে নাসার পরিকল্পনা হচ্ছে সব কিছুতে এআই ব্যবহার করা, আর শুধু মহাকাশ অনুসন্ধানের কাজে মানুষের ভূমিকা থাকবে।আকাবা বলেন, বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের হাতে অনেক সম্ভাবনা। যারা এআই শিখবে, তারা ভবিষ্যতে নাসাসহ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ মহাকাশ সংস্থাগুলোতে কাজ করতে পারবে।মহাকাশ অনুসন্ধানের ভবিষ্যৎ খুবই সম্ভাবন-াময় উল্লেখ করে নাসার প্রধান নভোচারী বলেন, বর্তমানে নভোচারীরা চাঁদের থেকে বেশি দূর যেতে পারেননি। তবে ভবিষ্যতে নাসাসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চুক্তির মাধ্যমে মানুষকে চাঁদের থেকেও অনেক দূরে মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আমি মনে করি মহাকাশ অনুসন্ধানের ভবিষ্যৎ খুবই চমৎকার। অতীতে মহাকাশ অনুসন্ধান চালাত বিভিন্ন দেশের সরকার, পরে প্রাইভেট সংস্থাও এতে যোগ হয়। এখন সাধারণ মানুষও মহাকাশে যাচ্ছে।

জোসেফ এম আকাবা বলেন, আমি আশাবাদী ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকেও মহাকাশ ভ্রমণে যাবে। আমি মনে করি এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করে ভালোভাবে পড়াশোনা করার মাধ্যমে মহাকাশ ভ্রমণ ও অনুসন্ধানের স্বপ্নপূরণ করা সম্ভব। কখন কার সুযোগ আসে এটা বলা যায় না, তাই স্বপ্নপূরণে পরিশ্রমী হতে হবে।সর্বশেষ মহাকাশ অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরে বিজ্ঞানী আকাবা বলেন, মহাকাশে যাবার আগে নভোচারীদের অনেক ট্রেনিং করতে হয়। নভোচারীরা খুব বেশি পরিশ্রমী হয়ে থাকে। সর্বশেষ যেবার আমি মহাকাশে যাই, সেখানে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ছয় মাস ছিলাম। পৃথিবী থেকে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে পৌঁছাতে আমার রকেটের আট মিনিট সময় লেগেছিল। তিনি বলেন, আমরা মহাকাশে যাই নানা ধরণের গবেষণা করতে। এর মধ্যে মানব শরীরের রক্ত থেকে শুরু করে নানা উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা চালাই। পরে সেসব নমুনা আমরা পৃথিবীতে পাঠাই, যেন এসব নিয়ে আরও গবেষণা করা যায়?

মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে আসার পর সাধারণ জীবনযাপনে কেমন অনুভূতি হয়, এ বিষয়ে জোসেফ এম আকাবা বলেন, মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে আসার পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ সব কিছুই ভারী মনে হয়। কারণ মহাকাশে থাকে মাইক্রোগ্রাভিটি। পৃথিবীতে আসার পর একজন নভোচারীর স্বাভাবিক হতে সময় কিছু দিন সময় লাগে। মহাকাশ থেকে আসার পর আমাদের ৪৫ দিন পুনর্বাসনে থাকতে হয়। পরে আমাদের নানা ধরনের মেডিকেল চেক আপ করতে হয়। আমাদের শরীরের কন্ডিশন কেমন আছে এবং আগের মতন স্বাভাবিক হয়েছে কি না, তা দেখা হয়। আকাবা বলেন, মহাকাশে থাকা অবস্থায় মাইক্রোগ্রাভিটিতে যদি প্রতিনিয়ত বিভিন্ন শারীরিক চর্চা করা যায়, তাহলে পৃথিবীতে আসার পর তেমন কোনো পরিবর্তন মনে হবে না, সব কিছুই স্বাভাবিক লাগবে।মহাকাশ অভিযানের সময় সব থেকে দুচিন্তার বিষয় কী থাকে এ বিষয়ে নাসার প্রধান নভোচারী জোসেফ এম আকাবা বলেন, মহাকাশে সব থেকে বেশি ভয়ানক বিষয় হচ্ছে আগুন লাগার ঘটনা। সাধারণত পৃথিবীতে বাড়িতে আগুন লাগলে আমরা বাইরে যেতে পারি। কিন্তু মহাকাশে এটা সম্ভব না। পাশাপাশি ছোট ছোট উল্কাপিণ্ড (মিটিয়রয়েড) যখন আঘাত আনে তখন পরিস্থিতি ভয়ানক হয়। মহাকাশে নভোচারীরা যখন স্পেস ওয়াক (মহাকাশে হাঁটা) করে, সে মুহূর্তটা খুবই ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। আকাবা বলেন, আরেকটি ভয়ানক বিষয় হয়, যখন স্পেসে টয়লেট ব্যবহার করা হয় এবং ঠাণ্ডা রাখার জন্য যে সিস্টেমে অ্যামোনিয়া (রাসায়নিক যৌগ) ব্যবহার করা হয়, তখন যদি সেখান থেকে অ্যামোনিয়া লিক করে, সেটা মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে। 'এসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে আমাদের নভোচারীদের প্রতিনিয়ত ট্রেনিং করা হয়। পাশাপাশি মহাকাশে নভোচারীরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে 'মিশন কনট্রোল' নামে পৃথিবীতে একটি দল থাকে, তারা সেটি খুঁজে বের করে আমাদের সহযোগিতা করে থাকে। একটি নিরাপদ ও সুন্দর মহাকাশ অভিযানের জন্য সবার টিম ওয়ার্ক ও আগাম প্রস্তুতির সব ট্রেনিং করা খুব বেশি প্রয়োজনীয়। 'মহাকাশে থাকার দিনগুলো প্রতিনিয়ত মিস করেন জানিয়ে নাসার এ বিজ্ঞানী বলেন, মহাকাশে থাকার অভিজ্ঞতা অনেক রোমাঞ্চকর। এ দিনগুলো আমি প্রতিনিয়ত মিস করি। তবে পরিবারের সঙ্গে পৃথিবীতে থাকার অনুভূতিটাও চমৎকার হয়। সর্বশেষ পাঁচ বছর আগে আমি মহাকাশে যাই, আমি আশায় আছি আবার কবে সেখানে যাব।

হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপ চ্যাটে নতুন ফিচার, যে সুবিধা পাবেন

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক:,বিশ্বের জনপ্রিয় বার্তা আদান-প্রদান মাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে নিয়ে এলো গ্রুপ চ্যাটে নিয়ে নতুন ফিচার। নতুন এ ফিচারে ব্যবহারকারীরা গ্রুপ চ্যাটের টপ অ্যাপ বারে গিয়ে দেখতে পারবেন অনলাইনে ব্যবহারকারীর সংখ্যা।

অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে এই ফিচারটি আরও আগে থেকে থাকলেও প্রথমবারের মতো ব্যবহারকারীরা এই সুবিধাটি এখন হোয়াটসঅ্যাপেও পাবেন। তবে এ ফিচারটি আসতে এতো দেরি হওয়ার কারণ উল্লেখ করেনি প্রতিষ্ঠানটি।

হোয়াটসঅ্যাপ বিটা ইনফো এই নতুন ফিচারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। বিটা জানিয়েছে, বিটা টেস্টাররা এই ফিচার পরীক্ষা করে দেখছেন। গ্রুপ চ্যাটের ওপরে অ্যাপ বারে কতজন গ্রুপ সদস্য অনলাইনে রয়েছে, সেই সংখ্যা তুলে ধরেছে। আগে অ্যাপ বারে গ্রুপ সদস্যদের নাম এবং তাদের কার্যকলাপের সারাংশ দেখানো হত শুধু।ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে নতুন নতুন ফিচার নিয়ে আসছে মেটা। তারই ধারাবাহিকতায় হোয়াটসঅ্যাপের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা এখন অ্যাপ বারে অনলাইনে সক্রীয় থাকা সদস্যদের সংখ্যা দেখাচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় কতটা এগোতে পারবে ইউরোপ?

এআইয়ের প্রসারের দিক দিয়ে ইউরোপ এখনও পিছিয়ে রয়েছে

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক,:কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহারের দিক দিয়ে অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইইউ এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ইউরোপীয়রা কি এআইতে সামনে এগোতে পারবে? বর্তমানে তাদের অবস্থান কী? চলুন জেনে নেই।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিল্প তৈরি করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই খাতের নেতৃত্বে রয়েছে। চীনে এআইয়ের সহায়তায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে চা উৎপাদন করা হচ্ছে।তবে এআইয়ের প্রসারের দিক দিয়ে ইউরোপ এখনও পিছিয়ে রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইউরোপীয়রা কি চীন বা যুক্তরাষ্ট্রের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে?ফ্রান্সে ন্যুকএআই স্টার্টআপ লজিস্টিক কোম্পানির জন্য নতুন সমাধান তৈরি করছে। প্রতিষ্ঠানটির সহপ্রতিষ্ঠাতা ভেরোনিক ভেনটোস বলেন, ''আমাদের আর অন্যদের মধ্যে বর্তমানে বড় ব্যবধান হচ্ছে আমরা মানবকেন্দ্রিক ভাবনায় আছি। আমরা অনেক ডেটা ব্যবহার করতে যাচ্ছি না এবং সাধারণভাবে ধরে নিচ্ছি যে যন্ত্র আরও ভালো জানে। মানবকেন্দ্রিক অর্থ হচ্ছে মানুষ এবং যন্ত্রের মধ্যে এক সহযোগিতা স্থাপন যাতে মানুষ যন্ত্র ব্যবহার করে আরও ভালো কাজ করতে পারে।''কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বের শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছাতে চায় ফ্রান্স। দেশটি মাইক্রোসফটের মতো বিনিয়োগকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তারা দেশটিতে চার বিলিয়ন ইউরোর ডেটা সেন্টার করতে চায়। ফরাসি স্টার্টআপগুলোও লাভের মুখ দেখছে।

ভেরোনিক ভেনটোস বলেন, ''সবার আগে স্টার্টআপগুলো অনেক সহায়তা থেকে লাভবান হচ্ছে। শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, পরামর্শও?''তারপরও প্যাটেন্ট রেজিস্ট্রেশন এবং এআই ডেটা সেন্টারে বিনিয়োগের বিবেচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ফ্রান্স। ভেরোনিক ভেনটোস বলেন, ''ফরাসি সরকারের উচিত আমেরিকান এবং চীনাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার চেষ্টা করার চেয়ে আমাদের নিজস্ব শক্তিমত্তার দিকে নজর দেওয়া। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি তাদের উচিত হালনাগাদ ফ্যাশনের এআইয়ের চেয়ে ভিন্নধর্মী এআই প্রযুক্তিকে সহযোগিতা করা।''

জার্মানির রাজনৈতিক এবং এআই রাজধানী বার্লিন। জেটব্রেইনসের মতো অত্যাধুনিক কোম্পানি এখানে স্থায়ী হয়েছে। তারা বড় এবং জটিল কাজের সমাধানে নতুন উপায় খুঁজছে। যেমন পঞ্চাশ পাতা পড়ার দরকার কী যখন এসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব?জেটব্রেইন্সের জোডি বার্চেল বলেন, ''সমস্যার একটি দিক হচ্ছে আমরা এসব মডেলের দিকে এমনভাবে অগ্রসর হচ্ছি যেন আমরা আরেকজন মানুষের সঙ্গে কথা বলছি যিনি আমাদের বোঝেন। কিন্তু আসলে এগুলো হচ্ছে পরিশীলিত অ্যালগরিদম যেগুলোর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন। ফলে ওয়ার্ডিং এবং টেনে পরিবর্তন আমাদেরকে সম্পূর্ণ আলাদা ফলাফল দিতে পারে।''কখনও কখনও সন্তোষজনক ফলাফল পেতে চারপাতার মতো টেক্সট দিতে হয়। প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং তুলনামূলকভাবে নতুনক্ষেত্র, ফলে এখাতে বিশেষজ্ঞের ঘাটতি রয়েছে। প্রয়োজনীয়তাও অনেক। তাসত্ত্বেও মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো ভালো বেতন দিতে পারছে না ইউরোপীয় স্টার্টআপগুলো।জোডি বার্চেল বলেন, ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই চাকুরিতে গড় বাৎসরিক বেতন এক লাখ ত্রিশ হাজার মার্কিন ডলারের মতো। কিন্তু অনেকেই প্রম্পটিং নিয়ে কাজ করেন, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এমএল ইঞ্জিনিয়াররা। এই চাকুরিতে এমএল মডেল সম্পর্কে আরও বিস্তৃত জ্ঞানের প্রয়োজন হয় যা প্রম্পটিংয়ের চেয়ে বেশি কিছু।

গ্রামীণফোন 'প্রবাসী প্যাক' সিম চালু করল প্রবাসীদের জন্য

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক, :বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী কোম্পানি গ্রামীণফোন। প্রবাসীদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ 'প্রবাসী প্যাক' চালু করেছে গ্রামীণফোন। এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রয়োজন মেটাতে গ্রাহক-কেন্দ্রিক প্রথম পদক্ষেপ। প্যাকটিতে সিমের মেয়াদ পাঁচ বছর পর্যন্ত রাখা হয়েছে, যা প্রবাসীদের সংযোগের চাহিদা পূরণে বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে যেন তা প্রবাসীদের সংযোগের চাহিদা পূরণ করতে পারে। বিদেশে বসবাসকারী এবং কর্মরত বাংলাদেশিদের ক্ষমতায়নের জন্য প্যাকটিতে রয়েছে বিশেষ সব ফিচার। এই প্যাকটি যারা রেমিট্যান্সের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। প্যাকটির মাধ্যমে বিদেশে থাকাকালে মোবাইল নম্বর সচল রাখা ছাড়াও কোন বাড়তি চার্জ ব্যতীত আনলিমিটেড ইনকামিং এসএমএস'র সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন গ্রাহকরা।অনলাইন ব্যাংকিং, আর্থিক সেবা এবং গুগল ও ফেসবুকের মতো অ্যাপের জরুরি ওটিপিগুলো পাবেন তারা। ফলে সবসময় প্রয়োজনীয় ডিজিটাল সেবা গ্রহণ করতে পারবেন গ্রাহকরা যা তাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে ডিজিটাল বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত রাখবে। গ্রাহকদের সুবিধা ও প্রয়োজনের দিকটি মাথায় রেখে প্যাকটিতে ৩ জিবি বা ৫ জিবি'র ইন্টারনেট বোনাস রাখা হয়েছে। দেশে থাকাকালীন সময় বোনাসটি উপভোগ করতে পারবেন প্রবাসীরা। পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যুক্ত থেকে সব গুরুত্বপূর্ণ খোঁজ-খবর রাখতে পারবেন তারা, যা তাদের শেকড়ের সঙ্গে বন্ধনকে রাখবে অটুট; নিশ্চিত করবে আরো সহজ ও সংযুক্ত জীবনধারা। অফারটি পেতে, গ্রাহকদের তিন বছর মেয়াদের জন্য ৯৯৪ টাকা এবং পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য ১ হাজার ৪৯৪ টাকা রিচার্জ করতে হবে।ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা বা বিদেশ থেকে রিচার্জ করার সুযোগ না থাকায় সিম সচল রাখতে বাংলাদেশি প্রবাসীদের প্রায়ই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই প্যাকটির মাধ্যমে গ্রাহকরা কোন ঝামেলা ছাড়া তাদের সিমটি সচল ও কার্যকর রাখতে পারবেন, যা অনেক ক্ষেত্রে তাদের পরিচয়ের একটি মূল অংশ হয়ে দাঁড়ায়। বিদেশে থাকাকালে সিম সচল রাখার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রবাসীদের পরিচিতি রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করবে এই প্যাকটি। এছাড়া তারা দেশে আসার পর পাচ্ছেন ইন্টারনেট বোনাস ব্যবহারের সুযোগ। ফলে নিজের দেশে সবার সঙ্গে যুক্ত থাকতে ও যোগাযোগ রক্ষায়ও সহায়ক এই প্যাকটি।গ্রামীণফোনের চিফ মার্কেটিং অফিসার মোহাম্মদ সাজ্জাদ হাসিব বলেন, 'একমাত্র অপারেটর হিসেবে অনন্য এই সেবাটি আনতে পেরে গ্রামীণফোন গর্বিত যা আমাদের প্রবাসী গ্রাহকদের দেবে নিরবচ্ছিন্নভাবে ও ডিজিটালি যুক্ত থাকার সুযোগ। যুগান্তকারী এই পদক্ষেপটি গ্রাহক-কেন্দ্রিক উদ্ভাবনে গ্রামীণফোনের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। এটি প্রবাসী গ্রাহকদের সেবা গ্রহণের অভিজ্ঞতা আরো উন্নত করার পাশাপাশি এমন একটি ডিজিটাল সংযোগ তৈরি করবে যা তাদের জীবনধারাকে সমৃদ্ধ এবং দেশের সাথে বন্ধনকে আরো দৃঢ় করবে। প্রবাসী প্যাকটির মাধ্যমে সেরা গ্রাহক অভিজ্ঞতা প্রদানে সংকল্পবদ্ধ গ্রামীণফোন, যেন প্রবাসীরা দেশের সাথে সংযুক্ত থাকতে এবং আধুনিক যোগাযোগের সুবিধা উপভোগ করতে পারেন। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রবাসীরা পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন তারা যেন কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করতে এবং তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সাথে যুক্ত থাকতে পারেন।'